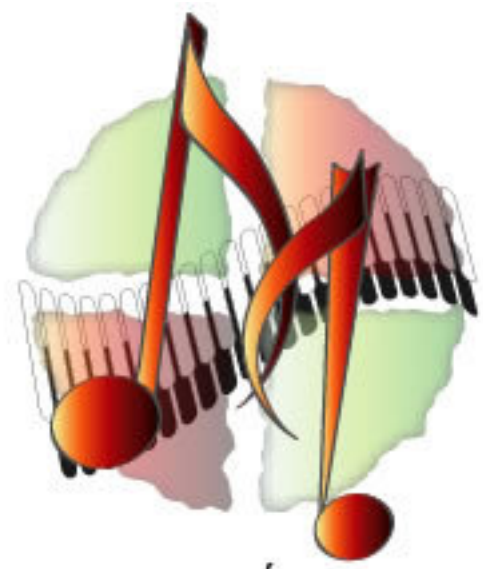

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

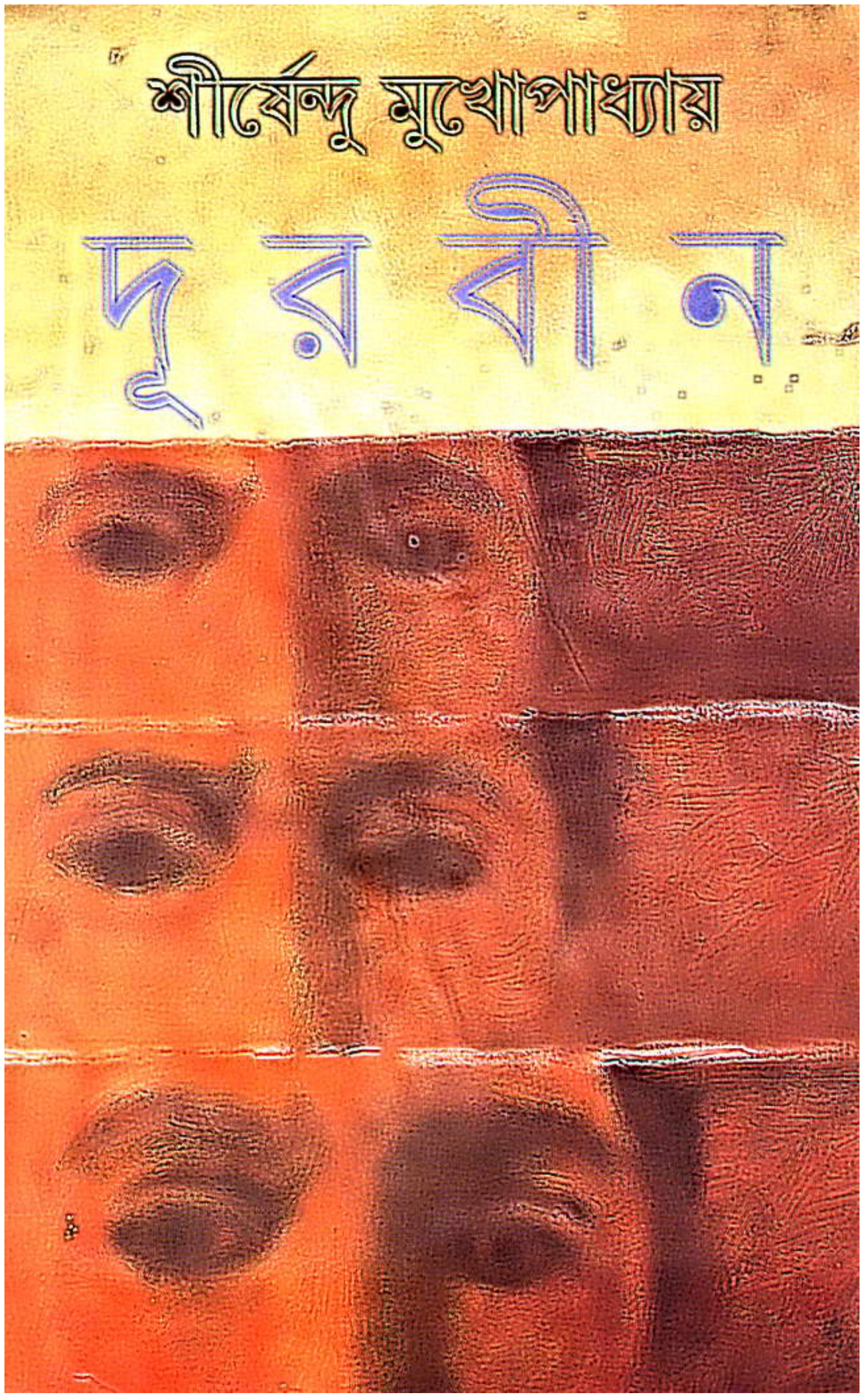

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দূরবীন

www.MurchOna.com

॥ ৬৯ ॥

শচীন কাশী রওনা হওয়ার আগের দিন চৌধুরি-বাড়িতে এসেছিল বিদায় নিতে। শরৎকাল শুরু হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের ওপাড়টা কাশফুলে সাদা। আকাশ গভীর নীল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘ এসে ক্ষণস্থায়ী বর্ষা দিয়ে যায়। ভারী মোলায়েম একটা হাওয়া বয়। নদীতে পালতোলা নৌকোর গতিতে লেগেছে এক খুশিয়াল চঞ্চলতা। শচীনের মন প্রকৃতির এই স্নিগ্ধতায় কিছু প্রসন্ন। ভিতরকার ক্ষত ও রক্তপাত সে ভুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কামনার বস্তু চোখের সামনে না থাকলে কামনা ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। ইংরিজি একটা প্রবাদবাক্যও আছে না, আউট অফ সাইট আউট অফ মাইণ্ড! চপলাকে যথার্থ ভোলেনি অবশ্য শচীন। কিন্তু কোথায় যেন একটা স্বপ্নভঙ্গও ঘটেছে তার।

ওই যে সেদিন চড় মেরেছিল বিশাখাকে, সেই থেকে তীব্র আত্মগ্লানি দিনরাত তাকে দগ্ধ করেছে। কয়েকটা দিন সে প্রায় পাগলের মতো বিড়বিড় করত। নিজের গলা টিপে ধরত। ডান হাতে জাঁতি চেপে ধরেছে, পিন ফুটিয়েছে বহুবার। সে যে এত নীচ হতে পারে তা সে নিজেও জানত না।

আজ বড় সংকোচের সঙ্গে সে বারবাড়িতে সাইকেল থেকে নামল। তারপর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে সে বারান্দায় উঠে সোজা গিয়ে কৃষ্ণকান্তর দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা ভেজানো ছিল, খুলে গেল।

কৃষ্ণকান্তকে প্রায় রোজই দেখে শচীন। কিন্তু এতদিন এক অবৈধ প্রেমের জ্বলন্ত আবেগ তাকে এমন অন্ধ করে রেখেছিল যে, দেখলেও কিছুই লক্ষ করেনি সে। আজ কৃষ্ণকান্তর চেহারার মধ্যে ঋষিবালকসুলভ উজ্জ্বলতা দেখে সে একটু অবাক হয়।

শচীন একটু হেসে বলল, ব্রহ্মচর্য করছো শুনলাম! সত্যি নাকি?

কৃষ্ণকান্ত স্মিত হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক ব্রহ্মচর্য নয়।

তবে কী? স্বদেশী?

কৃষ্ণকান্ত একথার জবাব দিতে পারল না। মৃদু হাসল মাত্র।

শচীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে. আমাদের দিয়ে তো কিছু হবে না। আমরা স্বার্থপর সংসারী হয়ে গেছি। তোমাদের মতো ছেলেরা যদি পারে।

কৃষ্ণকান্ত একথা শুনে একটু উজ্জ্বল হয়। তারপর বলে, বিপিনদার সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ করিয়ে দেবেন শচীনদা?

বিপিন এই অঞ্চলের চিহ্নিত স্বদেশী। কংগ্রেসের মস্ত পাণ্ডা। তবে আজকাল তাকে বড় একটা কেউ দেখতে পায় না। শোনা যায়, গ্রেফতারের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

শচীন কথাটা শুনে কৃষ্ণকান্তকে খুব স্থির চোখে অনেকক্ষণ লক্ষ করে বলে, তোমার বয়স এখনো খুব কম। এখনই কেন ওসব করতে চাইছো?

আমার যে ভীষণ ইচ্ছে।

তা আমি খানিকটা জানি। এই বুদ্ধিটা তোমাকে কে দিয়েছিল বলো তো!

তেমন কেউ নয়।

আরে আমি তো আর সরকারের স্পাই নই, আমাকে বলতে ভয়টা কী?

শশীদাকে দেখার পর থেকে—

শচীন হাসল। বলল, বুঝেছি। কিন্তু দেখলে তো পরাধীন দেশে বাস করলে দেশপ্রেমের কীরকম দণ্ড নিতে হয়! জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসি, গুলি।

জানি।

ভয় করে না?

www.MurchOna.com

কৃষ্ণকান্ত উজ্জ্বল মুখে বলল, একটুও না।

শচীন চিন্তিত মুখে বলে, তোমার ভিতরে একটা ব্রাইটনেস আছে। স্বদেশী করতে গিয়ে সেটা নষ্ট করবে কেন? বরং আরো তৈরি হও। লেখাপড়া শেখো, জ্ঞানার্জন করো। স্বদেশী করা মানে তো সবসময়ে সাহেব মারা নয়।

আর কীরকম স্বদেশী আছে?

দেশের সুসন্তান হয়ে উঠলে তাতেও দেশের কাজ হয়। যারা প্রতিভাবান তাদের উচিত প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। তাতে আমাদের আখেরে দেশের ভালই হয়।

বাবাও এরকম কী একটা বলেন।

ঠিকই বলেন। উনি জ্ঞানী মানুষ।

আমার খুব শশীদার মতো হতে ইচ্ছে করে।

কার মতো হবে সেটা কি এখনই স্থির করা উচিত? সেইজন্যই একটু বয়স হওয়া দরকার।

কত বয়স?

সময় হলে আমিই তোমাকে বলে দেবো।

খুব বাধ্য ছেলের মতো কৃষ্ণকান্ত ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

শচীন একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল। ইতস্তত করে বলল, বিশাখা কেমন আছে?

ছোড়দি! ছোড়দি তো ভালই আছে।

শচীন খুব লজ্জা-লজ্জা ভাব করে পকেট থেকে একটা মুখ-আঁটা খাম বের করে বলল, বিশাখাকে এই চিঠিটা দিয়ে দেবে?

হ্যাঁ। বলে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় কৃষ্ণকান্ত।

শচীন মৃদুস্বরে বলে, রাগ জিনিসটা মানুষের মস্ত শত্রু। কত বড় শত্রু তা সেদিন বুঝেছি। কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি রাখিনি। ছিঃ ছিঃ।

কৃষ্ণকান্ত খুব লাজুক একটু হাসল। তারপর বলল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

শচীন একটু থমকে চেয়ে থাকে। তারপর আচমকাই তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে। বিশাখাকে চড় মারার চেয়েও ঢের বেশি কেলেঙ্কারি সে ঘটাতে যাচ্ছিল। ফাঁড়াটা কেটেছে এমন নয়। চপলার কথা মনে পড়লেই তার বুক ব্যথিয়ে ওঠে, শ্বাস দ্রুত হয়, আবার একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে চারধার। তবে সেই সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিবেচনা ও বোধ ফিরে এসেছে শচীনের। দুই ছেলের মা, পরস্ত্রী একজনকে গ্রহণ করার যেসব অন্ধকারময় দিক আছে সেগুলোও তার মনে আসে।

শচীন মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই বলেছো। তুমি খুব ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাই না?

কৃষ্ণকান্ত লজ্জায় মাথা নুইয়ে বলে, আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে চাই।

শচীন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমারও অনেক সাধ ছিল জীবনে। এক এক বয়সে এক এক রকম। সবশেষে দেখ উকিল হয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

ওকালতি তো খুব ভাল। খুব বুদ্ধি লাগে।

তা লাগে। তবে বড় মিথ্যে কথা বলতে হয়।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বলে, তা হোক। আমিও কিন্তু আইন পড়ব।

পড়। আইন জানা থাকা ভাল।

শশীদার কী হবে শচীনদা? ফাঁসি?

কী করে বলি! অপরাধ তো বেশ গুরুতর। প্রমাণ হলে—

আপনি শশীদার হয়ে মামলা লড়বেন না?

লড়ে লাভ নেই। শশী সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা

www.MurchOna.com

হয়েছিল অন্য ব্যাপারে। উনি আমাকে ওঁর ডিফেনসে নামতে বলেছিলেন।

আমাদের বিরুদ্ধেও কি কেস হবে ?

কে জানে ! পুলিশ মুচলেকা চেয়েছিল, তোমার বাবা দেননি। সেই রাগে কেস করতেও পারে পুলিশ। রামকান্ত রায় লোক ভাল নন। স্বদেশীদের ওপর খুব রাগ।

ওকে কেউ মারতে পারে না ?

শচীন একটু চমকে ওঠে। তারপর বলে, ওসব কথা মনেও স্থান দিও না।

কিন্তু মারা তো উচিত। বাঙালি হয়ে উনি কেন স্বদেশীদের ধরিয়ে দেবেন ?

সব বাঙালি যদি তোমার মতো ভাবতে পারত তাহলে ইংরেজ নিজে থেকেই পালাত। কিন্তু সে কথা থাক। রামকান্ত রায় কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থাকে।

শচীন খানিকক্ষণ বসে থাকে, তারপর উঠতে উঠতে বলে, কাল আমি কিছুদিনের জন্য কাশী যাচ্ছি। ফিরে এলে দেখা হবে। তোমার ছোড়দিকে চিঠিটা মনে করে দিও কিন্তু।

দেবো।

ইচ্ছে ছিল বিশাখার সঙ্গে দেখা করে মাপ চেয়ে নেবো। কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা না করাই ভাল। রাগী মেয়ে, হয়তো চটে যাবে। তীর্থযাত্রার সময় মনটা খামোখা ভার হবে। তাই ওই চিঠি।

ছোড়দি কিন্তু রাগত না।

রাগত না ? শচীন অবাক হয়ে বলে, তুমি কী করে জানলে ?

আমি জানি।

শচীন ক্ষীণ একটু হাসে, কিন্তু রাগের তো কারণ ছিল।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, তাও না। ছোড়দিটা বড্ড বোকা। ভীষণ আদুরে তো। একটু শাসনে ওর ভালই হয়।

শচীন খুব হাসল, তুমি তো খুব পাকা মাথার মানুষ ! বাঃ। তোমার উন্নতি হোক। আজ আসি, হ্যাঁ ?

শচীন চলে গেলে কৃষ্ণকান্ত চিঠিটা নিয়ে ভিতরবাড়িতে আসে।

দোতলার ঘরে চুপ করে বসে আছে বিশাখা। কিছু শীর্ণ হয়েছে ইদানীং। তবু সেই শীর্ণতায় তার সৌন্দর্য হয়েছে আরো ক্ষুরধার। আজকাল সে ঘর থেকে বড় একটা বেরোয় না। চুপচাপ বসে বসে ভাবে।

ছোড়দি, কী করছিস ?

আচমকা কৃষ্ণকান্তর ডাকে বিশাখা চমকে ওঠে। সে কিছু করছে না। ভিতরে, খুব গভীরে সে একটা গোপন ও গোলাপী স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার মনে হয়, স্বপ্নটা যে কোনোদিন যে কারো কাছে ধরা পড়ে যাবে।

কী রে ! আয়। বলে ভাইকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বসায় বিশাখা। আজকাল একটু তফাৎ হয়ে থাকে বলেই কৃষ্ণর ওপর তার প্রগাঢ় মায়া।

কৃষ্ণকান্ত দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে, তোর বাঁ গালে এখনো চড়ের দাগটা ফুটে আছে।

যাঃ। বলে বিশাখা নিজের গালে হাত বোলায়, ফাজিল !

তোকে চড় মেরে শচীনদার যা অনুশোচনা হয়েছে বলার নয়।

বিশাখা লজ্জায় লালবর্ণ হয়ে বলে, ওসব কথা তোকে কে বলতে বলেছে !

বলবে কেন। জানি।

কী জানিস ?

শচীনদা কাশী চলে যাচ্ছে।

www.MurchOna.com

কাশী ! বলে ভ্রূ কোঁচকায় বিশাখা, কাশী কেন ?

কাশীবাসী হয় না লোক বুড়ো বয়সে !

সে কি বুড়ো হয়েছে ?

না, তবে বৈরাগ্য এসেছে।

কবে এল ?

সেই চড় মারার পর থেকে। কাশী গিয়ে শচীনদা সন্ন্যাস নেবে।

কৃষ্ণকান্ত এত গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলে যে বিশাখা ধন্ধে পড়ে যায়। চারদিকে টালুমালু করে তাকিয়ে বলে, সত্যি কথা বলবি ?

সব সত্যিই তো বলছি।

কী হয়েছে ওর ?

বললাম তো, অনুশোচনা।

সুফলাটা অনেকদিন আসে না। এলে জিজ্ঞেস করতাম। চিন্তিত মুখে বিশাখা বলে।

কী জিজ্ঞেস করতি ? শচীনদার কথা ?

হ্যাঁ।

কেন ? শচীনদার খোঁজে তোর কী দরকার ?

বিশাখা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার জন্য কেউ কষ্ট পাক তা আমি চাই না। শুনেছি, সেই ঘটনার পর ও তিনদিন নাকি উপোস ছিল। জল অবধি খায়নি।

তোকে চড় মেরেছে বলে ?

তাই তো শুনেছি। তবে রাগলে মানুষ অনেক কাণ্ড করে। সেগুলো ধরতে নেই।

তোর কিন্তু একটু ওরকম কিছু হওয়ার দরকার ছিল।

কেন রে দুষ্টু ? ও আবার কী কথা ?

খুব বাড় বেড়েছিল যে তোর।

কবে বাড় দেখেছিস ! এমন থাপ্পড় মারব না !

যখন বিয়ের কথা হয়েছিল তখন কী বলতিস মনে নেই ?

বিশাখা লাল হয়ে হাসতে লাগল। তারপর বাঁ গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, বেশ করতাম বলতাম।

আর এখন ?

এখন কী ?

এখন বিয়ের কথা উঠলে কী বলবি ?

তা জেনে তোর কী হবে ?

শুনিই না।

ভাগ পাজী কোথাকার !

কৃষ্ণকান্ত ছোড়দির মুখের ভাব খুব মন দিয়ে লক্ষ করল। যা দেখল তাতে খুশিই হল সে। জামার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বলল, এই নে। শচীনদা দিয়ে গেছে।

বিশাখা প্রথমটায় যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এভাবে চেয়ে রইল। তারপর কুণ্ঠিত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে বলে, কখন এসেছিল ?

এইমাত্র। ঘন্টাখানেক আগে।

এত সকালে আসে না তো !

চিঠিটা বিশাখা খুলল না। হাতে নিয়ে বসে রইল। চোখটা অল্প বোজা। কিছুক্ষণ যেন স্পর্শের একটা আনন্দ অনুভব করল। তারপর ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, কাশী যাওয়ার কথা কী বলছিল ?

www.MurchOna.com

সত্যি নাকি ?

সত্যি। শচীনদা কাল কাশী যাচ্ছে। তবে ফিরবে।

বিশাখা একটা শ্বাস ছাড়ল। বালিশের তলায় খামটা রেখে দিয়ে বলল, একবার সুফলাকে ডেকে আনতে পারবি ?

সুফলাদি ! কেন ?

দরকার আছে।

একটু ভাবল কৃষ্ণকান্ত। তারপর বলল, বিকেলে।

তাহলেই হবে।

কৃষ্ণকান্ত চলে যাওয়ার পর বিশাখা খুব সাবধানে খামের মুখ ছিঁড়ল। নীল রঙের বিলিতি মসৃণ কাগজে লেখা :

সুচরিতাসু, তোমাকে কোন মুখে এই চিঠি লিখিতেছি তাহা জানি না। কিন্তু না লিখিয়া শান্তি পাইতেছি না। আমাকে তোমার নিশ্চয়ই রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। অতি হীনচরিত্রের, অতি কাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

সেদিন আমার মাথার মধ্যে কী যে হইয়া গেল ! ক্রোধ মানুষের কত বড় রিপু তাহা সেদিন বুঝিলাম। আমার অপরাধের ক্ষমা নাই। তোমার নিকট ক্ষমা চাহিব না। কারণ, আমি নিজেও যে নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি। পুরুষ মানুষের অভিমানে বড় আঘাত দিয়াছিলে। অন্য কেহ হইলে আমার ওইরূপ উত্তেজনা হইত না। তোমার মুখ হইতে ওইসব কথা শুনিয়া যেন আমার ভিতরে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল।

কেন এইরূপ হইল তাহা লইয়া অনেক ভাবিয়াছি। নিজেকে ইচ্ছামতো শাস্তি দিয়াছি। কিন্তু ভিতরের গ্লানি আজও মরে নাই। যখন তোমাকে ধরিয়া দোতলায় তুলিতেছিলাম তখন তোমার দেহ স্পর্শ করিয়া আমার মনে হইতেছিল, এই পবিত্র দেবীদেহ স্পর্শ করিবার অধিকার আমার মতো কাপুরুষের নাই। এই কলঙ্কিত হাতে তোমাকে স্পর্শ করাও যে পাপ।

এ সকল আবেগের কথা ভাবিয়া উড়াইয়া দিও না। একদা আমাকে এবং আমার পরিবারকে তুমি ঘৃণা করিতে। তাহা আমি ভুলি নাই। তোমার উপর আমার কিছু আক্রোশ থাকিবারই কথা। কিন্তু সেদিন সব আক্রোশ দূর হইয়া গেল। আক্রোশ আসিল নিজের উপর।

কিছুদিন যাবৎ আমি কেবল তোমার কথাই ভাবিতেছি। ভাবিতেছি, তুমি এখন আমাকে আরো কত ঘৃণা করিতেছ, আরো কত হীন চক্ষুতে দেখিতেছ। এই জন্মে আর তোমার কাছে নিজেকে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোনো উপায় রহিল না।

কিছুদিনের জন্য আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হইতেছি। সঙ্গে আমার মা-বাবাও যাইবেন। ফিরিয়া আসিয়া হেমকান্তবাবুর কাছে আমার সকল অপরাধই স্বীকার করিব। তোমাদের এস্টেটের কাজটিও ছাড়িয়া দিব। আর কোনো কারণেই তোমাকে এই কলঙ্কিত মুখশ্রী দেখাইতে পারিব না।

আমার গ্লানির আরো কারণ আছে। একটি অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভাগ্যের দোষে এবং নিজের দুর্বলতাবশে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই নাগপাশ আজও কাটে নাই। তবে আমি তোমাকে এইটুকু বলিতে পারি দায় সবটুকু আমারই ছিল না। অপরপক্ষেরও ছিল। সাফাই গাইতেছি না। আজ মনে হইতেছে আমার আর বাঁচিয়া থাকা বৃথা। এই জীবন লইয়া কী করিব ? যখন মানুষ নিজের উপর শ্রদ্ধা হারায়, যখন আত্মবিশ্বাস চলিয়া যায় তখন আয়ু বড় দুর্বল বলিয়া বোধ হয়।

স্থানান্তরে গমন বা ভ্রমণ আমার এই অস্থিরতার কতক উপশম করিতে পারে বলিয়া বাহির হইতেছি। যদি হয় ভাল, নচেৎ অন্য উপায় চিন্তা করিব।

তোমার নিকট এই পত্র দেওয়ার আর একটি কারণ আছে। আমি তোমার কাছ হইতে একটি

www.MurchOna.com

জবাব চাই। আমি জানি আমাকে তুমি ক্ষমা করিতে পারিবে না। ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকারও আমার নাই। আমি শুধু তোমার অকপট মনোভাবটুকু জানিতে চাই। যদি পত্রে আমাকে যথেচ্ছ ভর্ৎসনা কর তবে বোধহয় কিছু জ্বালা জুড়াইবে। কারণ আমি তোমাকে সেদিন যে চূড়ান্ত অপমান করিয়াছি তাহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ তুমি পাও নাই।

এই পত্রে তোমাকে সেই সুযোগ লইতে অনুরোধ করিতেছি।

একদা তুমি আমার নিকট দেবীদুর্লভ ছিলে। পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি। জীবন কী বিচিত্র! ঘটনারও কী আকস্মিক পরিবর্তন! আজ আবার তুমি যেন স্পর্শাতীত এক দুর্লভ আসনে সমাসীনা মহামহিম দেবীমূর্তি! আমি আর তোমার নিকটবর্তী হইতে পারিব না।

যে প্রলাপ বকিলাম তাহাতে বিরক্ত হইও না। আজ আমি বড় ভগ্নহৃদয়, বড় হতাশ, বড় যন্ত্রণাবিদ্ধ। তোমার ভর্ৎসনা আমার ভিতরে গ্লানির অবসান ঘটাইবে। আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ভগ্নহৃদয়
শচীন

চিঠি পড়ে বিশাখা হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

॥ ৭০ ॥

গাড়ির ব্যাকসীটে বসে ধ্রুব নার্সিং হোমের উজ্জ্বল দরজার দিকে চেয়েছিল। কিছুই ভাবছে না, মনে পড়ছে না। মাথায় আজকাল এরকম এক একটা ফাঁকা ভাব, ব্ল্যাংকনেস আসে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, মগজটা শুকিয়ে যাচ্ছে না তো!

লাল্টুদা বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াল। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। দেখার অবশ্য কিছু নেই। চারদিক নিঝুম এবং জনশূন্য। লাল্টুদাকে বেশ স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। বড় বেশী স্বাস্থ্যবান। যখন খেলত তখন পেটানো ছিপছিপে শরীর ছিল। এখন রীতিমতো মুশকো, ভারী, গুণ্ডামীর চেহারা। টাইট একটা ভুঁড়িও হয়েছে। ভাল কামায়, দেদার টানে। মনটা সাদামাটা এবং মেজাজ উগ্র।

ধ্রুবকে সন্ধেবেলা একটা বড় চড় মেরেছিল লাল্টুদা। এখনো কি চড়ের জায়গাটা চিনচিন করছে? নিজের গালে একটু হাত বোলায় ধ্রুব।

গাড়িটা কাদের তা বুঝতে ধ্রুবর একটু সময় লাগল। মদ খাওয়ার পর হঠাৎ কোনো ধাক্কায় নেশা কেটে গেলে বোধশক্তি খুব ভাল কাজ করতে চায় না। পারসেপশন বড্ড কমে যায়। তবু কিছুক্ষণ গাড়ির গদি এবং ড্যাশবোর্ডের চাকতিগুলো নজর করে ধ্রুবর মনে হল, এটা তাদেরই গাড়ি। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। মৃত্যুহিম এই রাতের নিস্তেজ, ঘুমন্ত ভাবটা তার সহ্য হচ্ছে না। কিছু একটা করা দরকার। রেমি যদি মরে যায় তাহলে বিস্তর জবাবদিহি করতে হবে তাকে। লোকে বলে, রেমি খুব ভাল মেয়ে ছিল। ওকে নাকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে ধ্রুবই। রেমি সত্যিই মরে গেলে কথাটা ফের উঠবে। ধ্রুবর এইসব আত্মীয়স্বজন ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। রেমির বাপের বাড়ির লোকেরাও ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু শালারা বুঝবে না, ধ্রুব নিজেই মরতে চেয়েছিল বরাবর, রেমিকে বাঁচিয়ে।

রেমির মরার এই সময়টায় এখানে সেঁটে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না ধ্রুবর। তার পালানো উচিত। পৃথিবীটা তো একজন রেমির মৃত্যু ঘটছে বলে থেমে নেই। কালও সূর্য উঠবে। টাঁ করে

www.MurchOna.com

কেঁদে উঠবে নবজাতকেরা। লোকে খাবে, ঘুমোবে, রতিক্রিয়া এবং ধাক্কাবাজি করে যাবে, যেমন করত বরাবর।

ধ্রুব হামাগুড়ি দিয়ে সামনের সীটে এসে বসল। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল ফটকের সামনে।

লাল্টু তাকিয়ে ছিল। ধ্রুব গলা বাড়িয়ে বলল, বেড়াতে যাবে? চলো একটু ঘুরে আসি।

লাল্টু অবাক হয়ে চেয়ে বলে, বেড়াতে যাবি মানে? এটা কি বেড়ানোর সময়?

আমার আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। একটু ঘুরে আসি।

লাল্টু এক পা এগিয়ে এসে জানালায় ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে ধ্রুবকে দেখে নিয়ে বলে, তোর কী হয়েছে?

খুব অস্থির লাগছে।

গাড়ির ড্রাইভার কোথায়?

জানি না।

তুই এই অবস্থায় গাড়ি চালাবি না। ড্রাইভারকে ডাক, সে ঘুরিয়ে আনবে।

আমি পারব।

লাল্টুদা নীরবে ধ্রুবকে আর একবার জরিপ করে। তারপর ঘুরে এসে ড্রাইভারের দরজা খুলে ধ্রুবকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে।

কোথায় যাবি?

ধ্রুব লাল্টুকে বাধা দেয় না। সে জানে, লাল্টুদা একটু মস্তান টাইপের। ধ্রুবর যেসব গুণ্ডা বদমাশ বন্ধু আছে তারাও লাল্টুদাকে সমঝে চলে।

লাল্টু গাড়ি চালাতে থাকে দক্ষিণের চওড়া গড়িয়াহাট রোড ধরে। চালাতে চালাতে বলে, কাকা একদম ব্রেকডাউন।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, জানি।

ইউ আর রেসপনসিবল ফর এভরিথিং।

এটা প্রশ্ন নয়, ঘোষণা। ধ্রুব চুপ করে থাকে।

লাল্টু বলে, এত ভাল একটা মেয়ে, আমাদের বংশে এরকম একটা বউ আর আসেনি, তাকে রাখতে পারলি না। ডিসগাস্টিং! ওর বদলে তুই মরলি না কেন?

ধ্রুব চুপ করে থাকে। তবে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

লাল্টু ধ্রুবর দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখে বলে, এখন টের পাচ্ছিস?

কী টের পাবো?

রেমি কেমন মেয়ে ছিল!

ভালই তো!

শুধু ভাল নয়। শী হ্যাড বিন জেম অফ এ গার্ল। তোর মতো বানরের গলায় ও ছিল মুক্তোর মালা। জানিস?

ধ্রুব একথার জবাব দিল না। তবে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি পাস্ট টেনসে কথা বলছো কেন লাল্টুদা? ইজ শী ডেড?

লাল্টু মাথা নাড়ে, না। কিন্তু মরতে আর বাকি কী? ডাক্তাররা বলছে শী হ্যাজ নো রেজিস্ট্যান্স। বাঁচার ইচ্ছেটাই তো মরে গেছে মেয়েটার। একটা ভাল মেয়েকে এনে ঘরে বন্দী করে রেখে তিলে তিলে মারলি তোরা। ও আর বেঁচে থেকে কী করবে? তোদের বংশধর দরকার ছিল, দিয়ে গেল।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। না, রেমির জন্য তার শোক হচ্ছে না। অন্তত তেমন তীব্র কোনো শোক নয়। একটু দুঃখ হচ্ছে, একটু ভয়ও। তার বেশী কিছু নয়। সে ক্ষীণ স্বরেই বলে, বাচ্চাটা

www.MurchOna.com

কেমন আছে জানো ?

ভালই বোধ হয়। কেন ?

এমনি। রেমি যদি মরে যায় তবে ওটাও বোধ হয় বেঁচে থাকবে না।

বেঁচেও থাকবে আর তোর মতো জানোয়ারের হাতে আর একটা জানোয়ারও তৈরি হবে। ওটার জন্য ভাবতে হবে না।

লাল্টুর এইসব কথাবার্তার সামনে ধ্রুব একেবারেই প্রতিরোধহীন। সে লাল্টুকে ভয় পায়, এমন নয়। কিন্তু লাল্টুর এমন একটা সহজ সরল অকপট এবং ধারালো জিব আছে যা অপ্রিয় কথাকে তরোয়ালের মতো ব্যবহার করতে পারে। লোকটা ঘুষ খায়, মাতাল হয়, গুণ্ডামী করে, আবার পরের দায়ে দফায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, জান কবুল করে লোকের উপকার করে বেড়ায়। ব্যালান্সের অভাব আছে বটে, কিন্তু লাল্টুর অস্তিত্ব বিশেষ রকমের ঝাঁঝালো।

গড়িয়াহাটার মোড়ে ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে লাল্টু বলল, এখন কেমন লাগছে ?

অস্থির।

বমি করবি ?

না।

লাল্টু বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ বের করে ধ্রুবর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুটো খেয়েনে।

ধ্রুব একটা উদ্‌গার তোলে। ট্যাবলেট দুটো মুখে ফেলে চিবোতে থাকে। বিস্বাদে ভরে যায় মুখ।

লাল্টুদা !

কী ?

তুমি কি ঠিক জানো যে, বাচ্চাটা আমার ?

লাল্টু আর একবার টেরিয়ে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, আমার জানার কথা নয়। কিন্তু তোর কি সন্দেহ আছে ?

না, এমনি বলছিলাম। ধ্রুব হতাশ গলায় বলে।

লাল্টু বিষ গলায় বলে, রেমি কিরকম মেয়ে তা আমি জানি। তুই কেমন তাও জানি। নোংরামির লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করিস না। একটা চড় খেয়েছিস, এবার গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো।

ধ্রুব মৃদুস্বরে বলল, আমি রেমির বিরুদ্ধে কিছু বলছি না।

লাল্টু চাপা হিসহিসে গলায় বলে, তবে কী বলছিস ? তুই কখন কী বলিস তা খেয়াল করে বলিস ? তোর সেই কাণ্ডজ্ঞান আছে ? রাজার সঙ্গে রেমিকে কে ভিড়িয়েছিল তাও সবাই জানে। ইউ রাসক্যাল, ইউ !

লাল্টু ব্রেক চাপে। গাড়িটা হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকে।

ধ্রুবর শরীরটা জোর টাল খেয়েছিল। সামলাতে একটু সময় নিল সে। তারপর বলল, তুমি এত রেগে যাও কেন কথায় কথায় ?

লাল্টু হয়তো মারত। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে। ধ্রুবর দিকে বাঘা চোখে চেয়ে বলে, দ্যাখ কুট্টি, আমাদের বংশে যদি সত্যিকারের কলঙ্ক কেউ থেকে থাকে তবে সেই ব্ল্যাক স্পট হচ্ছিস তুই। কাকার উচিত ছিল বহুদিন আগে তোকে গুলি করে মেরে ফেলা।

ধ্রুব খুব অসহায় গলায় বলে, আমার যে সিওর হওয়া দরকার।

কিসের সিওর ?

বাচ্চাটা সম্পর্কে।

www.MurchOna.com

লাল্টু তেমনি বাঘা চোখে চেয়ে থেকে বলে, ঠিক আছে। তোর সন্দেহের কারণটা কী আমাকে বল।

রেমি রাজার সঙ্গে মিশত। সবাই জানে।

তুই রেমির গায়ে কাদা মাখাতে চাস ?

না। আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই।

ইস ! ধর্মপুত্তুর ! বলে লাল্টু আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়। বলে, অন্য কেউ হলে আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু রেমি সম্পর্কে তোর মুখে ওসব কথা শুনলেও পাপ হয়, বুঝলি রাসকাল !

রেমি কি তোমাদের কাছে রমণী-রত্ন ?

আলবাৎ তাই। তোর মতো লুম্পেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে আজ ওর এই দশা। মরেও বেচারার শান্তি নেই। শেষ সময়টাতেও তুই চেষ্টা করছিস যাতে ওর ইমেজটা নষ্ট করে দেওয়া যায়। তোর মতো হারামজাদা দুনিয়ায় আর একটাও বোধ হয় নেই রে কুট্টি।

ধ্রুব আপন মনে একটু হাসল।

লাল্টু সামনের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে স্বগত ভাষণের মতো বলতে লাগল, আরে মদ আমরাও খাই। তোর চেয়ে বেশীই টানতে পারি। তা বলে নর্দমায় পড়ে থাকি না, বেহেডও হই না। ঘরসংসার করি, চাকরি করি, পরোপকারও করি। সব বজায় রেখে তবে ভদ্রলোকেরা ফুর্তিফার্তা করে। তোর মতো আমাদের বংশে কে আছে বল তো ! কাকা পিছনে আছেন বলে খুঁটোর জোরে তোর মতো মেড়া লাফায়। নইলে কবে ফুটে যেতি। বংশের নাম ডোবালি, কাকার নাম ডোবালি, তার ওপর রেমির এই স্যাড এণ্ড। সভ্য দেশ হলে তোকে মার্ডার চার্জে ফাঁসি দিত।

গাড়িটা ল্যান্সডাউন দিয়ে ঘুরিয়ে তীব্র গতিতে চালায় লাল্টু। চোখের পলকে ফের নার্সিং হোমের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। দরজা খুলতে খুলতে বলে, আমাকে যা বলেছিস বলেছিস। আই শ্যাল ফরগেট। কিন্তু যদি আর কারো কাছে রেমি সম্পর্কে ওসব বলিস আমি জানে খেয়ে নেবো।

লাল্টু ইগনিশন থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে রাখে।

নার্সিং হোম তেমনই নিশ্চুপ। লবিতে এক নিঃশব্দ ভীড়। সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন কৃষ্ণকান্ত।

লাল্টু ভীড় কেটে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকান্তর পাশে জায়গা করে নিয়ে বসে।

কাকা !

কৃষ্ণকান্ত মুখ তুলে তাকান। যেন চিনতে পারছেন না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, তোদের খুব কষ্ট হচ্ছে ?

না কাকা, কষ্ট কী ?

কফির কথা বলে দিয়েছি। একটু দেখ, হল কিনা।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। কফি তো দিচ্ছেই মাঝে মাঝে।

কৃষ্ণকান্ত আকুল চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে বলেন, এখনো নাকি ব্লাড দেওয়া চলছে। কাজ হচ্ছে না তেমন।

হবে। চিন্তা করবেন না। শী উইল সারভাইভ।

কৃষ্ণকান্ত ভাষাহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন লাল্টুর দিকে। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে নেড়ে বলেন, আমার অনেক পাপ ছিল। অনেক পাপ। কর্মফল ফলছে।

ওসব বলবেন না কাকা। এ তো আপনার আমার হাতে নয়।

কৃষ্ণকান্ত বুকভাঙা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন, মা ! বুড়ো বয়সে এ কষ্টটা পেতে হল।

রেমির জন্য এই একজন মানুষের শোক কত গভীর ও কত ভেজালহীন তা দেখে ভারী আশ্চর্য

www.MurchOna.com

হয়ে গেল লাল্টু। কৃষ্ণকান্তকে কেউ কখনো এত দুর্বল হতে দেখেনি। লাল্টুর মনে আছে উনিশশো তেতাল্লিশে জেলে থাকার সময় কৃষ্ণকান্তর একটি মেয়ে টাইফয়েডে মারা যায়। সে খবর জেলখানায় পৌঁছে দিতে হয়েছিল লাল্টুকেই। কৃষ্ণকান্ত একটু উদাস চোখে চেয়েছিলেন মাত্র। কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। "লোহার মানুষ" বলে খ্যাতি হয়েছিল তো এমনি নয়।

রাজনীতিতে বহু জল ঘোলা হয়েছে। বহুবার নানারকম বিপদে, বিপাকে পড়তে হয়েছে। কখনো উত্তেজিত হননি।

এই বয়সেও কৃষ্ণকান্তর মনোবল অসাধারণ। যত বিপদই আসুক তাঁকে কেউ ভেঙে পড়তে দেখেনি কখনো।

খুড়িমার মৃত্যু লাল্টুর মনে পড়ে যায়। অসাধারণ রূপসী সেই মহিলা সারাজীবন স্বামীর অবহেলা সহ্য করতে করতে একদিন আর পারেননি। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছিলেন। একথাও ঠিক, মানসিক দিক দিয়ে ছিলেন ভীষণ দুর্বল। আত্মহত্যার আগে তাঁর পাগলামির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সেই পাগলামিরই কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছে ধ্রুবর ভিতরেও। কিন্তু খুড়িমার মৃত্যুতেও অবিচল ছিলেন কৃষ্ণকান্ত। ছেলের উচ্ছৃংখলতাতেও তিনি বিচলিত নন। তাই কৃষ্ণকান্তর এই শোকার্ত চেহারা বড় অচেনা লাগে লাল্টুর।

লাল্টু কৃষ্ণকান্তর হাতখানা ধরে বলে, কাকা, আপনি বাড়ি যান। একটু রেস্ট নিন। চলুন আমি আপনাকে রেখে আসি।

কৃষ্ণকান্ত লাল্টুর দিকে চেয়ে বলেন, রেস্ট আমাকে দেবে কে? শরীরটা শুইয়ে রাখলেই কি রেস্ট হয়? রেস্টের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নেই?

লাল্টু কৃষ্ণকান্তর কব্জিটা আলতো হাতে চেপে ধরে নাড়ীটা অনুভব করছিল। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক নয়। প্রেসার বেড়েছে সন্দেহ নেই। সে বলল, আপনার কাছে প্রেসারের ওষুধ নেই?

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, না।

জগা ভীড়ের ভিতরে থেকে মাথা তুলে বলল, কর্তার প্রেসারের ওষুধ আমার কাছে আছে। দেবো?

লাল্টু বলে, দে।

কৃষ্ণকান্ত বিনা প্রতিবাদে বড়িটা গিলে চোখ বুজে হেলান দিয়ে থাকেন সোফায়।

দোতলার অপারেশন থিয়েটার থেকে একজন সিনিয়র নার্স নেমে আসে। ভীড়টা তার দিকে নীরব প্রশ্ন তুলে চেয়ে থাকে।

লাল্টু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, এনি নিউজ?

স্টিল নাথিং।

তার মানে?

ব্লাড চলছে।

অপারেশন?

এখনো শুরু হয়নি।

রুগীর অবস্থা কিরকম?

একই রকম। ডাক্তাররা কনসাল্ট করছেন।

লাল্টু একটু অসন্তোষের গলায় বলে, এখানে কিছু না হলে আমরা পেশেন্টকে বেটার কোনো নার্সিং হোম-এ রিমুভ করতে পারি। ওঁরা সেকথা বলছেন না কেন? আমাদের ফাইন্যাল কিছু জানা দরকার।

নার্সটি একটু থতমত খায়। এরা যে ভি আই পি-র আত্মীয় তা সে জানে। বিনীত স্বরে বলে,

www.MurchOna.com

পেশেন্টের অবস্থা রিমৃভ করার মতো নয়।

হেমারেজটা কি চলছে ?

চলছে। তবে আমার মনে হয় রেট অফ ব্লিডিং একটু কম।

তার মানে কী ? ইজ শী ইমপ্রুভিং ?

এখনো কিছু বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার বলতে পারেন।

আপনি তো ও-টিতেই ছিলেন ?

হ্যাঁ।

আপনি কী দেখলেন বলুন।

নার্সটি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। অনিশ্চিত গলায় বলে, পেশেন্টের এখনো জ্ঞান নেই।

কোমা কি ?

অনেকটা তাই। তবে খুব ডীপ কোমা নয়। মাঝে মাঝে কনশাস হয়ে উঠছেন। তবে কাউকে চিনতে পারছেন না।

কারো নাম করছে ?

নার্স একটু চিন্তা করে বলে, বোধহয় ওঁর হাজব্যাণ্ডের কথা বলছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

কী বলছে ?

ডিলিরিয়ামের মতো। স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

পেশেন্ট কি তার হাজব্যাণ্ডকে দেখতে চাইছে ?

নার্স মাথা নাড়ল, না। শী ইজ স্পিকিং টু হিম ইন হার ডিলিরিয়াম।

লাল্টু খুব বিরক্ত গলায় বলে, ডাক্তারদের জানাবেন যে, পেশেন্টের আত্মীয়রা অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছেন। তাঁরা মাঝে মাঝে পজিটিভ কোনো খবর যেন দেন। একদম সায়লেন্ট থাকলে আমাদের উদ্বেগ কীরকম হয় বুঝতেই পারছেন। পেশেন্টের শ্বশুর হাই প্রেসারের রুগী।

নার্স মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে। আমি বলব।

মেক ইট এ পয়েন্ট। সাইলেন্ট থাকলে এদিকেও এক-আধজন রুগী হয়ে পড়তে পারেন।

নার্সটি চলে গেলে লাল্টু এসে কৃষ্ণকান্তর পাশে বসে বলল, ব্লিডিংটা কম।

তাই বলল ?

হ্যাঁ।

ঠিক শুনেছিস ?

ঠিক শুনেছি। আপনি ভাববেন না।

আর কী বলল ?

কৃষ্ণকান্ত সবই শুনেছেন, তবু আবার শুনতে চান। লাল্টু নার্সের কথার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে রেমির অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে তাঁকে নিঃসন্দেহ করতে লাগল।

রেমি বাস্তবিকই খুঁজছিল তার একমাত্র পুরুষকে। পুরুষ ? না স্বামী ?

স্বামী কাকে বলে তা এখন আর রেমি বুঝতে পারছে না। তবে সে জানে, সমস্ত পৃথিবীর সব পুরুষ একদিকে, আর এই পুরুষটি অন্যদিকে। একে সে আর সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দেখে না। এ শুধু তার। শুধু তার।

রেমি ডাকছিল, কোথায় তুমি ?

বহু দূর থেকে অন্ধকার ভেদ করে ক্ষীণ জবাব এল, কেন রেমি ?

কাছে এসো।

পারছি না রেমি

কেন ?

www.MurchOna.com

এখানে এমন ব্যবস্থা যে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না। চেষ্টা করছি।
আমি এখানে। এই যে! ওগো!
তুমি অনেক ওপরে রেমি। আমি যে উঠতে পারছি না।
কেন গো?
পারছি না। কিছুতেই পারছি না।

॥ ৭১ ॥

বরিশালের জেলে সতীন্দ্রনাথ সেনের অনশন নিয়ে চারদিকে একটা তুমুল উত্তেজনা বয়ে যাচ্ছিল। একশ দিন পার করেও সতীন সেন খাদ্য, পানীয়, ওষুধ কিছুই গ্রহণ করছেন না। গায়ের তাপ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। নাড়ির গতি ক্ষীণ হয়ে আসছে। খবরের কাগজে যে বিবরণ থাকে তা সাঙ্ঘাতিক। সতীন সেনের নিদারুণ শয্যাক্ষত হয়েছে, পেটে একটা মাংসের দলা পাকিয়ে উঠেছে, অসহ্য যন্ত্রণায় মরণোন্মুখ বিপ্লবী ছটফট করছেন। তবু কিছুতেই অনশন ভাঙছেন না। সতীন সেনের এই অনশনের ঘটনা এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছিল যে শশিভূষণের ঘটনাটা চাপা পড়ে গেল।

খবরের কাগজ এলেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণকান্ত। সতীন সেনের খবরের পর সে সাগ্রহে পড়ে নেয় মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার খবর, সুভাষ বসু বা মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা। তার ভিতরটা গমগম করতে থাকে এক অদ্ভুত উত্তেজনায়। এক বৃহৎ দেশের অগণিত দুঃখী মানুষের সঙ্গে সে নিজের এক গভীর আত্মীয়তা অনুভব করতে থাকে। একদিন সে গিয়ে জনসভায় আলম সাহেবের বক্তৃতাও শুনে এল।

রঙ্গময়ী সংস্কৃত পড়াতে বসে একদিন বলল, তোর কী হয়েছে বল তো! সব সময় কী যেন ভাবিস!

কিছু হয়নি পিসি। বলে কৃষ্ণকান্ত একটু চুপ করে থেকে বলে, সতীন সেন কি মারা যাবেন?

কৃষ্ণকান্ত কেন অন্যমনস্ক তা এই কথা শুনে রঙ্গময়ী বুঝতে পেরে যায়। সতীন সেন কে তা রঙ্গময়ী ভালই জানে। তবু না জানার ভান করে বলে, সতীন সেন কে রে?

তুমি খবরের কাগজ পড়ো না পিসি? সেই যে বরিশালের জেলে যিনি অনশন করছেন!

কয়েকদিন আগে সুখেন্দু দত্ত নামে কংগ্রেসের এক ভলান্টিয়ারকে চট্টগ্রামে খুন করা হয়েছিল। সুখেন্দুর বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর। কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি আর গণ্ডগোলে পণ্ড হয়ে যাওয়া একটা মিটিং থেকে যখন সে ফিরছিল তখন তাকে ছুরি মারা হয়। দেশের বড় বড় নেতারা এই খুনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেই থেকে রঙ্গময়ীর মনটা খারাপ। সে বলল, শোন বোকা, স্বদেশী করতে চাইলেই হয় না। ওসব গণ্ডগোলে এখনই যাওয়ার দরকার নেই। বড্ড খুনোখুনি বাবা।

খুনোখুনি জিনিসটা কৃষ্ণকান্তর খুব অপছন্দ নয়। খুনোখুনি না থাকলে স্বদেশী করার ব্যাপারটা কি আলুনি হয়ে যায় না? দেশের জন্য খুন করে ফাঁসি যাওয়ার ব্যাপারটা মোটামুটি সে নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে স্থির করে নিয়েছে। ক্ষুদিরামের মতো।

কিন্তু মুশকিল হল স্বদেশীওলাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটছে না। স্কুলে সে বহুজনকে বলে রেখেছে। কিন্তু স্বদেশীদের ঠিকানা কেউ তাকে দিতে পারেনি। কিংবা দিতে চায়নি। একদিন একটা ছেলে বলে ফেলল, তোর বাবা তো বিপ্লবী শশিভূষণকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ওরা তোর বাবাকেও খুন করবে।

www.MurchOna.com

একথায় খুব চমকে যায় কৃষ্ণকান্ত। এরকম একটা ধারণা অনেকের আছে বলে সে শুনেছে। কিন্তু ঘটনাটা সত্য নয়। তবে কৃষ্ণকান্ত তাই নিয়ে ছেলেটার সঙ্গে তর্ক বা ঝগড়া করল না। গুম হয়ে রইল।

বাড়ি ফিরে সে সোজা হেমকান্তর কাছে গিয়ে বলল, বাবা, শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল কে জানেন ?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কেউ ধরায়নি। পুলিশই ধরেছে।

কিন্তু কেউ না কেউ অবশ্যই পুলিশকে খবর দিয়েছিল। নইলে শশীদা যে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে তা পুলিশ জানল কি করে ?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, শশী খুব একটা লুকিয়ে ছিল এমন কথা বলা যায় না। আমরা তো তাকে ঠিক লুকিয়ে রাখিনি। বাড়িতে এতগুলো কর্মচারী, দাসদাসী, তারা নিশ্চয়ই এ নিয়ে আলোচনা করেছে। পুলিশের স্পাইরাও সজাগ। কে খবর দিয়েছে তা বলা অসম্ভব।

আপনি কোনো স্পাইয়ের কথা জানেন ?

হেমকান্ত অবাক হলেও প্রিয় পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, স্পাই যে কে আর কে নয়, তা ভাবনার বিষয়। স্বদেশীরা বোধকরি আমাকেও পুলিশের স্পাই বলে মনে করে।

কৃষ্ণকান্ত রেগে গিয়ে বলে, মনে করবে কেন ? ওরা কি বোকা ?

তা নয় বাবা। আমার দোষ হল, আমার বাড়িতেই শশী ধরা পড়ে। ফলটা হল ভারী অদ্ভুত। স্বদেশীওলারা ভেবে নিল আমি ধরিয়ে দিয়েছি, আর পুলিশ ধরে নিল আমি জেনেশুনে ওকে লুকিয়ে রেখেছি। উভয়সংকট কথাটার মানে আজ টের পাচ্ছি। কিন্তু তুমি এ নিয়ে ভাবছো কেন ?

আপনার সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বললে আমার খুব রাগ হয়।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, কেউ কি কিছু বলেছে ?

স্কুলে সেই ছেলেটির সঙ্গে ঝগড়া করেনি বটে কৃষ্ণকান্ত, কিন্তু রাগ ও অভিমান তার বুকের মধ্যে জমা ছিল। হেমকান্তর শান্ত কণ্ঠ ও নির্বিরোধী নিরীহ স্বভাব এবং অসহায় মুখ দেখে হঠাৎ তার ভিতরটা উথাল-পাথাল করে উঠল। চোখের জল রাখতে পারল না, কান্নাও চাপা রইল না।

হেমকান্ত একটু হতভম্ব হয়ে ছেলেকে দুহাতে জাপটে ধরে ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে ! তুমি কাঁদছো কেন ? কখনো তো তোমাকে কাঁদতে দেখিনি ? কী হয়েছে ?

কী হয়েছে তা বলবে কী করে কৃষ্ণকান্ত ? শুধু বাবার বিশাল বক্ষপটে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল সে। কান্নাটাকে জোর করে গলা টিপে মারল। স্বদেশীরা যদি তার নিরীহ বাবাকে খুন করেই তাহলে কৃষ্ণকান্তর হাতে একদিন কয়েকজন স্বদেশী মরবেই। বাবাকে ছুঁয়ে থেকে সে নিঃশব্দে এই প্রতিজ্ঞা করল।

পরদিন সকালে ইরফান মিঞার সঙ্গে লাঠি খেলার সময় কৃষ্ণকান্ত যে বিপুল বিক্রম, বাড়তি তেজ ও তৎপরতা দেখাল তা প্রায় গুরুমারা বিদ্যে। ইরফান অবাক হয়ে বলে, ছোটোকর্তা যে ওস্তাদের মতো লড়ছেন আজ ! উরে বাবাঃ, লাঠি যে কথা কয় আপনের হাতে !

এই ঘটনার পর থেকে বাড়তি বিক্রম প্রায় সব ব্যাপারেই প্রকাশ পেতে লাগল তার। মুগুর ভাঁজা, ডন-বৈঠক, ধ্যান ও লেখাপড়া সবকিছুতেই। পরীক্ষায় সে ডবল প্রমোশন পেল। বন্দুকের নিশানা হতে লাগল অব্যর্থ। শরীরটা লকলক করে বেড়ে উঠে উপছে পড়তে লাগল প্রাণশক্তি ও উদ্যমে। গরীব প্রজাদের যেসব ছেলেকে জড়ো করে সে দল পাকাত তারা আরো বশংবদ হয়ে উঠতে লাগল তার। গম্ভীর, ধীর, সাহসী ও বিচক্ষণতা মিশিয়ে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে লাগল তার।

লাহোর কংগ্রেসে যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন ঘটে গেল সেটা বেশ ধাক্কা দিল তাকে। উনিশশো ত্রিশের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল

www.MurchOna.com

চারদিকে। লোকের মুখে মুখে মাস্টারদার নাম।

এইসব ঘটনা কৃষ্ণকান্তর ভিতরে উপর্যুপরি বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। অন্তর্গত এক উত্তেজনায় সে সর্বদা অস্থির চঞ্চল। গৃহবাস প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিমুহূর্তেই তার ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হেমকান্ত কোকাবাবুদের বাড়িতে একটা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরছিলেন। নিমন্ত্রণ ছিল দুপুরে। কিছু কথাবার্তা বলতে বলতে এবং সান্ধ্য জলসায় এক বড় গায়কের ঠুংরী শুনতে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল।

যখন ফিরছেন তখন বেশ ঘোরালো অন্ধকার। সন্ধ্যাবেলা কিছু জলঝড় হয়ে গেছে। বৃষ্টি এখনো পড়ছে ঝিরঝির করে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়। ঘোড়ার গাড়িটার শব্দ ফাঁকা রাস্তায় বেশ জোরালো হয়ে কানে আসছে।

পাশের জানালাটা খুলে হেমকান্ত ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে ছিলেন। এই নদীর প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণ। প্রবহমানতার মধ্যে তিনি আদি-অন্তহীন এই জীবনের ছায়া দেখতে পান।

মৃত্যু-চেতনা বাস্তবিক তাঁকে আজও ছেয়ে আছে। সাংসারিক কোলাহলে মাঝে মাঝে একটু পলিমাটির আস্তরণ পড়ে তার ওপর। কিন্তু শয়নে স্বপনে জাগরণে ভিতরে ভিতরে ঘুণপোকার মতো মৃত্যুকীট তাঁকে ক্ষয় করে চলেছে, তিনি অনুভব করেন। আজ এই অন্ধকারে বৃষ্টিধৌত আবহের ভিতর দিয়ে আবছায়া নদীটির দিকে চেয়ে তাঁর ভিতরে এক করুণ সুর বাজতে লাগল।

একথা ঠিক, মানুষের মৃত্যু হলেও সে সর্বাংশে মরে না। তার কিছু থেকে যায়। কিন্তু জাগতিক পরিচয়ে নয়। সে এক ভিন্ন অস্তিত্ব, এক ভিন্ন জগৎ।

মৃত্যুর পরবর্তী সেই ভিন্ন জগৎ আর ভিন্ন অস্তিত্বের কথাই বিবশ হয়ে ভাবছিলেন হেমকান্ত। আজকের আবহাওয়া এইসব চিন্তা-ভাবনার অনুকূল। এক মৃদু-কোমল বৃষ্টি ও অসংখ্য প্রেতহাত চরাচরকে এক রহস্যময় অস্পষ্টতা দিয়েছে। নদীর বিস্তারটি আবহাওয়ায় আধেকলীন। পার্থিবতায় লেগেছে পরলোকের আলো-আঁধারি। ঘোড়ারগাড়ির চলমানতাও যেন পৃথিবী ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে অলৌকিকতায়।

হেমকান্তর চোখে পলক পড়ছিল না। বৃষ্টির ছাটে অল্প অল্প ভিজে যাচ্ছেন। কিন্তু গ্রাহ্য করছেন না।

কালীবাড়ি ছাড়িয়ে গাড়িটা এগোতেই আচমকা লাগামে টান পড়ল। গাড়োয়ান চেঁচিয়ে উঠল, "হোঁশিয়ার!"

হেমকান্ত সামান্য টাল খেয়ে সোজা হয়ে বসতে না বসতেই পাদানীতে কে যেন লাফিয়ে উঠল। দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাল্লাটা। হেমকান্তর মাথায় তখনো পরলোকের ঘোর। বাস্তবতায় নেমে আসতে পারেননি। একটু বিরক্ত হয়েছেন চিন্তাসূত্রে এরকম বাধা পড়ায়।

একজন লোক পাদানী থেকে ঝুঁকে পড়ল ভিতর দিকে। তার মুখে কালো কাপড় জড়ানো। হাতটা প্রসারিত করে দিল ভিতর দিকে।

ঘটনাটা স্পষ্ট দেখলেন হেমকান্ত। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কে অসঙ্গতিটা তখনো ধরা পড়ছিল না। তবে আগন্তুকের হাতটা যখন বিদ্যুৎবেগে তাঁর বুকের দিকে নেমে এল তখন তিনি ঘোড়ার গাড়ির ভিতরকার অন্ধকারেও ইস্পাতের শানানো ঝিলিক লক্ষ করলেন। একটা অস্ফুট ভয়ার্ত চিৎকার তাঁর কণ্ঠ থেকে আপনিই নির্গত হল। তিনি নন, তাঁর শরীরই বোধহয় আত্মরক্ষার তাগিদে একটা হাত তুলেছিল। শরীরটা যতদূর সম্ভব সরে যেতে চেয়েছিল আঘাত থেকে।

ছোরাটা বিঁধল তাই সঠিক বুকে নয়, একটু ওপর দিকে কাঁধের কাছ বরাবর। যেখানটায় বিঁধল সেখানটা যেন আচমকা অবশ হয়ে ঝিনঝিন করতে লাগল। ছপাৎ করে ছিটকে বেরোলো গরম রক্ত।

www.MurchOna.com

ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না হেমকান্ত। কী হচ্ছে এসব ? কেন হচ্ছে ? এরকম কিছু প্রশ্ন তাঁর ঠোঁটে খেলা করল, কিন্তু উচ্চারণ করার মতো অবকাশ হল না। আততায়ী তার ব্যর্থতা বুঝতে পেরে ছোরাটা টেনে নিল এবং আবার একবার হাতটা আঘাতে উদ্যত হল।

হেমকান্ত এবার নিজের সর্বনাশ বুঝতে পারলেন। তিনি ভীতু, নিরীহ, নির্বিরোধী বটে, কিন্তু অচল অথর্ব নন। এখনো তাঁর শরীরে মত্ত হাতির বল। এখনো তিনি যথেষ্ট গতিবেগসম্পন্ন। ডান হাতটা বাড়িয়ে তিনি ছোরাসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরলেন। ঠিক এই সময়ে ঘোড়ার গাড়ির মাথা থেকে তাঁর গাড়োয়ান গাজী মিঞা সপাটে চাবুকটা চালাল আততায়ীর পিঠে।

হেমকান্ত অবশ্য হাতটা ধরে রাখতে পারলেন না। বরং অত্যন্ত ধারাল সেই দোধার ছোরায় তাঁর হাতের তেলো চড়াৎ করে ফেড়ে গেল। ফোয়ারার মতো রক্ত ঝরতে লাগল হাত দিয়ে।

কিন্তু আততায়ী আর দ্বিতীয় চেষ্টা করল না। গাড়িতে একটা দুলুনী তুলে বেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়ে এক দৌড়ে মিলিয়ে গেল পরকালের আবছায়ায়।

গাজী নেমে এল নীচে. হেমকান্তর অবস্থা দেখে উকরে উঠল, কর্তা ! কী হল কর্তা ?

হেমকান্ত অস্ফুট স্বরে বললেন. তাড়াতাড়ি কর ! খুব তাড়াতাড়ি ; আমাকে মনুর কাছে পৌঁছে দে।

গাজী এক মুহূর্ত দেরী করল না। নিজের আসনে উঠে ঘোড়াদুটোকে প্রায় নিংড়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

যখন বাড়ির দেউড়িতে গাড়ি পৌঁছোলো তখনো হেমকান্ত জ্ঞান হারাননি বটে, কিন্তু অত্যধিক রক্তপাতে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। চোখ আধবোজা, ঠোঁট সাদা, রক্তে ভেসে যাচ্ছেন। বিড় বিড় করে শুধু বলছেন, মনু ! কৃষ্ণকে দেখো ! আমার কৃষ্ণকে দেখো।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। বাড়ি ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। তিনজন ডাক্তার হেমকান্তের পরিচর্যা করতে লাগলেন। দারোগা রামকান্ত রায় অন্তত দশবারোজন কনস্টেবলকে নিয়ে এসে হাজির হলেন।

হেমকান্ত মারা গেছেন এরকম একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। প্রজারা বিলাপ করে কাঁদতে লাগল বারবাড়ির উঠোনে জড়ো হয়ে। দাঙ্গাবাজ কিছু লোক লাঠি, বল্লম আর মশাল নিয়ে বিভিন্ন দিকে ধাওয়া করে গেল।

রামকান্ত রায় গাড়োয়ানের জবানবন্দী নিতে নিতে চারদিককার উত্তেজনা ও শোক লক্ষ করে মৃদু একটু হাসলেন। হেমকান্তর ওপর এই আক্রমণে তিনি অখুশি হয়েছেন বলে মনে হল না।

গাজী তার জবানবন্দীতে বলল, কালীবাড়ি ছেড়ে এসে পড়তেই নির্জন রাস্তায় আচমকা একটা লোক লাফিয়ে পড়ে ঘোড়ার বলগা টেনে ধরে। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ জমিদারবাবুর গাড়ির দুটো ঘোড়াই ওয়েলার এবং শক্তিশালী। তবে গাজী লোকটাকে পাগল ভেবে নিজেই লাগাম টেনে গাড়ি থামায়। কিন্তু গাড়ি থামবার আগেই আর একজন পাদানীতে উঠে দরজা খুলে কর্তাবাবুকে ছোরা মারে। লোকদুটোর মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল, রাতটাও ছিল অন্ধকার; ফলে তাদের চেনা যায়নি। তবে দুজনেরই বয়স কম। ছোকরা বলেই মনে হয়।

জবানবন্দী নিয়ে রামকান্ত রায় তাঁর ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেলেন। কিছু লোক তাঁর দিকে বিষাক্ত চোখে চেয়ে রইল।

প্রচুর রক্তপাতের ফলে হেমকান্ত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আঘাত খুবই গুরুতর। তবে মৃত্যু যে নিশ্চিত এমন কথা বলা যায় না। চারজন ডাক্তার রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করার পর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন।

রঙ্গময়ী হেমকান্তের শিয়রের কাছে বসে শূন্য চোখে চেয়ে ছিল সামনের দিকে। বিশাখা রক্ত দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অত্যন্ত অস্থির পায়ে রক্তা

www.MurchOna.com

মুখে বারান্দায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল কৃষ্ণকান্ত। খালি গা, পরনে ফেরতা দিয়ে পরা একটা ধুতি। চোখ দুটো লাল টকটকে। তার নিরীহ, নির্বিরোধ বাবার এই অবস্থা কে করল? স্বদেশীরা? হায় ভগবান, সে যে নিজে মনে মনে ঘোর স্বদেশী!

রাতটা উদ্বেগের মধ্যে কাটতে লাগল।

শেষ রাত্রের দিকে হেমকান্তকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

রঙ্গময়ী আর কৃষ্ণকান্ত দুজনেই সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা নিষেধ করায় যাওয়া হয়নি।

হেমকান্তকে হাসপাতালে নেওয়ার পর বিশাখার ঘরে বসেছিল তিনজনে। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গময়ী আর বিশাখা। উপবাস ও উদ্বেগে তিনজনের চেহারাতেই গভীর ক্লান্তির ছাপ। বিশাখার চোখ মুখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে। রঙ্গময়ীর চোখ দুটিও লাল, তবে সে দাঁতে দাঁত চেপে কান্না রুখেছে। কৃষ্ণকান্তের চোখে এক গভীর শূন্যতার চাউনি।

বিশাখা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, কী হবে পিসি? বাবা কি বাঁচবে?

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বাঁচবে। সাহেব ডাক্তার দেখছে হাসপাতালে। ভাবিস না তো।

তুমিও তো ভাবছো। আমাকে ভোলাচ্ছো, না?

তোকে ভোলাবো কি রে? আমাকে ভোলায় কে? সারাটা জীবন একজনের মুখ চেয়ে বেঁচে আছি না? তোর তো সে বাবা, আমার কী জানিস? আমার কাছে সে-ই ভগবান। তুই বুঝবি না।

বিশাখা রঙ্গময়ীর এই অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে এই শোকের সময়েও অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

উঠোনে এখনো বিস্তর লোকের জমায়েত। সারা রাত কেউ ঘুমোয়নি। এক-আধজন পাজি লোক রটাতে চেয়েছিল, কাণ্ডটা কোনো মুসলমানের। সেই শুনে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছু প্রবীণ মানুষ গুজবটিকে চাপা দিয়েছেন। এটা যে স্বদেশীদের কাজ সে বিষয়ে এখন মোটামুটি সকলেই নিশ্চিন্ত। লাঠি আর বল্লম নিয়ে যারা আততায়ীদের খুঁজতে বেরিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। এখন কী কর্তব্য তাই নিয়ে কথাবার্তা আলোচনা চলছে চাপা গলায়।

শচীন হাসপাতাল থেকে খবর নিয়ে ফিরল। হেমকান্তর অবস্থা খারাপ। তবে এযাত্রা বেঁচে যেতে পারেন। শুনে উঠোনে জমায়েত লোকজন একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

শচীন ধীর পায়ে দোতলায় উঠে আসে। সিঁড়ির মুখেই উদ্বেগাকুল মুখে কৃষ্ণ, বিশাখা আর রঙ্গময়ী।

শচীন একটু হাসল। বলল, ভয় নেই। একটু ভাল আছেন।

বিশাখা বলল, সত্যি কথা বলছেন তো?

সত্যি। জ্ঞান ফিরেছিল।

কিছু বলেছেন তখন?

একটাই কথা বারবার বলছেন। মনু কৃষ্ণকে দেখো।

রঙ্গময়ী কৃষ্ণকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটু ধরা গলায় বলে, বড্ড ভাবে ছেলের কথা।

কৃষ্ণ কোনো কথা বলল না। পাথরের মতো রঙ্গময়ীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

শচীন বলল, আপনারা একটু ঘুমিয়ে নিন বরং। আমি আবার হাসপাতালে যাচ্ছি। সব সময়ে খবর নেবো। চিন্তা নেই।

রঙ্গময়ী বলে, ঘুম কি আসবে? অমন নিপাট ভাল লোককে যারা মারে তারা কেমন লোক শচীন?

শচীন একটু হেসে বলে, তারা খারাপ কি ভাল তা জানি না। তবে তাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, ওঁর পক্ষে এ জায়গা আর নিরাপদ নয়। একটু সুস্থ হলেই ওঁকে কলকাতা বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

www.MurchOna.com

এ কথা শুনে তিনজনেই চুপ করে রইল।

সেই নীরবতায় দু' জোড়া চোখ আর দু' জোড়া চোখের ওপর নির্নিমেষ হয়ে ছিল। শচীন আর বিশাখা।

॥ ৭২ ॥

একটি লোকও নার্সিং হোম ছেড়ে যায়নি। ধীরে ধীরে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছিল। লাউঞ্জে এক ক্লান্ত নীরবতা। অদৃশ্য এক ঘড়িতে টিক টিক করে সময় বয়ে যাচ্ছে।

একজন ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলেন। প্রায় ত্রিশ জোড়া চোখ একসঙ্গে তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল।

ডাক্তারের মুখে হাসি নেই, কিন্তু খুব গম্ভীরও নন। ভীড়টার দিকে তাকিয়ে একটু থমকালেন। তারপর নেমে এসে কৃষ্ণকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, স্যার, আপনি এখন বাড়ি যেতে পারেন। ব্লিডিংটা বন্ধ হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আরো স্পষ্ট করে বলুন অবস্থাটা কী।

অবস্থা একটু ভাল। তবে আউট অফ ডেনজার বলা যাবে না।

তাহলে বাড়ি যেতে বলছেন কেন? আমার কথা ভেবে? আমার জন্য ভাবতে হবে না।

ডাক্তারটির বয়স অল্প নয়। মধ্যবয়স্ক এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট নামডাক আছে। তবু কৃষ্ণকান্তের সামনে তাঁকে নিতান্তই ছেলেমানুষের মতো লাগছিল। তটস্থ হয়ে বললেন, না স্যার, সে কথা বলিনি। বলছিলাম শী ইজ রেসপনডিং টু আওয়ার ট্রিটমেণ্ট, কিছু ব্লাড দেওয়া গেছে। হার্ট তেমন খারাপ নয়। ইফ এভরিথিং গোজ ওয়েল তাহলে সকাল আটটা নাগাদ আমরা অপারেশনটা করে ফেলতে পারব।

আপনার কথায় একটি ইফ থেকে যাচ্ছে। ওই ইফটা ইরেজ করুন তারপর বাড়ি যাবো। আমার বউমার যদি ভালমন্দ কিছু হয় ডাক্তার, তাহলে আমার নিজের ভালমন্দে কিছু যায় আসে না। অবস্থা কিছু ইমপ্রুভ করেছে বলছেন?

অনেকটা।

সারভাইভ্যালের চানস্ কী?

ফিফটি ফিফটি।

এটা কি ইমপ্রুভমেণ্ট?

তা বলা যায় স্যার, কারণ ঘণ্টা দুয়েক আগেও শী ওয়াজ জাস্ট সিংকিং। আপনি এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোনো বিপদ ঘটবে না। বরং আমরা ইমপ্রুভমেণ্টের কিছু পজিটিভ সাইন পাচ্ছি। নতুন করে কনভালশনও দেখা দেয়নি।

কৃষ্ণকান্ত ডাক্তারকে উপেক্ষা করে প্রশ্নাতুর চোখে লাল্টুর দিকে তাকালেন।

লাল্টু বলল, তাই করুন কাকা।

কী করব?

বাড়ি যান। একটু বিশ্রাম করুন। একটু বেলায় ফের এলেই হবে।

তোরা কে কে থাকবি এখানে?

আমি আছি। জগাও থাক। আর সবাই চলে যাক এখন।

আর কুট্টি! সেই দামড়া কোথায়?

গাড়িতে বসে আছে।

তার কি লজ্জা হয়েছে?

www.MurchOna.com

নার্স মৃদু একটু হাসল। জবাব দিল না।

কৃষ্ণকান্ত ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন, আমি আমার নাতিটাকে একবার দেখব।

নিশ্চয়ই। আমি আয়াকে বলে দিচ্ছি।

যদি দেখেন যে ঘুমোচ্ছে তাহলে থাক। বাচ্চাদের এ সময়টায় খুব ঘুম দরকার।

ঠিক আছে। দেখছি।

একটু বাদেই একজন পরিচ্ছন্ন আয়া মোটাসোটা ফর্সা একটি ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে এল। কৃষ্ণকান্ত নির্নিমেষ চোখে দেখলেন। তারপর জগার দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ইংগিত করলেন। জগা দশ টাকার একটা নোট আয়ার হাতে দিল।

কৃষ্ণকান্ত বাইরে এসে চারধারে ভোরের আবছা আলোয় নির্জন রাস্তাঘাটের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে দেখলেন। বুকের পাষাণভার সবটুকু নেমে যায়নি। তবু একটু আশা ভরসা হচ্ছে, মনের ভিতর একটু জোর পাচ্ছেন। ছেলেবেলায় একসময়ে তিনি কিছুদিন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। তখন ধ্যান করতে খুব ভাল লাগত। একটা মানসিক স্থিরতা আসত ধ্যানে। বুকের জোর বেড়ে যেত। নানা ঘটনার ওলট-পালট স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে দূরে। তবু জীবনে একটা স্থির প্রত্যয়ের ভূমি বরাবরই ছিল তার। আজও কি আছে? কে জানে! কিন্তু ওই প্রত্যয়টুকু না থাকলে জীবনের সুখদুঃখগুলিকে অহরহ সহ্য করা যায় না। তিনি জীবনে সহ্য করেছেন বড় কম নয়। স্বদেশী আমলে মার খেয়েছেন, জেল খেটেছেন, স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে একরকম চোখের সামনে, বড় ছেলে বংশের নাম ডুবিয়ে এক ঘর-খেদানো মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়েছে, মেজো ছেলে উচ্ছন্নে গেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, এই শেষ ধাক্কাটা, রেমিকে নিয়ে এই যমে-মানুষে টানাটানি তিনি বুঝি সইতে পারবেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষ্ণকান্ত তাঁর মেজো ছেলেটিকেই খুঁজছিলেন। কুলাঙ্গারটা অবশ্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়ানোর মতো সাহস পায় না। তবু খুঁজছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সবচেয়ে অবাধ্য, সবচেয়ে বখা, সবচেয়ে নিন্দিত ও ধিকৃত এই ছেলেটির প্রতি তাঁর এক অপরিমেয় দুর্বলতা রয়েছে, যা ব্যাখ্যার অতীত, যা যুক্তিহীন। এই দুর্বলতা ঠিক পুত্রস্নেহ নয়। অন্য কিছু। কৃষ্ণকান্ত জীবনে কাউকে ভয় পেয়েছেন বলে মনে পড়ে না। এখনো পান না। কিন্তু এই মধ্যম পুত্রটির চোখের দিকে তাকালে তিনি এক বিপুল ভাঙচুরের কাল্পনিক ছবি দেখতে পান। তাঁর মনে হয় এই ধর্মহীন, অবিমৃষ্যকারী কালাপাহাড় দুনিয়াতে সৎ বস্তু বলে কিছু রাখবে না, সমাজ বলে কিছু রাখবে না, সব নীতিবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। একে তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁরই শরীর থেকে জাত, তাঁরই আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এর প্রাণ, তাঁরই বীজ, তাঁরই জীন, তবু এ যেন এক অপরিচিত দেশের অচীন-ভাষাভাষী, অজানা আদব-কায়দার মানুষ। কিছুই মেলে না। তা বলে ধ্রুব কখনো কৃষ্ণকান্তের মুখে মুখে কথা বলে না, তর্ক বা ঝগড়ার প্রশ্নও ওঠে না, এমন কি চোখে চোখ রাখে না পর্যন্ত। তবু ওর ভিতরে একটা কঠিন উপেক্ষা ও ঘৃণাকে খুব স্পষ্ট টের পান তিনি। এটা শুধু জেনারেশন গ্যাপ নয়, এক ধরনের নীরব বিদ্রোহ। নিজের বাপকে সবচেয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিয়েছে ও। জেনারেশন গ্যাপ সহনীয়, কারণ তা স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির নিয়মেই ঘটে থাকে। কিন্তু এটা অন্য কিছু। শুধু কৃষ্ণকান্তই ধ্রুবর ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র নয়, কৃষ্ণকান্ত যা কিছু পছন্দ করেন, যা কিছুকে মূল্য দেন বা যাকে স্নেহ করেন সবকিছুর প্রতিই ধ্রুবর প্রতিক্রোধ। এরকম পরিপূর্ণ বিদ্বেষ খুব স্বাভাবিক নয়। বাঘের ঘরে এই ঘোঘের বাস তাই কৃষ্ণকান্তর পক্ষে অস্বস্তিকর।

কৃষ্ণকান্ত নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি কোথা থেকে এসে দরজা খুলে দিল।

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, দামড়াটাকে দেখেছিস?

এই তো ছিলেন।

www.MurchOna.com

কোথায় ছিল ?

গাড়িতেই বসেছিলেন। একটু আগে নেমে গেলেন।

ধারেকাছে আছে ?

ড্রাইভার কয়েক পা হেঁটে চারদিকটা দেখে এসে মাথা নাড়ল, না। ডেকে আনব ?

কৃষ্ণকান্ত একটু ভেবে বললেন, থাকগে। বাড়ি চল। একটু বাদেই আবার আসতে হবে।

বাড়ি বেশি দূরে নয়। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলেন কৃষ্ণকান্ত। চাকর, দারোয়ান সব তটস্থ, জাগ্রত। তিনি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দোতলায় উঠে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন একটা করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। লতু টেলিফোনের কাছে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। শোয়নি। বড় কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে। কৃষ্ণকান্ত ওকে বলে গিয়েছিলেন যেন টেলিফোনের কাছে থাকে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে কৃষ্ণকান্ত ডাকলেন, ওঠো মা।

লতু এক ডাকে সোজা হয়ে বসে একটু হাসল, এসে গেছেন বাবা ? বউদি !

একটু ভাল।

বেঁচে যাবে তো !

মনে তো হয়।

ছেলেমেয়ে কারো দিকেই কোনোকালে নজর দিতে পারেননি কৃষ্ণকান্ত। এরা বড় হয়েছে মায়ের ছায়ায় এবং মায়ের মৃত্যুর পর দাসদাসীদের তত্ত্বাবধানে। তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কম। এদের শিশুকালেও তিনি খুব একটা কোলেপিঠে নেননি, ছানাঘাঁটা করেননি। সেই দূরত্বটা আজ আর অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

লতুর দিকে তাকিয়ে আজ কৃষ্ণকান্তর একটু কষ্ট হল। মেয়েটা সারা রাত বসে ছিল টেলিফোনের কাছে। কত না জানি কষ্ট পেয়েছে। তিনি খুব নরম স্নেহসিক্ত গলায় বললেন, যাও গিয়ে স্নান সেরে নাও। রাত জাগলে সকালে স্নান করতে হয়। তাতে ক্লান্তিটা চলে যায়।

লতু একটা হাই চেপে বলে, আপনিও সারা রাত জেগে ছিলেন। চোখ তো লাল হয়ে আছে। টায়ার্ড দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বলেন, আমার কথা আলাদা। সারাটা জীবন তো অনিয়মেই কেটেছে মা। আমাকে কি কখনো আরামে থাকতে দেখেছো ? কিছু হবে না আমার। ভয় পেও না।

লতু এমনিতে বাবার মুখের ওপর কোনো কথা বলে না। কিন্তু আজ নরম স্বরে বলল, এখন তো বয়েস হচ্ছে ! তাই না ! আপনার রাত জাগার দরকার ছিল না। আর সবাই তো ছিল।

মেয়ের একটু লঘু শাসনে কৃষ্ণকান্ত কয়েক বছর আগে হলেও চটে যেতেন। আজ চটলেন না। বয়স হচ্ছে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। এতকাল নিজের বয়সটাকে একেবারেই পাত্তা দেননি তিনি। বয়স একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, একটা সংস্কার মাত্র। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা মানুষের জীবনকে বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাগটা করা হয় সেটাও উদ্ভট। মানুষকে কিছু কাজ করার জন্যই জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং শরীর পাত করেও সেইসব কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়াসই জীবন। এছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

মেয়েকে বললেন, বউমার ওরকম অবস্থা, ঘুম বা বিশ্রাম সম্ভব ছিল না।

অপারেশন কি হয়ে গেছে ?

না। আজ সকাল আটটায় হবে।

আপনি কি যাবেন আবার ?

না গিয়ে উপায় কী ?

তাহলে আপনি স্নান করে আহ্নিক সেরে নিন। আমি ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে বলে দিই।

www.MurchOna.com

কৃষ্ণকান্ত কিছু বললেন না। লতু চলে গেলে নার্সিং হোমে ফোন করে জানলেন, রেমির অবস্থা আর একটু ভাল। অপারেশনের তোড়জোড় চলছে। আর তাঁর সদ্যোজাত নাতি ভাল আছে। লাল্টুকে ফোনে ডাকিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, দামড়াটাকে দেখেছিস নাকি ? ধারেকাছে আছে ?

না তো !

একটু দেখ। কাল রাত থেকে বোধ হয় কিছু খায়টায়নি।

দেখছি। কিছু বলতে হবে ?

বাড়ি চলে আসতে বলিস। এসে স্নান-খাওয়া সেরে যেন যায়।

বলব। আপনি ভাববেন না।

একটু দেখিস ওকে লাল্টু। বলে কৃষ্ণকান্ত টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

একটা রেস্তোরাঁয় বসে এক কাপ চা খাওয়ার চেষ্টা করছিল ধ্রুব। পারছিল না। মুখটা বিস্বাদে ভরে আছে। মুখোমুখি বসে তার দিকে স্থির ও ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে ছিল জয়ন্ত। খানিকক্ষণ ভগ্নীপতির দুরবস্থা লক্ষ করে বলল, লেবুর জল খাবেন ?

লেবুর জল খেলে কী হয় ?

জানি না। শুনেছি হ্যাংওভারের পক্ষে ভাল।

দূর। লেবুর জল খেলে বমি হয়ে যাবে।

হোক না। তাতে রিলিফ পাবেন।

না হে, রিলিফ অত সোজা নয়। অ্যাসপিরিন আছে তোমার কাছে ?

না। আমি তো রাখি না। দরকার হলে এনে দিতে পারি। কিন্তু খালিপেটে কি ওসব খাওয়া ভাল ?

আমার পক্ষে সব সমান। এখন উপদেশ দিও না, আই নীড কুইক রিলিফ।

ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি ! বাইরের ওষুধের দোকানগুলো বোধ হয় এখনো খোলেনি।

নার্সিং হোমে একটি মেডিসিন স্টোর আছে।

জয়ন্ত উঠে গেল। একটু বাদে দুটো ট্যাবলেট এনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, ইওর পয়জন।

ধ্রুব ট্যাবলেট দুটো গিলে বলল, তুমি সেই মাঝরাত থেকে আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছো, আর টিকটিক করে যাচ্ছো। কেন বলো তো !

আপনাকে আর একটু স্টাডি করছি।

খুব স্মার্ট ভাবছো নাকি নিজেকে ? আমাকে স্টাডি করছো মানে ?

নার্সিং হোমের সামনে আপনার এই রাত কাটানোটা আমার একটু অদ্ভুত লাগছে। ভেরী আনলাইক ইউ।

এতে অস্বাভাবিক কী আছে ?

আমার দিদির জন্য আপনি কোনোদিনই কিছু ফিল করেননি। বরং নানাভাবে তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হঠাৎ এমন রেসপনসিবল্ হাজব্যাণ্ডের মতো বিহেভ করছেন যে, খুব অবাক লাগল।

ধ্রুব একটু হাসল, তারপর টপ করে মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে "ওঃ" বলে একটা কাতরতার শব্দ করে চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। চোখ বোজা অবস্থাতেই বলে, তুমি বোধ হয় আমার সম্পর্কে একটু সফ্‌ট্ হয়ে পড়েছো জয়। ইউ আর টেকিং কেয়ার অফ মি।

জয় বলে, সে তো ঠিকই। আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোনো সফট্‌নেস নেই। কাল রাতেই তো বলেছিলাম, দিদির জন্যই আপনাকে চোখে চোখে রাখছি। দিদি বিধবা হোক এটা তো

www.MurchOna.com

আর চাইতে পারি না।

ধ্রুব খানিকক্ষণ মৃদু মৃদু হাসল। তারপর বলল, আপাতত তোমার দিদি বিধবা হচ্ছে না। তাকে জ্বালাতে আমি আরো কিছুদিন বাঁচবো।

জয় মাথা নেড়ে বলল, আর আপনিও বোধ হয় এ যাত্রা বিপত্নীক হতে পারছেন না। অনেক কষ্ট করেছিলেন যদিও। বেটার লাক নেক্স্ট টাইম।

ধ্রুব এবার হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। খানিকক্ষণ হেসে আবার একটা কাতর শব্দ করে থেমে যায়। বলে, পেটের মধ্যে একটা কী যেন হচ্ছে জানো ? একটা পেন। খুব বিচ্ছিরি টাইপের। ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন ?

ভয় পাই। দেখালেই হয়তো বলবে ক্যানসার।

আপনি তাহলে ক্যানসারকে ভয় পান ?

কে না পায় ?

পেলে তো ভালই। অন্তত বোঝা যায় আপনি কিছুটা হিউম্যান।

ধ্রুব এটাকে অপমান হিসেবে নিল না। বরং আবার তার মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। খুশিয়াল একরকম গলায় সে বলে, এত স্মার্ট কিন্তু কখনো ছিলে না জয়।

এখন হয়েছি তাহলে ?

বোধ হয়। আজ বেশ ভাল ফর্ম দেখছি তোমার।

সেটা আপনার মনে হচ্ছে আপনি আজ ভাল ফর্মে নেই বলে।

ধ্রুব একথায় হাসল না। কিছুক্ষণ মুখ বিকৃত করে চোখ বুজে রইল। তারপর বলল, তোমার লেবুজল প্রেসক্রিপশনটা একটু ট্রাই করলে হত। এই রেস্টুরেন্টে কি পাওয়া যাবে ?

যাবে না মানে ? আপনি কি সোজা ভি আই পি ? এক্ষুনি কাঁপতে কাঁপতে দেবে।

তাহলে বলে দাও। আর এক কাপ লিকারও দিতে বোলো, দুধ চিনি ছাড়া শুধু পাতলা একটু লিকার।

একটু হুইস্কি মিশিয়ে দেবে নাকি ? জয় ঠাট্টার গলায় বলে।

দরকার নেই।

জয় উঠে গেল। ধ্রুব নিজের ভিতরে অ্যাসপিরিনের ক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য চোখ বুজে খুব ব্যগ্র মনে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে নিজেকেই নিজে বলে, ইট ইজ নট ওয়ার্কিং।

লেবুজল এবং লিকার একই সঙ্গে টেবিলে রেখে গেল বেয়ারা।

জয় বলল, লেবুজলটা আগে খেয়ে নিন।

সভয়ে গ্লাসটার দিকে চেয়ে থেকে ধ্রুব বলে, খেলে কিছু হবে না তো !

বললাম তো, জানি না। শুনেছি।

আরে, শুনেছি তো আমিও। কখনো টাচ করিনি।

করে দেখুন।

ধ্রুব গ্লাসটা তুলল। অল্প অল্প করে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলল, খুব খারাপ লাগছে না।

তাহলে খেয়ে নিন।

ধ্রুব খেয়ে নিল। একটা মস্ত টেকুর তোলার পর একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগল। লিকারের কাপ মুখে তুলে বলল, রেমির অপারেশন কটায় ?

আটটা। এখনো দেড় ঘণ্টা দেরী আছে।

ততক্ষণ আমি কোথাও একটু শুয়ে থাকতে চাই।

বাড়ি চলে যান না। টেক এ ন্যাপ।

www.MurchOna.com

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। কারো গাড়িটাড়ি নেই? ব্যাকসিটে একটু পড়ে থাকা যেত।

না। গাড়ি সব চলে গেছে। তবে আবার আসবে।

তবে থাক।

কাল রাতে আপনি কিছুক্ষণ ফুটপাথেও শুয়ে ছিলেন।

মনে আছে।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ অপলক চোখে ধ্রুবকে লক্ষ করে বলল, আমার ধারণা আপনার শরীর সুস্থ নেই। একজন ডাক্তার দেখানো উচিত।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, সেটা আমি জানি। আমি আগেকার মতো সুস্থ আর নেই। নিজের ওপর আমার শোধ তোলা হয়ে গেছে। এখন অপেক্ষা।

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলে, কথাটার মানে কী?

তুমি বুঝবে না।

নিজের ওপর শোধ তুলছেন কেন? কৃতকর্মের জন্য নাকি?

ধ্রুব মাথা নেড়ে হাসিমুখে বলে, না। একটা ভুলের জন্য।

কিরকম ভুল?

টু বি বর্ন ইন এ রং প্লেস অ্যাণ্ড ইন এ রং টাইম অ্যাণ্ড ইন এ রং ফ্যামিলি।

জয়ন্ত চুপ করে থাকে।

ধ্রুব বলে, কিছু বুঝলে?

আপনার এ ধারণাটাও তো ভুল হতে পারে!

না। কিন্তু সে কথা থাক। চলো একটু মর্নিং ওয়াক করে আসি।

জয়ন্ত একটা হাত তুলে বলে, আমার আর ওয়াকের দরকার নেই। এমনিতেই যথেষ্ট টায়ার্ড।

তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।

আসুন।

ধ্রুব উঠল, ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে শীতের সকালে কবোষ্ণ রোদে হাঁটতে লাগল।

একটা বাঁক ঘুরল সে। মাথাটা দুলছে। মাথাটা হঠাৎ শূন্য লাগছে। ধ্রুব ফেরার চেষ্টা করল। কিন্তু হাঁটতে জোর পেল না। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা।

শরীরের একটু অহংকার ছিল ধ্রুবর। কিন্তু সেই চমৎকার দীর্ঘ, একহারা চাবুকের মতো শরীরটাই এখন একটা বোঝার মতো মনে হচ্ছিল।

ধ্রুব হাত বাড়িয়ে বাতাসের হাতল ধরার একটা অক্ষম চেষ্টা করল। তারপর দুমড়ে মুচড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল কঠিন শানের ফুটপাথে।

কৃষ্ণকান্ত এক জ্বালাভরা চোখে সূর্যোদয় দেখছিল। রাঙা আকাশ থেকে রক্তের স্রোত মিশছে ব্রহ্মপুত্রের জলে। ভোরবেলার শান্ত সুন্দর শ্রী আজ সে অনুভব করতে পারছিল না। আজ বুকের জ্বালা, অক্ষম রাগ আর এক গভীর বেদনায় এমন সুন্দর ভোরবেলাটিকে তার ছাইয়ের মতো বিবর্ণ বোধ হচ্ছিল।

অপঘাতে তার কাকা মারা গিয়েছিল। সেই কাকাকে ভাল করে মনেও নেই তার। কিন্তু সে জানে, এই বংশের মুখোজ্জ্বলকারীদের তিনি ছিলেন একজন। ব্রহ্মচারী, দেশভক্ত সেই মানুষটিকে কে বা কারা খুন করেছিল ব্রহ্মপুত্রের ওপর। সেই মৃত্যুর জন্য এক থম-ধরা শোক আছে

কৃষ্ণকান্তর। ফের তার নিরীহ বাবার ওপর এই বর্বর আক্রমণ তাকে উত্তেজিত করছে একটা কিছু করে ফেলতে। একটা মারাত্মক কিছু।

কৃষ্ণকান্ত একা একা অনেকক্ষণ ছাদে ঘোরাফেরা করল। কখনো জোরে, কখনো ধীরে। রাত্রি জাগরণের জন্য তার কোনো ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধও লুপ্ত। মাঝে মাঝে নিজের তপ্ত মাথাটা চেপে ধরছে দুহাতে। বাবা কি বাঁচবে? বাবা যদি না বাঁচে তবে কৃষ্ণকান্তর মধ্যে একটা বিপুল কিছু ঘটে যাবে। হয়তো সে পাগল হয়ে যাবে। যদি তা না হয় তবে সে হয়তো হয়ে উঠবে এক সাঙ্ঘাতিক খুনী, গুণ্ডা বা ডাকাত। একটা লণ্ডভণ্ড কিছু সে করবেই।

রোদ বেশ চড়া হয়ে ওঠার পর কৃষ্ণকান্ত থমথমে মুখে নেমে আসে নীচে। তালা দেওয়া একটা ঘরের সামনে দুদণ্ড দাঁড়ায়। চাবি কোথায় আছে তা সে জানে। একটু দ্বিধা করে সে গিয়ে হেমকান্তর ঘরে ডেস্কের দেরাজ খুলে চাবির গোছা নিয়ে এসে দরজাটা খুলে ঢোকে।

এ ঘর আজকাল খোলা হয় না বলে একটা বন্ধ বাতাসের গন্ধ। কৃষ্ণকান্ত দুটো জানালা খুলে দেয়। চার পাঁচটা বন্দুকের বাক্স র‍্যাকের ওপর সাজানো। চেস্ট অফ ড্রয়ার্সটা খুলে ভিতরে উঁকি দেয় সে। প্রথম ড্রয়ারে কিছু তেমন নেই। শুধু চারটে টোটার বাক্স। দ্বিতীয় ড্রয়ারটায় বন্দুকের তেল, লোহার লম্বা শিকে লাগানো বুরুশ, যা দিয়ে ব্যারেল পরিষ্কার করা হয়। তিন নম্বর ড্রয়ারে নেপালী কুকরি, জৌনপুরী ছোরা হ্যাণ্টিং নাইফ এবং আরো কয়েকরকম শৌখিন নির্মিতি ভাণ্ডারে রয়েছে। পরের ড্রয়ারটা খুলে অভীষ্ট বন্দুকটা পেয়ে যায় কৃষ্ণকান্ত। চার পাঁচ রকমের গুপ্তি, বহু টোটার বাক্স এবং নানাবিধ টুকরো-টাকরা জিনিসের মধ্যে ন্যাকড়ায় জড়ানো চামড়ার খাপে সাবধানে লুকিয়ে রাখা একটা জার্মান মাউজার পিস্তল। জিনিসটা যে আছে এটা সে জানত। কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখেনি। হেমকান্ত অস্ত্রশস্ত্র পছন্দ করেন না। এ ঘর তিনি কদাচিৎ খুলেছেন।

কৃষ্ণকান্ত পিস্তলটা জামার তলায় রেখে ড্রয়ারটা বন্ধ করে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি যথাস্থানে রেখে সে চলে আসে বারবাড়িতে নিজের ঘরে। তোশকের তলায় খাপসুদ্ধ পিস্তলটা রেখে সে বেরিয়ে আসে।

শচীন হাসপাতাল থেকে এল আটটা নাগাদ। কৃষ্ণকান্ত তখন দালানের সিঁড়িতে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। পিস্তল হাতে এলেও টোটা তার হাতে নেই। সে প্রথম ড্রয়ারটা হাঁটকে দেখেছে। সেখানে শুদ্ধু বন্দুকের টোটা আছে। পিস্তলটা বহুকাল ব্যবহৃত হয়নি।

শচীন এসে সাইকেল থেকে নামতেই কৃষ্ণকান্ত মগ্নতা ভেঙে টান টান উঠে দাঁড়ায়।

শচীনদা, বাবা?

শচীন একটু হেসে বলে, ভয় নেই। ভাল আছেন।

জ্ঞান ফিরেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ইনজুরিটা খুব কম নয়। তবে জ্ঞান আছে। তোমার কথা খুব বলছেন।

আমি যাবো।

যাবে। আমিই নিয়ে যাবো। তবে এবেলাটা থাক।

কেন?

এখনও দুর্বল তো। তোমাকে দেখলে যদি উত্তেজিত হন বা উঠে বসার চেষ্টা করেন তবে ব্লিডিং হবে।

কৃষ্ণকান্ত ম্লানমুখে বলে, তবে থাক।

ডাক্তাররা বলছে, ভিজিটারদের এখন না এলেই ভাল।

বাবা বাঁচবে তো!

বাঁচবেন না কেন? ইনজুরি ফ্যাটাল নয়। নিশ্চিন্ত থাকো।

আপনার সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছে?

www.MurchOna.com

একবার। এখন আর দেখা করতে দিচ্ছে না। শুনলাম, ঘুমোচ্ছেন। ভাল আছেন। তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন বলো তো! কেমন যেন রেগে আছো!

কৃষ্ণকান্ত জবাব দিল না। একটু হাসবার চেষ্টা করল মাত্র।

শচীন বলল, যাও, স্নান করে কিছু খাও, অত ভাবতে হবে না।

বাবাকে কারা মেরেছে শচীনদা? জানেন?

না। পুলিশ খোঁজ করবে।

পুলিশ করবে জানি। আপনার কিছু সন্দেহ হয় না?

শচীন মাথা নেড়ে বলল, এ তো ভাবনাচিন্তার অতীত। হেমকান্তবাবুর মতো নির্বিরোধী লোক আমি তো অন্তত দেখিনি। ওঁর কেউ শত্রু থাকতে পারে বলে কল্পনাও করা যায় না। আমার মনে হয় কেউ ভুল করে এ কাণ্ড করেছে। হয়তো অন্য কাউকে মারতে চেয়েছিল।

কৃষ্ণকান্ত বলল, তা নয় শচীনদা'। আমার ইস্কুলের একটা ছেলে ক'দিন আগেই বলেছিল, আমার বাবাকে নাকি স্বদেশীরা মারবে।

কেন মারবে? তাঁর অপরাধ?

স্বদেশীদের ধারণা বাবা শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

শচীন একটু হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, সে কী? এ কথা তো আগেও হয়েছে। আমি নিজে শশিভূষণের সঙ্গে কথা বলেছি। সেও তো এরকম সন্দেহ করে না। এমন কি উনি দারোগা রমকান্তবাবুর অনুরোধেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনো স্টেটমেন্ট দেননি।

কিন্তু লোকে তো বাবাকে ভাল বলে না।

শচীন একটু ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা দেখা যাক। খুনী যদি ধরা পড়ে তবে তার কাছ থেকেও তো কিছু জানা যাবে। তোমার স্কুলের সেই ছেলেটি কে বলো তো!

কেন, তাকে ধরিয়ে দেবেন?

দেওয়াই তো উচিত।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলল, তার দরকার নেই। আমি আজ স্কুলে গিয়ে নিজেই ব্যবস্থা করব।

মারপিট করবে নাকি?

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বলে, দরকার হলে করতেও পারি। তবে আপনি কিছু ভাববেন না।

শচীনকে একটু চিন্তিত দেখাল। সে বলল, আজই স্কুলে যাবে?

যেতেই হবে শচীনদা।

শচীন চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তোমার বাবার জন্য তোমার রাগ হতেই পারে। কিন্তু রাগের বশে হুট করে কিছু করে ফেলো না কৃষ্ণ। তোমার বয়স অল্প।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলল, আমি তেমন কিছু করব না শচীনদা। শুধু জেনে নেবো, ছেলেটা কোথা থেকে শুনল যে আমার বাবাকে স্বদেশীরা খুন করবে।

তার চেয়ে ছেলেটার নাম আমাকে বলো। আমি গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব।

কৃষ্ণকান্ত লাজুক হেসে বলে, সেটা ভাল দেখাবে না। শত হলেও সে আমার স্কুলের বন্ধু। তার নাম আপনাকে বলে দিলে বিট্রে করা হবে। আমিই ওর কাছ থেকে জেনে নেবো।

শচীন খুব ভাল করে কৃষ্ণকান্তর মুখটা দেখল। দেখে তার মনে হল, পাত্রটি খুব সহজ নয়। এইটুকু ছেলে ঠিক এরকম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলে না। কৃষ্ণর রকম-সকম একটু আলাদা।

শচীন চিন্তিত মুখেই বলল, ঠিক আছে। তবে মুশকিলে পড়লে আমাকে সব বোলো। মনুদিদি কি ভিতর-বাড়িতে আছে?

হ্যাঁ। দোতলায়। ছোড়দিও আছে। যান না।

কথাটায় কিছু ছিল না, তবু একটু লাল হল কম্পিত বুক ও উদ্দীপ্ত এক আনন্দ নিয়ে সে

www.MurchOna.com

ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

বিশাখা ভেঙে পড়েছে অনেক আগেই। সারা রাত কান্নার পর সকালের দিকে অবসন্ন বিশাখা বিছানায় তেড়াবেঁকা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। রঙ্গময়ী ঘুমোয়নি। তার বুকের জ্বালা তাকে ঘুমোতে দেয়নি। স্নান করে সে দোতলায় ভেজা শাড়ি মেলছিল।

শচীন ওপরে এসে ডাক দিল, মনুদিদি!

কী খবর শচীন?

ভাল। একটু হাসি মুখে টেনে শচীন বলে, ঘুমোচ্ছেন।

আমাদের দেখা করতে দেবে না?

আজ নয়।

তবে কবে? আমার যে হাতে পায়ে বল নেই। অত রক্ত গেল।

অত ঘাবড়াবেন না। হেমকান্তবাবু তো দুর্বল লোক নন। একটু রক্ত গেলেও ক্ষতি কিছু হয়নি। সামলে উঠছেন।

ডাক্তাররা কী বলছে?

এমনিতে ভয় নেই। একমাত্র যদি ক্ষত বিষিয়ে ওঠে বা ধনুষ্টঙ্কার হয়। ওরা সব ব্যবস্থাই করছে।

বিষিয়ে ওঠার লক্ষণ কিছু দেখা গেছে নাকি?

আরে না! আপনিও যদি অত উতলা হন তবে কি করে চলবে? আমি আপনাকে আর একটা কথা বলার জন্য ওপরে এসেছি। কৃষ্ণর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

কেন বলো তো!

একটু ইতস্তত করে শচীন বলে, ও একটু অন্য ধাতের। ইস্কুলে কোন ছেলে নাকি ক'দিন আগে ওকে বলেছে যে, ওর বাবাকে স্বদেশীরা মারবে। ও আজ স্কুলে যাচ্ছে সেই ছেলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে। আপনি বরং বিশ্বাসী কোনো দারোয়ানকে ওকে না জানিয়ে স্কুলে মোতায়েন রাখবেন। গণ্ডগোল হলে গিয়ে যেন ছাড়ায়।

কৃষ্ণ স্কুলে যাবে কী? ওর বাবার এই অবস্থা?

স্কুলে যাবে ক্লাস করতে নয়, ওই ছেলেটাকে ধরতে।

কোন ছেলের কথাটা বলেছে জানো?

না, আমাকে বলেনি।

ঠিক আছে, আমি দেখছি।

আমি তাহলে যাই?

যাবে কেন? মোড়াটায় বোসো। তোমার ধকল গেছে সবচেয়ে বেশী। বেলের পানা করতে বলেছি। একটু মুখে দিয়ে যাও। হাসপাতালে আমাদের কে কে আছে?

ওরে বাবাঃ, সে অনেক লোক। শচীন হেসে বলল, শহর সুদ্ধ ভেঙে পড়েছিল মাঝ রাতে। এখন প্রজারা আছে বেশ কিছু। কর্মচারীও আছে।

ওঁকে সবাই কত ভালবাসে! বলে রঙ্গময়ী উদাস নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ভাল হয়ে ফিরে এলে আর এখানে এক দণ্ড থাকতে দেবো না।

কোথায় যাবেন?

যেখানেই হোক। কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো। কনকের কাছে গিয়ে থাকবে। কী বলো, ভাল হবে না?

শচীন একটু হেসে প্রগল্‌ভের মতো বলে ফেলল, আপনি কাছাকাছি না থাকলে ওঁকে দেখবে কে? উনি কি পারবেন আপনাকে ছাড়া?

www.MurchOna.com

এ কথায় রঙ্গময়ীর যেমন আপাদমস্তক লজ্জায় শিউরে ওঠা উচিত ছিল তেমন কিছুই হল না। কথাটা যেন লজ্জাজনক বলেই মনে হল না তার কাছে। উদাস চোখে বারান্দার বাইরে দিগন্তের দিকে চেয়ে বলল, দরকার হলে আমিও থাকব। আমার আর কার জন্য বেঁচে থাকা বলো!

শচীন রঙ্গময়ীর এই কথায় চোখ নামিয়ে নিল। আশ্চর্য এই, রঙ্গময়ীকে তার খুব নির্লজ্জ বলে মনে হল না। বহুকাল ধরেই কৃষ্ণকান্ত আর রঙ্গময়ীকে নিয়ে যে গুজব প্রচলিত আছে তা সবই সে জানে। কিন্তু দুজনের কাউকেই তার কখনো অপবিত্র মনে হয়নি। রঙ্গময়ীর এই সত্য ভাষণে তাই সে নির্লজ্জতার কোনো চিহ্ন পেল না।

রঙ্গময়ী ধীর স্বরে বলল, এমন মানুষ তো খুব বেশী পাবে না। কেবল আপন মনে ঘরে বসে ভাবেন, কারো অনিষ্ট চিন্তা করেন না, বিষয় চিন্তা করেন না। যেসব ভাবনা ভাবেন সেগুলোও আধ্যাত্মিক ভাবনা। পৃথিবীতে কী ঘটে যাচ্ছে সে খেয়ালও নেই। এরকম মানুষকে কে মারতে পারে বলো তো! ওদের কি হাত ওঠে?

প্রজাদের কেউ হতে পারে কি মনুদিদি?

রঙ্গময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, না। ওঁর প্রজারা তো কেউ দুঃখে নেই।

তবে কি কৃষ্ণর বক্ষ যা বলেছে তাই সত্যি?

স্বদেশীরা? হতে পারে। শশীকে নিয়ে তো কম গুজব ছড়ায়নি। যেই মারুক তার দশবার ফাঁসি হওয়া উচিত। স্বদেশীরা আসল কাজ ফেলে যদি এসব করতে থাকে তবে আন্দোলনের বারোটা বাজতে দেরী হবে না। বোসো, আমি আসছি।

রঙ্গময়ী চলে গেলে বারান্দায় রাখা হেমকান্তর আরামকেদারায় বসে ফুরফুরে হাওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে থাকে শচীন। পাল তোলা নৌকো রূপোলি জল কেটে মন্থর গতিতে চলেছে। ওপরে ছিন্ন মেঘ ভাসছে ভেলার মতো। বহু দূর পর্যন্ত অবারিত মুক্ত পৃথিবী। দেখতে দেখতে শচীনের তন্দ্রা চলে এল। ক্লান্ত মাথাটা একটু কাত হয়ে গেল ডানদিকে।

ভারী কোমল ও নরম একটা দেহগন্ধ, খুব অস্পষ্ট একটু গয়নার টুংটাং আর শাড়ির খসখস তার চটকা ভাঙিয়ে দেয়। চোখ চাইতেই দুটি অপরূপ চোখে আটকে যায় সে।

বিশাখা খুব কেঁদেছে। চোখের কোল ভারী। মুখখানা থমথমে। তবু একটু রক্তাভ উজ্জ্বলতা দেখতে পায় ওর মুখে শচীন। সে উঠে বসে। বিশাখা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে, উনি ভাল আছেন। কোনো ভয় নেই।

বিশাখা চোখ নত করে বলে, মনুপিসির কাছে শুনলাম।

তোমরা এবার নেয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম নাও। সারা রাত খুব ধকল গেছে তোমাদের।

আপনার তো তারও বেশী।

আমার জন্য ভেবো না। আমি তো প্রায়শ্চিত্ত করছি।

কিসের প্রায়শ্চিত্ত?

তোমার কাছে এবং তোমাদের পরিবারের কাছে আমার অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। সাধ্যমত চেষ্টা করছি সেগুলো স্খালন করতে। প্রায়শ্চিত্ত কথাটার মানে জানো?

না। আমাকে তো কেউ কিছু শেখায়নি।

প্রায়শ্চিত্ত কথাটার মানে পুনরায় চিত্তে গমন।

তার মানে কি?

মানুষ যখন কোনো অন্যায় করে তখন যে তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে পতিত হয়ে যায়। সেই পতিত মনটিকে আবার স্বস্থানে স্থাপন করাই প্রায়শ্চিত্ত।

ওসব শক্ত কথা আমি বুঝি না। তবে আপনার কাছেও আমার অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। কাটাকাটি করে নিলেই হয়।

www.MurchOna.com

হয় ? সত্যি বলছো ?

একটু রাঙা হয়ে বিশাখা বলে, সত্যি না তো কী ? আপনাকে আর কাশী গয়া বৃন্দাবন করে বেড়াতে হবে না।

শচীন একটু হেসে বলে, ওটা তো বেড়াতে যাওয়া, প্রায়শ্চিত্ত করতে নয়। আমি তো ঠিক করেছিলাম তোমাকে আর মুখ দেখাবো না।

আমারও মুখ না দেখানোই বোধহয় উচিত ছিল !

কাশী রওনা হওয়ার আগে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তুমি তার জবাব না দেওয়ায় মনে বড় কষ্ট হয়েছিল।

আর আমি যে সুফলাকে দিয়ে আপনাকে অত বলে কয়ে ডেকে পাঠালাম আপনি তো গ্রাহ্যও করলেন না !

সুফলাকে দিয়ে ? কই সে তো বলেনি আমাকে !

বলেনি ! কী পাজি মেয়ে ! আমি ওকে ডাকিয়ে এনে বলে পাঠালাম, শচীনবাবুকে বলিস একবার যেন দেখা করে যান। আমি খুব আশা করে থাকব।

শচীন মৃদু হেসে বলে, বোধহয় হিংসেতে বলেনি। মেয়েরা একটু ও রকম হয়। তোমার ওপর সুফলার একটু রাগও থাকতে পারে। যাকগে, তোমার জবাব তাহলে গিয়েছিল, একটু অন্যভাবে।

হ্যাঁ। আপনি রাগ রাখবেন না।

না। কিন্তু সেদিন ডেকে পাঠিয়ে কী বলতে বলো তো !

বলতাম, আপনি কাশী যাবেন না, আমি আপনার ওপর রাগ করিনি।

একটুও করোনি ?

না। আমাকে কেউ কখনো শাসন করেনি বলেই নাকি আমি একটু কেমনধারা হয়ে গেছি। কৃষ্ণও বলে।

বলে নাকি ?

হ্যাঁ। ওই তো বলেছিল, আমার নাকি মাঝে মাঝে একটু শাসন হওয়া দরকার।

শচীন হেসে ফেলে বলে, দরকার ? তাহলে...

তাহলে কি ?

শাসনের জন্য একজন লোক তো চাই।

বিশাখা মুখ নত করল। হাসি নেই মুখে, তবে একটু স্মিত ভাব। পর মুহূর্তেই সংযত আর গম্ভীর হয়ে বলে, বাবা সত্যিই ভাল আছেন তো ?

সত্যিই ভাল আছেন। অন্তত প্রাণের ভয় নেই।

আমি একটু পুজো দিতে যাবো কালীবাড়িতে।

যাও না।

খুব ধীরে ধীরে বিশাখা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল শচীন। কী অপূর্ব, কী অপার্থিব সৌন্দর্য এই মেয়েটির !

॥ ৭৪ ॥

ধ্রুবর যে একটা কিছু হয়েছে তা আশঙ্কা করেছিল জয়ন্ত। তাই সতর্কতাবশে সে রেস্টুরেন্টের দরজার বাইরে এসে ধ্রুবকে দেখছিল। হাঁটার ভঙ্গিটা কিছু অস্বাভাবিক। যেন জল ভেঙে হাঁটছে। পদক্ষেপ সমান মাপের নয়। শরীরটা একটু ঝুঁকে আছে।

ধ্রুব যখন পড়ল তার আগেই জয়ন্ত লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেছে তার দিকে।

www.MurchOna.com

ধ্রুবর জ্ঞান ছিল না। কপালটা ঠুকে গেছে ফুটপাথের শানে। একটু রক্ত পড়ছিল ক্ষতস্থান থেকে।

এত সকালে রাস্তায় বিশেষ লোকজন থাকে না বলে একটা সিন হল না। জয়ন্ত ধ্রুবকে চিৎ করে শুইয়ে হাইড্র্যান্টের নোংরা জল তুলে ঝাপটা দিল চোখে। কয়েকবার ঝাপটা দিতেই ধ্রুব তাকায়। আস্তে আস্তে উঠেও বসে। তবে চোখের দৃষ্টি কাচের মতো ভাবলেশহীন, মুখ সাদা।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে ?

বেটার। কী হয়েছিল বলো তো ? পড়ে গিয়েছিলাম নাকি ?

আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার।

বার বার ওকথা বলছ কেন ? আমার কিছু হয়নি।

জয়ন্ত একথার জবাব না দিয়ে ধ্রুবকে ধরে আস্তে আস্তে দাঁড় করাল। তারপর বলল, একটা ট্যাকসি ধরে দিই, বাড়ি চলে যান।

বাড়ি ! বলে ধ্রুব কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করে। কিন্তু তার চিন্তাশক্তি ভাল কাজ করছে না। মাথাটা শূন্য। একটু ভাববার চেষ্টা করে হাল-ছাড়া গলায় বলল, তাই করি তাহলে। আমি কেন যে নিজের ওপর গ্রিপ হারিয়ে ফেলছি !

সকালবেলায় ট্যাকসি সহজলভ্য। জয়ন্ত একটা ট্যাকসি ধরল এবং ধ্রুবকে তুলে নিজেও উঠে বসল পাশে।

চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।

রেমির কী হবে ?

যা হচ্ছে তা আপনাকে ছাড়াই তো হচ্ছে। কেউ তো আপনার সাহায্য চায়নি।

ধ্রুব কথাটার জবাব দিল না প্রথমে। একটু বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তা বটে। আমার এক ফোঁটা রক্তও নেওয়া হয়নি রেমির জন্য।

বাড়ির সামনে ধ্রুবকে নামিয়ে দেয় জয়ন্ত, নিজে নামে না। ট্যাকসি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, গিয়ে গরম জলে স্নান করে ভরপেট কিছু খেয়ে নিন।

ধ্রুব ফটক খুলে বাড়িতে ঢোকে। লোকজন, চাকর বাকর আজ চোখেই পড়ল না। নিজের ঘরে এসে ধ্রুব কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে। কাল রাতে সে মদের দোকানে ভাঙচুর করেছে। তখনো সে বেশ ফিট ছিল। তারপর পুলিসের খপ্পর থেকে পালাতে দৌড়েছে অনেকটা পথ। তারপর বাড়ি ফিরে রেমির খবর পেয়ে গেছে নার্সিং হোম-এ। সব ঘটনাগুলো ভেবে দেখল সে। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না তার। অসুস্থতা তো নয়ই। তাহলে কী হল ? জ্ঞানবয়সে সে কখনো অজ্ঞান হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

শরীরটা যে ভীষণ দুর্বল তা একটু নড়াচড়া করতে গেলেই সে টের পাচ্ছে। মাথাটা বড্ড বেশী ফাঁকা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে কখন টুপ করে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল সে, টেরও পেল না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। শীতের বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। রোদের আভায় লালচে রঙ ধরে গেছে।

ডাকছিল লতু। এই ছোড়দা, ওঠ ! খাবি না !

ধ্রুব খুব কষ্টে চোখ খোলে। কিন্তু জেগে উঠতে আরো খানিকক্ষণ সময় লাগে তার। কিছুক্ষণ সে নিজের ঘর, জিনিসপত্র বা লতুকেও চিনতে পারে না। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতে সে পাশ ফেরে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা তুলে ঘড়ি দেখে। তিনটে।

লতু বড় বড় চোখ করে তাকে দেখছিল। বলল, কখন এসেছিস কেউ টের পায়নি তো ! বাবা

www.MurchOna.com

ভীষণ ভাবছেন। বোধ হয় থানাতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

ধ্রুব বহুক্ষণ কিছু খায়নি। সম্ভবত কাল বিকেলের পর থেকে তার পেটে খাবার পড়েনি। এখন পেটের ভিতরে একটা ওলট পালট হচ্ছে। সে লতুর দিকে চেয়ে বলে, সকালেই এসেছি

কাউকে ডাকিসনি কেন ?

ডাকবো কি করে ? ঘুমোচ্ছিলাম না !

খবরটা দিবি তো যে বাড়িতে এসেছিস :

আমি একটু স্নান করব। গরম জল দিতে বল তো।

কেন, বাথরুমে গীজার তো আছেই

তুই চালিয়ে রেখে যা।

তোর কি শরীর খারাপ ?

হ্যাঁ, উইক লাগছে।

হবেই। কাল থেকে কিছু খাসনি বোধ হয়। তার ওপর ওই টেনশন।

এবার বিদ্যুৎ চমকের মতো রেমির কথা মনে পড়ল ধ্রুবর। টেনশন কথাটাই মনে পড়িয়ে দিল। নইলে—আশ্চর্য রেমির কথা তার মনেই ছিল না। সে লতুর দিকে চেয়ে বলল, রেমির কী খবর ?

লতু মাথা নাড়ল, ভাল।

কিরকম ভাল ?

অপারেশন হয়েছে। ব্লিডিং বন্ধ।

তার মানে বাঁচবে ?

হ্যাঁ, বাঁচবে না কেন ? তুই ওঠ। আমি গীজার চালিয়ে দিচ্ছি। বলে লতু বাথরুমে গিয়ে গীজার চালিয়ে ঘরে এসে বলল, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়িস না। আমি খাবার তৈরি রাখতে বলে যাচ্ছি ঠাকুরকে। বাবাকে ফোন করে তোর খবর দিতে হবে। ওপরে যাচ্ছি।

বাবা কোথায় ?

দুপুর পর্যন্ত নার্সিং হোমে ছিলেন। তার পর রাইটার্সে গেছেন। একটুও বিশ্রাম করেননি আজ। ভয় হচ্ছে অসুস্থ হয়ে না পড়েন। বউদির জন্য যা কান্নাকাটি করেছেন আর যা টেনশন গেছে তাতে কাল রাতেই স্ট্রোক হয়ে যেতে পারত।

ধ্রুব উঠল এবং টের পেল, তার শরীরের গ্লানি অনেকটা কম। দুর্বলতা আছে তবে তা মারাত্মক নয়। তবু নিজেকে তার ভারী শিশু-শিশু লাগছে আজ। লতু তার সঙ্গে কদাচিৎ এত ভাল ব্যবহার করে। এই যে তাকে স্নান করে খেয়ে নিতে বলে গেল লতু ঠিক এরকমটা ওর কাছে প্রত্যাশিত নয়। মনে মনে লতু তাকে ঘেন্না করে এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাকে পাত্তা দেয় না। আজ দিচ্ছে। এতে কি খুশি হবে ধ্রুব ? নাকি কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটানোর মতো নয় ব্যাপারটা ?

সে উঠে হালকা কিছু ব্যায়াম করল। তার শরীর নমনীয় এবং সুগঠিত। সহজে কোনো অসুখ করে না। কিন্তু যখন করে তখন ভোগায়। ধ্রুব অসুখ-বিসুখকে বড় ভয় পায়। কারণ অসুখ মানেই একধরনের বন্দীত্ব। বন্দীত্ব তার অসহ্য।

গরম জলে কষে স্নান করল সে। শরীর অনেক ঝরঝরে লাগতে লাগল। ঘরে আসতেই ঠাকুর উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, খাওয়ার ঘরে যাবেন, না এখানে খাবার দিয়ে যাবো ?

খাওয়ার ঘরে।

ধ্রুব পায়জামা আর পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে নেয়। গরম জলে স্নান করার পর শীতটা একটু বেশী লাগছে।

ঠাকুর গরম ভাত বেড়ে দিয়েছে টেবিলে। ধ্রুব ভাত ভাঙল। তারপর ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল, বউদি কেমন আছে জানো ?

www.MurchOna.com

ঠাকুর শশব্যস্তে বলল, ভাল।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ দাদাবাবু। আমি তো দুপুরেই নার্সিং হোমে গিয়েছিলাম।

নিশ্চিন্ত হল ধ্রুব। লতুর কথা যে তার বিশ্বাস হয়নি তা নয়। তবে এমন হতে পারে যে, কোনো অশুভ কিছু ঘটে থাকলে লতু হয়তো সত্যি খবরটা তাকে দিতে চায়নি।

পেট ভরে খাওয়ার পর ধ্রুব ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরায়। পেট ভরার পর এক ধরনের আলসেমি জড়িয়ে ধরেছে তাকে। একবার নার্সিং হোমে যাওয়া উচিত সে বুঝতে পারছে। কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছে না।

জানালা দিয়ে সে বাড়ির পিছনকার ছোট্ট বাগানটার দিকে চেয়ে থাকে। রাঙা রোদে নম্র ও স্বপ্নময় হয়ে আছে জায়গাটা। পপি ফুল ফুটেছে অনেক। নিঃশব্দ এক প্রাণের খেলা চলছে এই এক টুকরো বাগানের পরিধিতেও।

ধ্রুব সিগারেটটা শেষ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে বিছানায়। ভাল লাগে না। এরকম শুয়ে বসে সময় কাটানোর মানেই হয় না কিছু। বিকেলবেলা ঘরে থাকতেও পারে না সে।

ধ্রুব উঠল। চটি পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তারপর হাঁটতে লাগল। এমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে বহুকাল সে হাঁটেনি। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটবার পর সে বুঝতে পারে, এটারও কোনো মানে হয় না। হেঁটে যদি কোথাও যাওয়ার না থাকে তবে হাঁটবার মানে কি?

আসলে ভীষণরকম একঘেয়ে লাগছে তার বিকেলটা। এমন তো লাগে না। আজ লাগছে কেন?

গা গরম করা এবং সময় কাটানোর মতো একটা জিনিস আছে। মদ। কিন্তু গত কালের অভিজ্ঞতা তার ভাল নয়। আজ সকালে অল্পক্ষণের জন্য হলেও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। না, আজ সে মদ খাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। শরীরের ভিতরে যদি কোনো গোলমাল ঘটে গিয়ে থাকে তবে সেটাকে একটু থিতোনোর সময় দেওয়া ভাল।

তার দুরকম বন্ধু আছে। একরকম, জুয়াড়ি, মদ্যপ, বদমাস, লোচ্চা এবং গুণ্ডা। আর একদল ভদ্র, শিক্ষিত, মধ্য বা উচ্চবিত্ত— কারো সঙ্গেই বস্তুত তার খুব ঘনিষ্ঠতা নেই। থাকার কথাও নয়। সে কাউকেই খুব বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। নিয়মিত কোথাও সে আড্ডা দেয় না। তার অনেকগুলো ঠেক আছে। কোনোটা মেসবাড়ি, কোনোটা শুঁড়িখানা বা জুয়ার আড্ডা, একজন নষ্ট মেয়েমানুষের ঘর অবধি, আর আছে কফি হাউস, ধাবার ফ্ল্যাট, দুটো ক্লাব ইত্যাদি। যখন যেটায় খুশি যায় বা যায় না। মাঝে মাঝে ধ্রুব একা একা ঘুরে বেড়ায় ভূতগ্রস্তের মতো। কখনো কলকাতার বাইরে পাড়ি দেয়।

শিগগিরই—যদি তার সঙ্গে কৃষ্ণকান্তর চাল খেটে যায় তবে তাকে যেতে হবে নাসিক। জায়গাটায় সে গেছে। ভাল নয়, খারাপও নয়। কৃষ্ণকান্তর এক বন্ধুর ফার্ম আছে সেখানে। তার সঙ্গে ব্যবসাতে জুড়ে দেওয়া হবে তাকে। কিন্তু মুশকিল হল, কৃষ্ণকান্ত সেটা পেরে উঠবে কি না সেটাই প্রশ্ন।

তার বাবাকে সবাই সমীহ করে, এ কথা ঠিক। একথাও ঠিক বাংলাদেশের এনিমি প্রপার্টির ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকাও আইনত কৃষ্ণকান্তর প্রাপ্য। কিন্তু কথাটা সবাই মেনে নিচ্ছে না। তার দাদু হেমকান্ত অন্য দুই ছেলেকে বঞ্চিত করে ছোটো ছেলের নামে সব বিষয় সম্পত্তি উইল করে ন্যায্য কাজ করেননি একথা ধ্রুবও মানে। এই উইলের ফলে রাগ করে বহুকাল আগে তার জ্যাঠা কনককান্তি কলকাতার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আর কখনো এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াননি। সেই জ্যাঠা এবং সেজো জ্যাঠার ছেলেরা বড় হয়েছে। তারা ফুঁসছে। এনিমি প্রপার্টির টাকা বড় কম নয় এ বাজারে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন কৃষ্ণকান্ত। কাটছাঁট হওয়ার সম্ভাবনা কম,

www.MurchOna.com

কারণ তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সম্ভাব্য এম পি। এত টাকা যদি পেয়েই যান কৃষ্ণকান্ত তবে আত্মীয়রা তার ভাগ আশা করবে না কেন? কৃষ্ণকান্তকে তারা এত স্বার্থপর হতে কেনই বা দেবে?

কৃষ্ণকান্ত কী চান তা ধ্রুব খানিকটা আঁচ করতে পারে। তিনি আপাতত ধ্রুবকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একটা লাগাতার দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে রাজনীতিতে নতুন কোনো খেলা শুরু করবেন। এনিমি প্রপার্টির টাকার কিছু ধ্রুবকে দেবেন, বাকিটা ঢালবেন রাজনীতিতে। সাধ্বী নারীর সতীত্ব, ধার্মিকের সততা, নেতার আদর্শ থেকে শুরু করে সব কিছুই আজকাল ক্রয় বা বিক্রয়যোগ্য।

কিন্তু আশ্চর্য এই, ধ্রুব কৃষ্ণকান্তর এই শেষ প্রচেষ্টায় বাধা হতে চায় না।

কেওড়াতলার কাছে আদিগঙ্গার ওপর কংক্রিটের ব্রিজে এসে দাঁড়ায় ধ্রুব। অবিরল পোড়া ঘি-এর গন্ধ সমেত মড়া পোড়ানো ধোঁয়া এসে নাকে লাগছে। অনির্বাণ চিতার আলো জ্বলছে শ্মশানে। ধ্রুব সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না আজ।

কৃষ্ণকান্তর জীবনে যে এটাই শেষ উদ্যোগ হবে তা ধ্রুব ভাল করেই জানে। আত্মিক জোর বহুকাল আগে শেষ হয়ে গেছে কৃষ্ণকান্তর, ছেড়ে গেছে নীতিবোধ, ছিল শুধু অফুরন্ত শারীরিক ক্ষমতা। এখন বোধ হয় সেটাও শেষ হয়ে আসছে। আর বেশীদিন নয়।

ধ্রুব সরে যেতে চায় আরো একটা কারণে। সে বুঝতে পারছে, কলকাতা শহরের আবাল্য পরিবেশে সে আর মনের খাদ্য পায় না। কেমন স্তিমিত হয়ে আসছে সব উৎসাহ, উদ্দীপনা, যৌবনের উচ্ছলতা। তার উচ্চাশা নেই, লোভ পর্যন্ত হয় না কিছুতে। রোজ বার বার এক ঠেক থেকে আর ঠেক, এক চেনা মুখ থেকে আর এক চেনা মুখ, একইরকম ফূর্তি বা ফূর্তির চেষ্টা করতে করতে তার মনে হয় যেন সে বিভিন্ন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে ফিরে আসছে। কোনো মানে হয় না এরকম জীবনের। নাসিক তাকে এরকম জীবনযাপন থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর এক মুক্তি ঘটবে রেমির কাছ থেকে। এমন নয় যে রেমিকে সে ঘৃণা করে। তা নয়। তবু রেমি এক জগদ্দল বোঝার মতো চেপে আছে ঘাড়ে। সে মেয়েদের সঙ্গে ভাবালুতার কথা বলতে পারে না, কোনো মেয়েকেই একনিষ্ঠ গাড়লের মতো ভালবেসে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরকম প্রতিভা তার কোনো দিনই ছিল না। তাই যৌনতা ছাড়া রেমির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতর কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। আর কে না জানে, যৌনতা বড় অগভীর এক অভ্যাস মাত্র। তা দুই নর-নারীর সম্পর্ককে কখনো দৃঢ় করে না।

ভরসা এই, কৃষ্ণকান্ত তার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীনের সঙ্গে নবজাতক সহ স্নেহের বউমাটিকে কিছুতেই ছাড়বেন না। রেমিও তো নতুন খেলনা পেল। ছেলে। এবার ধ্রুবর মুক্তি।

আস্তে আস্তে ব্রিজটা পেরোয় ধ্রুব। চেতলায় পা দিয়ে আদিগঙ্গার ধার ধরে উত্তরমুখো রাস্তায় হাঁটতে থাকে। মিনিট পাঁচ সাত হাঁটার পর গলিটা ঠাওর পায়। অন্ধকার গলি, স্যাতস্যাঁতে, ঘিঞ্জি। শেষ প্রান্তে অন্য দুটো বাড়ির সঙ্গে জড়ামরি করে একটা লাল ছোটো দোতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খুব পুরোনো বাড়ি। প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাড়িটা এক দেউলিয়া মক্কেলের কাছ থেকে খুব সস্তায় কিনে নেন কৃষ্ণকান্ত। তারপর এক মহিলাকে দানপত্র লিখে দেন। সেই ঘটনার ফলে এক প্রচণ্ড শোরগোল উঠেছিল আত্মীয়মহলে। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত গ্রাহ্য করেননি। এই মহিলা কোনোদিন কালীঘাটে তাদের বাড়িতে আসেননি, তবে তাঁর ভাইপো ভাইঝিদের কেউ কেউ আসে। মাঝে মাঝে।

ছেলেবেলা থেকেই ধ্রুব গুজবটা শুনেছিল। এই মহিলা নাকি তার দাদু হেমকান্তর গুপ্ত প্রণয় সঙ্গিনী ছিলেন। সোজা কথায় রক্ষিতা। অন্য মত হল, ইনি হেমকান্তর দ্বিতীয়া স্ত্রী, অর্থাৎ ধ্রুবর ঠাকুমা।

তখন ধ্রুবর মা বেঁচে ছিল। এই মহিলাকে নিয়ে একদিন খাওয়ার টেবিলে মা ও বাবার একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল। কী বিষয় ছিল তা ধ্রুব জানে না। সম্ভবত মা কৃষ্ণকান্তর বাবার চরিত্র নিয়ে

www.MurchOna.com

কোনো কটাক্ষ করে থাকবে। মায়ের এই স্বভাব ছিল। মাকে ভালবাসত ধ্রুব, কিন্তু এটাও লক্ষ্য করেছে যে, সুযোগ পেলেই তার মা নানা ছুতোয় তার বাবাকে হেয় করার চেষ্টা করত। বোধ হয় সেরকমই কোনো দাম্পত্য বাদানুবাদ হয়েছিল সেই রাত্রে।

কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ একটা হুংকার দিয়ে চাকরকে ডাকলেন। বললেন, ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়ে আয়।

তারা তিন ভাই তখন ছোটো, লতু নিতান্তই বাচ্চা। চারজনকে খাবার টেবিলের চারধারে বসালেন কৃষ্ণকান্ত। তারপর সকলের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, শোনো। ভবিষ্যতে একটা বিষয় নিয়ে কথা উঠতে পারে বলে তোমাদের আজ আমি একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই। চেতলার বাড়িতে রঙ্গময়ী নামে যে মহিলা থাকেন তিনি তোমাদের ঠাকুমা। আমি তাঁকে ছেলেবেলায় পিসি বলে ডাকতাম। তাঁর বাবা ছিলেন আমাদের পুরোহিত। আমার বাবা তাঁকে পরে ধর্মমতে বিবাহ করেন। আমি তাঁকে আমার মা বলে স্বীকার করেছি। ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে যদি কেউ কোনো নোংরা বা খারাপ ইংগিত করে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। তোমরা বলবে যে, তিনি তোমাদের ঠাকুমা। ধর্মত এবং বৈধ ঠাকুমা। বুঝলে ? এখন যাও।

তারা কিছুই বোঝেনি। তবে ঘাড় নেড়ে চলে এসেছিল। বুঝেছিল পরে। বড় হয়ে।

চেতলার ঠাকুমার তেজ ছিল সাঙ্ঘাতিক। আজও আছে। ধ্রুবর মা আগুনে পুড়ে মরার পর সে বেশ কিছুদিন একটানা চেতলার ঠাকুমার কাছে ছিল। তাকে তার ছোটো ভাই আর লতুকে এখানে দিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত নিজে।

বড় বড় তীক্ষ্ণ চোখ ও ক্ষুরধার মুখশ্রী বিশিষ্ট এই ঠাকুমাকে ধ্রুব বরাবর পছন্দ করেছে। প্রচণ্ড স্বাবলম্বী ও পরিশ্রমী। দারুণ দাপট আর শাসনে সবাই টিট থাকে সব সময়ে। যেটা শাসনে হয় না সেটা হয় তার ভালবাসার তীব্রতায়। এমন স্বার্থশূন্য মানুষ ধ্রুব খুব কম দেখেছে।

ধ্রুব গলিটায় ঢুকে বাড়ির কড়া নাড়ল। নীচের তলাটা আজকাল ফাঁকা থাকে। ঠাকুমার ভাইপোরা তফাৎ হয়েছে, নাতি নাতনীও বড় কেউ কাছে থাকে না। ঠাকুমার নাতনীদের মধ্যে একজন ছিল বিজয়া। ধ্রুবর প্রথম ভিকটিম। অর্থাৎ বিজয়া তার প্রেমে পড়েছিল। সে পড়েনি। ধ্রুব কোনোদিনই কেন কারো প্রেমে পড়তে পারল না ? কেন পারল না ?

এই নিদারুণ প্রশ্নটা নিয়ে যখন সে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ দরজার সামনে তখন ওপাশ থেকে প্রশ্ন এল, কে ?

আমি ধ্রুব। কালীঘাটের ধ্রুব।

ও ধ্রুবদা !

দরজা খুলে একটি কিশোরী হাসিমুখে দাঁড়ায়। তোমার ছেলে হয়েছে জানি। মিষ্টি আনলে না ?

ঠাকুমার এই নাতনীর নাম নবা।

ধ্রুব একটু লাল হয় লজ্জায়। বলে, ঠাকুমা কী করছে ?

বসে বসে বকবক করছে। আর কী করবে ? এসো।

ধ্রুব ওপরে উঠে আসে। পুরোনো বাড়িটাকেও ঘসে মেঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সবসময়। অপরিচ্ছন্নতা রঙ্গময়ীর ভীষণ অসহ্য। ধ্রুব এমন পরিপাটি গোছানো সংসার বড় একটা দেখেনি।

রঙ্গময়ী এখন বয়সের ভারে কিছু শ্রান্ত। নাম ভুলে যান, কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। তবু সারাদিন প্রায় আশি বছরের শরীরটাকে এতটুকু বিশ্রাম দেন না। এখনো নিজে রাঁধেন, ঘর ঝাঁট দেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপতপ করেন। বললে বলেন, খাটি বলে বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকা যে রঙ্গময়ীর কাছে খুব সুখকর এমন নয়। তবে রঙ্গময়ী বেঁচে ছিলেন বলেই এদের সংসারটা জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলেছিল। অনেক শিশু বেঁচে গিয়েছিল অকালমৃত্যুর হাত থেকে,

www.MurchOna.com

নিবারিত হয়েছিল সংসারের কিছু অনিবার্য ভাঙন।

রঙ্গময়ী দোতলার সিঁড়ির মুখের চাতালে একটা মোড়া পেতে বসা। ধ্রুবকে দেখেই বলে উঠলেন, এই, তোর অশৌচ না! সদ্য ছেলের বাপ হয়েছিস, আঁতুর-মাথা!

তাহলে চলে যাবো নাকি?

তাই বললাম বুঝি? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস না। তফাতে বোস।

তোমার বড় বাতিক।

তা তো বটেই। ছেলে কেমন হলো?

ভাল করে দেখিনি। সব বাচ্চাই একরকম।

বাচ্চা একরকম হলে কি হয়! বংশের ধারা যখন পাবে তখন দেখবি কেমন অন্যরকম হয়! এই নবা, ওকে একটা চেয়ার দে।

ধ্রুব বসল।

রঙ্গময়ী বললেন, খুব কষ্ট পেল মেয়েটা।

কোন্ মেয়েটা?

তোর বউটা। আবার কে! বেঁচে যে আছে সেই ঢের। ও মরলে কৃষ্ণটাও বুঝি বাঁচত না। আমি দিনরাত ভগবানকে ডেকেছি।

সব খবরই রাখো তাহলে?

খবর রাখব না? কেন, বিলেতে থাকিস নাকি!

ধ্রুব চুপ করে থাকে। রঙ্গময়ীর কাছে সে কেন এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু এসে তার খারাপ লাগছে না। এ যেন একটা প্রাচীন গাছের কাছে বসে থাকা। এ যেন পিদিমের আলোয় এক প্রাচীন পুঁথি পাঠ।

॥ ৭৫ ॥

এক সাহেব ডাক্তার আনানো হল ঢাকা থেকে। দেখেশুনে তিনি বললেন, হি হ্যাজ কনস্টিটিউশন অফ এ বুল। নাথিং টু ফিয়ার। হি উইল পুল আউট।

হেমকান্ত সম্পর্কে এই উক্তি যে কতটা খাঁটি তা দশ দিনের মাথায় বোঝা গেল। দু দুটো গভীর ক্ষত এবং প্রচুর রক্তপাতজনিত অবসাদ কাটিয়ে হেমকান্ত উঠে বসলেন। বললেন, হাসপাতালে আর একদিনও নয়। আমার বংশে কেউ কখনো হাসপাতালে যায়নি।

এগারো দিনের দিন তিনি একরকম জোর করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে এলেন। তাঁর বাড়ি ফেরায় একটা উৎসবের মতো হৈ-চৈ ছড়িয়ে পড়ল শহরে। বহু লোক দেখা করতে এলেন। বিস্তর প্রজাও এল বিভিন্ন মহাল থেকে। বাড়িতেও বেশ মানুষের ভীড়। খবর পেয়ে বড় মেজো দুই ছেলেই সপরিবারে চলে এসেছে। এসেছে মেয়েরাও। গিজগিজ করছে বাড়ি।

ভীড় একটু কমলে দুর্বল শরীরে হেমকান্ত চোখ বুজলেন। আগাগোড়া তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল রঙ্গময়ী। এতক্ষণ কথা বলেনি, বার বার শুধু চোখের জল মুছেছে আঁচলে। লোকের ভীড়ে কথা বলার সুযোগ পায়নি এতক্ষণ, এবার পেল।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকে তাকাননি ভাল করে। তবে তার দেহের গন্ধ এবং নৈকট্যজনিত একটা তাপ টের পাচ্ছিলেন এত হৈ-চৈ-এর মধ্যেও। আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে তাঁর অভ্যন্তর টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। রঙ্গময়ী যে তাঁর জীবনে কতখানি জুড়ে আছে তা যেন এতদিনে খুব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করলেন।

www.MurchOna.com

চোখ বুজে রেখেই হেমকান্ত মৃদুস্বরে ডাকলেন, মনু।

বলো।.

অত চোখের জল ফেলছো কেন? আমি তো বেঁচেই আছি এখনো।

চোখে জল আসবে না? বেঁচে আছো সেই আনন্দেই চোখে জল আসছে।

বেঁচে থেকে আমার কিন্তু তেমন আনন্দ হচ্ছে না।

কেন, তোমার কি মরার ইচ্ছে নাকি?

অনেকটা তাই। মরার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে আর ভাল লাগে না। মরতে যখন হবেই তখন সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা একবারই চুকে গেলে হত। আর দুশ্চিন্তা করতে হত না।

সে তো বুঝলাম। স্বার্থপরেরাই ওরকম ভাবে। তুমি মরলে আমার কী হত বলো তো! কী নিয়ে বাকি জীবনটা কাটত আমার?

একটু হেসে হেমকান্ত চোখ খুলে মুখ তুলে রঙ্গময়ীর দিকে তাকালেন। রঙ্গময়ী এই কয়দিনে খুব রোগা হয়ে গেছে। অনেক কান্নার চিহ্ন পড়েছে চোখের কোলে। চুলে এলোমেলো ভাব। পোশাকে পারিপাট্য নেই। তবু রঙ্গময়ীর ধারাল মুখখানা পিপাসার্তের মতো মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেন হেমকান্ত। বলেন, এমন অবস্থা হয়েছে নাকি তোমার?

কেন, অন্যরকম অবস্থা আবার কবে ছিল?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যেই আমাকে মেরে থাকুক সে আমার একরকম উপকারই করেছে। অনেক দিনের একটা দ্বিধা কেটে গেছে আমার।

কিসের দ্বিধা গো?

বিপদে না পড়লে তো মনটাকে ঠিক বোঝা যায় না। যখন লোকটা আমাকে ছোরা মারল তখন আমি হঠাৎ বুঝলাম, আয়ু ফুরিয়ে এল, আর সময় নেই। সেই সময় সকলের আগে কার কথা মনে পড়ল জানো?

রঙ্গময়ী চোখ নত করল।

হেমকান্ত বললেন, তোমার কথা। গাড়োয়ানকে বললাম, গাড়ি ছুটিয়ে শিগগির আমাকে মনুর কাছে পৌঁছে দে। তারপর যা হয় হবে।

জানি। বলে রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু এই বিপদের মধ্যে আর নয়। তোমাকে কলকাতায় বা অন্য কোথাও যেতে হবে।

হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, কেন মনু?

যারা তোমাকে মারার চেষ্টা করেছিল তারা তো জানে তুমি মরোনি।

সে তো জানেই। তাতে কি? আবার অ্যাটেমপট করবে বলে ভাবছো? করুক। আমি ভয় পাই না।

তুমি পাও না, কিন্তু আমি পাই।

তুমিই বা পাবে কেন? তুমি না স্বদেশী করো!

স্বদেশী করি কে বলল তোমায়?

আমি কি বোকা মনু?

রঙ্গময়ী তীব্র চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে বলল, তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তোমাকে কিছু লোক মারতে চেষ্টা করছে আর আমি স্বদেশী করি বলে হাল ছেড়ে দেবো, এটা কেমন যুক্তি হল?

তোমার স্বদেশীরাই তো মারতে চেয়েছিল আমাকে। ওদের ধারণা আমিই শশীকে ধরিয়ে দিয়েছি। কাজেই তোমার তো ভয় পেলে চলবে না মনু। তোমার আদরের স্বদেশীরা আমাকে মারবে, তোমাকেও তার জন্য বাহবা দিতে হবে।

খুব বিঁধিয়ে কথা বলতে শিখেছো তো! এতদিনে এই বুঝলে!

www.MurchOna.com

হেমকান্ত ক্ষীণ হেসে বললেন, কী বুঝব তা জানি না। তবে ছোরা খাওয়ার পর আমার ভয় ডর কেটে গেছে। বেশ ঝরঝরে লাগছে মনটা। জীবন কি আবার শুরু করা যায় মনু?

কি জানি? তুমি তো আর বুড়ো হও নি। জীবন শুরু করতে বাধা কী? শুধু একটা কথা আমার রাখো। এখানে আর নয়।

তবে কোথায়?

কলকাতায় কনকের কাছে গিয়ে থাকো, না হয় তো অন্য কোথাও।

এস্টেটের কী অবস্থা হবে তাহলে?

সে কথাও আমি ভেবে রেখেছি। বিশাখার বিয়ে দিয়ে দাও। শচীন সব দেখাশোনা করবে।

শচীন? সে কি বিশাখাকে বিয়ে করবে আর?

বিয়ের পিঁড়িতে ওঠার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে।

বলো কি? বলে হেমকান্ত একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু এখন তো আর তা হয় না।

কেন হবে না?

শচীন বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে আমার বংশের মর্যাদা নষ্ট করতে বসেছিল।

হীরের আঙটির আবার বাঁকা আর সোজা।

যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না মনু।

শোনো। শচীন তেমন ছেলে নয় যে অন্যের ঘরের বউকে ফুসলে নিয়ে যাবে। তোমার বউমার ব্যাপারে আমি তো তার দোষ দেখি না। বউমা নিজে এত ঢলাঢলি করেছিল যে বেচারার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। খুব অনুতপ্ত, লজ্জায় মুখ দেখাতে চায় না। তাছাড়া দেখলে তো, এই ঘটনার পর কেমন ছোটাছুটি করল। তিন রাত্রি ঘুমোয়নি।

সবই বুঝলাম মনু, তবু মনটা সায় দেয় না।

যদি বিশাখা রাজি থাকে?

বিশাখা রাজি হবে? কী বলছো! সে তো বরাবর অরাজি।

সব ঘটনা তুমি জানো না। জেনে কাজও নেই। তবে আমি জানি। বিশাখার এখন অমত তো নেই-ই, বরং আগ্রহই আছে।

হেমকান্ত চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি।

বেশী ভেবো না গো। তোমাকে আর বেশীদিন এখানে থাকতে দিতে আমার ভয় করে।

সে তো বুঝলাম মনু। কিন্তু কলকাতাতেই বা আমার কিসের স্বস্তি? সেখানে কনকের সংসার, আমার সেখানে ভাল লাগবে না। বাপ পিতামহর এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে কি ভাল লাগার কথা?

সে বললে তো হবে না। আগে প্রাণটা বাঁচুক।

আমি চলে গেলে তোমার কী হবে মনু?

আমার আবার কী হবে?

পারবে থাকতে আমাকে ছেড়ে?

রঙ্গময়ী স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। দুটো চোখ ফের টসটসে হয়ে ওঠে জলে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তোমার ভালর জন্য সব পারি।

হেমকান্ত চোখ বুজলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ধীর স্বরে বললেন, আজই সব ব্যাপারে মতামত চেও না। আমাকে ভাবতে দাও।

রঙ্গময়ী তাঁর কপালে একবার হাত রাখল। বলল, ঘুমোও। পরে আসব।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত বললেন, ঘুম কি আসে ? এক কাজ করো, কৃষ্ণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দিই। বলে রঙ্গময়ী চলে গেল।

হেমকান্ত চোখ বুজে শরীরের গভীর অবসাদ টের পাচ্ছিলেন। মৃত্যু স্পর্শ করে গেল তাঁকে। কত কাছ দিয়ে গেল। পলকের জন্য অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়ে গেল তার মুখ। তবু রহস্যময় মৃত্যুর সবটুকু দেখা হল না। কিছু বাকি রয়ে গেল। আবার অপেক্ষা। সে অপেক্ষা কি খুব দীর্ঘ হবে ?

শরীর ! শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই। এই বাহ্য রূপ, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা কামাতুর দেহ নিয়ে তাঁর কত না দুশ্চিন্তা ছিল। ছিল মৃত্যু ভয়। আজও আছে হয় তো। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণিক নৈকট্য তাঁকে অনেক জড়তামুক্ত করেছে। মনে হচ্ছে, সাহসের সঙ্গেই একদিন এই দেহ ছাড়তে পারবেন, যখন সময় হবে।

আসব বাবা ?

হেমকান্ত চোখ খুলে হাসলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো।

তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রটি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। দীর্ঘ গড়ন আর দেবদূতের মতো পবিত্র মুখশ্রী। দেখলেই তাঁর মন ভরে যায়। জায়া শব্দের অর্থ যার ভিতর দিয়ে পুরুষ আবার জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীর ভিতর দিয়ে হেমকান্ত তাঁর পুত্র কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই কনিষ্ঠ পুত্রটির দিকে তাকিয়ে তাঁর আজ মনে হল, এই দেবশিশুর মধ্যেই তাঁর জন্মগ্রহণ বুঝি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে।

বিছানায় তাঁর পাশে এসে বসল কৃষ্ণকান্ত। মুখখানা শুকনো। চোখদুটো করুণ।

আপনি কেমন আছেন বাবা এখন ?

তোমরা ভাল থাকলেই আমি ভাল। এখন আর নিজের একার ভাল থাকাটাকে বেশী মূল্য দিই না। তোমাদের সবাইকে নিয়ে তো আমি '

কথাটা নতুন। ঠিক এরকম কথা হেমকান্তর মুখে কখনো শোনেনি কৃষ্ণকান্ত। সে স্থির করল, কথাটা তার খাতায় টুকে রাখবে। আজকাল সে একটা উদ্ধৃতি লিখে রাখার খাতা করেছে। বাবার কথাটা তার বড় ভাল লাগল।

কৃষ্ণকান্ত বলল, আমি ইস্কুলের সেই ছেলেটাকে ধরেছিলাম।

কোন ছেলেটাকে ?

ক্লাস নাইনের চুনীলাল।

সে আবার কি করেছে ?

আপনাকে যেদিন স্ট্যাব করা হয় তার কয়েকদিন আগে চুনী আমাকে বলেছিল, স্বদেশীরা নাকি আপনাকে মারতে চায়।

বলেছিল ? হেমকান্ত গম্ভীর হয়ে একটু ভাবলেন। সন্দেহটা ছিলই, এখন সাক্ষ্যেরও সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে যাই হোক, আমাদের ও নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ছেলেটা কী বলল ?

প্রথমে কিছু বলতে চায়নি। আমি একটু ভয় দেখাতেই বলল, সে শুনেছে ননীলালবাবুর কাছে।

কোন ননীলাল ? মেছোবাজারে যার তামাকের দোকান ?

হ্যাঁ।

হেমকান্ত আবার চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, এসব কথা যেন পাঁচ কান না হয় বাবা। স্বদেশীদের মধ্যেও অনেক বাজে লোক আছে। অস্তিত্ব বিপন্ন হলে তারা মরীয়া হয়ে যা খুশি করতে পারে।

কৃষ্ণকান্ত তার বাবার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল। মাথা নেড়ে বলল, আমি কাউকে

www.MurchOna.com

বলিনি। তবে—

তবে কী বাবা ?

স্বদেশীদের বোঝা উচিত যে কাজটা অন্যায় হয়েছে।

কিশোর ছেলের মুখে কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলেন হেমকান্ত। যেন একজন বড় মানুষ কথা বলছে। তিনি একটু হেসে বললেন, তাদের বোঝাবে কে বলো ? কেবল আবেগ নিয়ে যারা চলে তারা সব সময় যুক্তির ধার ধারে না। সত্যকেও অনেক সময় সত্য বলে স্বীকার করতে চায় না। তাদের বোঝাতে গেলেই বরং হিতে বিপরীত হবে। তার দরকার নেই।

কেন দরকার নেই বাবা ?

যা করার পুলিশ করবে। এটা তাদেরই কাজ।

পুলিশ কিছু করবে না।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, এ কথা কে বলল তোমাকে ?

শুনেছি। দারোগা রামকান্ত রায়ের আপনার ওপর খুব রাগ।

তাই নাকি ? কেন বলো তো !

আপনার কাছে নাকি উনি একটা স্টেটমেন্ট চেয়েছিলেন, আপনি তা দেননি।

আমার স্টেটমেন্ট দেওয়ার কথা নয়। লিখিত পড়িত কিছু দেওয়া বিপজ্জনক বলেই আমি দিইনি। শচীনও বারণ করেছিল।

সেই জন্যই রাগ। আপনাকে স্ট্যাব করে যারা পালিয়েছে তাদের ধরার জন্য পুলিশ কিছুই করেনি।

হেমকান্ত উদাস গলায় বললেন, তাদের ধরেই বা কি হবে বলো তো হয় জেল-এ আটকে রাখবে নয়তো ফাঁসি দেবে। তাতে আরো রাগ বাড়বে ওদের।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থমথমে মুখে চেয়ে থাকে। দাঁতে দাঁত দৃঢ়বদ্ধ। চোখে রাগ, জল।

হেমকান্ত সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, আমার জন্য ভেবো না। মানুষের জীবনের একটা সীমারেখা আছে। সেটা পেরোনো যায় না। কিন্তু তা বলে সে শেষও হয় না। পুত্র কন্যাদের মধ্যে বেঁচে থাকে।

কৃষ্ণকান্ত তার বাবার দিকে তাকায়। মাথা নেড়ে বলে, না বাবা, না।

না কেন কৃষ্ণ ? আমার তো মনে হয় জীবনের সব কাজ আমার ফুরিয়েছে। আমার আর কিছু করার নেই। এই তো বিদায় হওয়ার সঠিক সময়।

কৃষ্ণকান্তর চোখ বেয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ে।

হেমকান্তও কাঁদলেন। বহু দিন পর বুক-ভাঙা এক শোক অনুভব করছেন আজ। আশ্চর্য, সেই শোক নিজেরই জন্য। ছেলের পিঠে হাত রেখে অবরুদ্ধ গলায় অস্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, আমার তো মনে হয়, তোমার মতো উজ্জ্বল একটি ছেলের বাবা হওয়াই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এখন তুমি যদি বেঁচে থাকো, মানুষের মতো মানুষ হও, তবে আর চিন্তা কী ?

আপনি ওকথা বলছেন কেন বাবা ? আপনার শরীর খারাপ নয় তো ?

না। আমি তো ভালই আছি। ভাবছিলাম, যদি আবার কেউ আমাকে মারে ? আমি রাজনীতি জানি না, বুঝি না। তা নিয়ে আমার চিন্তাও নেই। আমি শুধু বুঝি, স্বদেশীর রূপ ধরে যে মারতে আসবে সে আমার নিয়তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মনুপিসি তো বলছে, আপনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে।

বাপের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবো বাবা ? কলকাতাই কি আর বাঁচিয়ে রাখবে ? সেখানেও মরণ আছে। তাছাড়া সেখানে কনক সংসার পেতে বসেছে। আমি গেলে ওদের অসুবিধে হবে।

কৃষ্ণকান্ত কী বলবে ? চুপ করে রইল।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত চোখ বুজে ধীর স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, এই নদী, গাছপালা, বাগান, এই নরম মাটির গন্ধ, কত স্মৃতি এসব ছেড়ে কোথায় যাবো ? মানুষের বাড়ি কিরকম জানো ? সে শুধু ইঁট কাঠ পাথর তো নয়। বংশানুক্রমে একটি পরিবারের বসবাসের ফলে সেখানে একটা প্রাণ জেগে ওঠে। তুমি কি তা টের পাও ?

কৃষ্ণকান্ত কান্না গিলে বাবার দিকে বিস্ময়ভরে চেয়ে ছিল। এরকম তারও মনে হয়। তবে শুধু ঐ বাড়ি নয়, তার চারপাশে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যেই একটা জীবনের আভাস পায় সে। কাকার যে ঘরখানায় সে থাকে তার বাতাসে আজও সে কাকার শ্বাসের শব্দ পায়। তার তো প্রায়ই মনে হয়েছে, তার মা দেহহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে তাকে রোজ দেখে, যখন সে ঘোড়ায় চড়ে বা সাইকেল চালায়। মৃতেরা যে সবাই বেঁচে আছে এটা শুধু সে বিশ্বাসই করে না, সে জানে।

সে বলল, করি বাবা।

হেমকান্ত স্বপ্নাতুর চোখে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তার মধ্যে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন জেগে ওঠে। ছেলেকে নিয়ে সকলেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এ তা নয়। নিজের এই ছেলেটির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে বলে তিনি টের পান।

ক্লান্ত হেমকান্ত চোখ বুজলেন।

আপনি ঘুমোন আমি যাই।

রোসো। একটু বসে থাকো আমার কাছে। তোমার বড়দা মেজদা সব কোথায় ?

ওঁরা বেরিয়ে গেছেন। বউদি আর দিদিরা সব নিচের বৈঠকখানায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন।

ওরা খুব নিশ্চিন্ত, না ? ভাল। খুব ভাল।

আপনার শরীর ভাল নয় বলে ডাক্তার এ ঘরে ভীড় করতে বারণ করেছেন।

হ্যাঁ। শরীরটা ভাল নয় ঠিকই। বড় ক্লান্ত। তবে কেউ কেউ কাছে থাকলে ভাল লাগে, এই যে তুমি বসে আছো কাছে, তাতে আমার খুব ভাল লাগছে।

তার প্রতি হেমকান্তর বিশেষ দুর্বলতার কথা কৃষ্ণকান্ত জানে। তাই সে লজ্জায় মুখ টিপে একটু হাসল। হেমকান্ত তার একখানা হাত ধরে থেকে চোখ বুজে রইলেন।

দুটি রক্তস্রোত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

রামকান্ত রায় এলেন বিকেলে, তাঁর চেহারায় একটা দৃপ্ত স্পর্ধিত ভাব দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া থেকে নেমে গটগট করে ওপরে উঠে এলেন। কারো অনুমতি নেওয়ার তেমন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

হেমকান্তকে ছানা খাওয়ানো হয়েছে একটু আগে। উঁচু তাকিয়ায় আধশোয়া হয়ে বড় আর মেজো ছেলের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলছিলেন। রামকান্ত রায় ঘরে ঢোকায় কনককান্তি বিরক্ত হল। বলল, কী চাইছেন আবার ? এজাহার তো অনেক নেওয়া হয়েছে !

রামকান্ত রায় একটু মাথা উঁচু করে বললেন, আরো নিতে হবে। আপনারা যদি একটু ঘরের বাইরে যান তাহলে ভাল হয়।

কনক উঠে দাঁড়িয়ে একটু উষ্মার সঙ্গে বলে, স্ট্যাবিং-এর পর দশ এগারো দিন কেটে গেছে, এখনো আপনারা কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারেন নি। কিন্তু একজন সিরিয়াস উণ্ডেড লোককে খামোকা বকবক করিয়ে মারছেন। এটা কেমন কথা ?

রামকান্ত রায় তাঁর আলিসান দেহটি নিয়ে স্তম্ভের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। জবাব দিলেন না। স্থির দৃষ্টি হেমকান্তর মুখে নিবদ্ধ।

হেমকান্ত ছেলেদের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন, তোমরা যাও। কথা বলতে হ'লে বলব।

www.MurchOna.com

চিন্তার কিছু নেই।

ছেলেরা চলে গেল।

হেমকান্ত বললেন, বসুন। কী খবর ?

খবর একটা আছে। লোকটা ধরা পড়েছে।

হেমকান্ত চমকে উঠে বললেন, কে ?

বলব। আপনিই তাকে আইডেনটিফাই করবেন।

হেমকান্ত চিন্তিত মুখে বললেন, সনাক্ত করব ? কিন্তু আমি যে তাকে ভাল করে দেখিনি। অন্ধকার ছিল। আপনি তো জানেন।

সবই জানি। কিন্তু তবু কিছু লক্ষণ ঠিকই মেলাতে পারবেন। ধরুন হাইট, গলার স্বর, হাতের গড়ন এইসব কিছু না কিছু।

যা মনে পড়েছে সবই বলেছি।

এইবার লোকটাকে চোখে দেখুন। হয়তো আরো কিছু মনে পড়বে।

কবে যেতে হবে ?

আপনি এখন কেমন আছেন ? থানায় যেতে পারবেন ?

আজ পারব না।

আজ নয় যেদিন পারবেন সেদিন গেলেই হবে। তবে দেরী করা চলবে না।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটা ধরা পড়ুক তা তিনি চাননি।

আচমকা রামকান্ত রায় বললেন, হেমকান্তবাবু একটা কথা বলব ?

বলুন।

আমার প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি লোকটাকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু বলতে চাইছেন না।

॥ ৭৬ ॥

ধ্রুব রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে তার আঁকিবুকিওলা মুখে সেই নব যুবতীকে দেখবার চেষ্টা করছিল, যাকে দেখে মজে গিয়েছিল তার দাদু। সারা জীবন যথার্থ সংযম ও ঘটনাশূন্য কাটিয়ে বুড়ো বয়সে তিনি ওঁর প্রেমে মগ্ন হন। ধ্রুব প্রেম ব্যাপারটা আজও জানে না। সে কি খুব একটা ভসভসে আবেগ ? এককেন্দ্রিক কাম ? না ব্যাখ্যার অতীত আর কিছু ? যে বয়সে তার দাদু প্রেমে পড়েছিলেন সেটা এ আমলের পক্ষে খুব বেশী বয়স নয়। প্রেমে পড়া চলে তো বটেই, হচ্ছেও আকছার। কিন্তু সেই আমলের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। হেমকান্তের মতো সংযত পুরুষের তো আরো নয়।

রঙ্গময়ীর মুখচোখে বেশ একটু সত্যিকারের খুশি ছড়িয়ে আছে। ধ্রুবর ছেলে হওয়া যেন তাঁরও কিছু হওয়া। বুড়ো বয়সের এক ধরনের স্থায়ী ধরা গলায় রঙ্গময়ী বললেন, দেখছিস কি অমন হাঁ করে ? রূপ নাকি ?

ধ্রুব একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, সত্যিই তাই ঠাকুমা। আমি তোমার রূপ দেখছিলাম।

ও বাবা, আমি কিন্তু বয়সকালেও সুন্দরী ছিলাম না। তোর ঠাকুমার কাছে দাঁড় করালে তো বাঁদরী বলে মনে হত। আর তোর বউটাও ভারী ভাল দেখতে। তা তোদের এত রূপের বংশ, তুই আমার বুড়ো মুখের রূপ দেখছিস কি রে ?

আমি দেখি বা না দেখি, একজন তো দেখেছিল ! আমি তার চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি।

সে আবার কে ?

www.MurchOna.com

সে দাদু। বলো তো তুমি যদি সুন্দরীই না হবে তবে তোমাকে দেখে দাদু মজেছিল কেন ?

রঙ্গময়ী তেমন প্রাণ খুলে হাসলেন না। কেমন একটু ম্লান দেখাল তাঁকে। ধরা গলায় বললেন, এই বুঝলি দাদু ?

কী বুঝবো ?

মজতে কি চেহারা লাগে রে ! তাহলে তুই কেন মজলি না আমার অমন নাতবউ পেয়ে ?

আমার কথা বাদ দাও।

কেন তোর কথা বাদ থাকবে কেন ? তুই কি সৃষ্টিছাড়া কিছু ? সেই দাদুরই নাতি, সেই বাপেরই ছেলে। তোর কথা বাদ থাকবে কেন ? তা তোর দাদুর কথাই ধর না, অমন বউ পেয়েছিল তবু কেমন যেন গা করত না। ঢলাঢলি ছিল না। তখন তো আর আমি প্রতিবন্ধক ছিলাম না, অন্য কোনো মেয়েও এসে মন টলায়নি। তবু ওরকম হয়েছিল কেন তার ?

সে সব শুনবো বলেই তো এসে বসলাম তোমার কাছে। বলো।

মজবার কোনো আইন নেই, নিয়ম নেই।

ধ্রুব মাথা নাড়ল। তারপর মুখ টিপে একটু হেসে বলল, এ কথাটা আমি মানি না। বুঝলে। সব কিছুরই একটা আইন আছে। থাকতেই হবে।

রঙ্গময়ী একটু হেসে বললেন, শোন পাগলা। মজবার একটা আইন বা নিয়ম আছে ঠিকই। কিন্তু সে সব জেনে কী করবি ? তোদের বংশের পুরুষেরা কোনোকালে কাউকে দেখে মজেনি।

এই যে আমার দাদু মজেছিল, তোমার রূপে !

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলেন, সে ধাতই তোদের নয়। সারা জীবন আমি তার তাঁবেদারি করেছি, সেবা দিয়েছি। কিন্তু ভবি কি ভোলে রে পাগল ! সে পাথর শেষ অবধি গলেনি।

কী যে বলো !

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বাইরে থেকে অনেক রকম শোনা যায়। লোকে রটাতেও ভালবাসে। কিন্তু যে জানে সেই শুধু জানে। যখন শুনলাম তোর সঙ্গে নাতবউয়ের মিল হয় না তখন মনে মনে হেসেছিলাম। তারই নাতি তো। হবে কি করে ? ওই যে কৃষ্ণ, পরের জন্য প্রাণটা দিতে পারে, বুকে কত সাহস, কত তেজ, তবু নিজের বউয়ের চোখের জল কোনোদিন ঘোচাতে পারেনি। তিন পুরুষ ধরে তোদের চিনি রে নিমকহারাম। রক্তে রক্তে চিনি। তোর দাদু দায়ে পড়ে আমাকে মেনে নিয়েছিল মাত্র।

ধ্রুব খুব শান্ত ভাবে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছিল সে। বংশের ধারা ? বংশের ধারাই কি সে বহন করে চলেছে ? এরকম তো কথা ছিল না। সে তো ধারাটা উল্টো বওয়াতে চেয়েছিল !

ঠাণ্ডা গলাতেই ধ্রুব বলে, তুমি কি বলতে চাও হেমকান্ত চৌধুরী তোমাকে কোনোদিন ভালবাসেনি ?

রঙ্গময়ী হেসে বললেন, আজ যে তোর মুখে ও ছাড়া আর কথা নেই ! কী হল বল তো ভাই ?

বলো না ! আমার জানা দরকার।

জানা দরকার কেন ?

কারণ আছে।

রঙ্গময়ী হাত উল্টে বলেন, তার ছিল ওই একরকম স্বভাব। বাইরে থেকে দেখলে ঠাণ্ডা, শান্তশিষ্ট, একটু আত্মভোলা। কিন্তু ভিতরটা ছিল শুকনো খটখটে। ভালবাসতে চাইত না যে তা নয়। পারত না। যেমন কৃষ্ণ পারেনি। তুই পারিস না।

তোমার কৃষ্ণ আমার মাকে ভালবাসত না কেন জানো ?

জানব না কেন ? খুব জানি। তুইও তো সেই দুঃখে বাপকে দেখতে পারিস না। মা গায়ে আগুন

www.MurchOna.com

দিয়ে মরল, সে তো দুঃখের কথা ঠিকই। কিন্তু কৃষ্ণকে দুষে লাভ কি রে ভাই ? দোষ ওর স্বভাবের নয়, বংশের। তুই যে এত ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াস বলে শুনি, কেন জানিস ? নাতবউকে ভালবাসতে পারিসনি বলে। যদি পারতিস তবে ঘরে এতদিন স্থিতু হয়ে যেতি।

ধ্রুব কৃত্রিম শংকার গলায় বলে, তাহলে কি হবে ঠাকুমা ?

কি আর হবে ! কতগুলো কপাল পুড়বে, যেমন আমার পুড়েছে।

কিন্তু শেষ অবধি তো তোমরা মিলেছিলে ঠাকুমা !

রঙ্গময়ী হাত তুলে বলেন, ও কথা থাক। বলিস না। বড় ফুর্তির জোয়ার লেগেছিল বলে ভাবিস নাকি ? বউকে ভাল না বাসলে কী হয়, সে ছিল ছেলে-পাগলা। তাও সব ছেলে নয়। ওই কৃষ্ণ। তা কৃষ্ণ ছেলের মতো ছেলে ছিল বটে। যেমন চেহারা, তেমনি সাহস, তেমনি তেজ। আবার বড় সৎ, দয়ালু। ছেলে ছাড়া সে আর কিছু বুঝত না। ঠিক সেই ধাত আবার পেল কৃষ্ণ। বউ বড় কথা নয়, ছেলেই সব। তাও সব ছেলে সমান নয়। তাদের মধ্যে বিশেষ একজন।

সেই ছেলে কে ঠাকুমা ?

আহা জানিস না যেন।

কে বলো।

কেন, তুই !

আমি ! তোমার কৃষ্ণ আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না তা জানো ?

জানি, খুব জানি। তোকে গালাগাল না দিয়ে নাকি জলস্পর্শ করে না।

তাহলে ?

তাহলেও কিন্তু আছে রে ভাই। সে তুই বুঝবি না, বুঝতে চাসও না। এযুগের ছেলেরা বাপের ভালবাসার তোয়াক্কা করছে থোড়াই। ওসব সেকেলে মায়া ভালবাসা তারা পছন্দও করে না। স্বার্থপরতার যুগ না এটা !

আমি কি স্বার্থপর ?

নোস ? ওরকম বাপকে তিলে তিলে দগ্ধে মারছিস, তোর মতো স্বার্থপর আছে ?

কৃষ্ণকান্ত শেষ হচ্ছে তার নিজের কর্মফলে ঠাকুমা।

তার কর্মফল তুই বিচার করবি কেন ? তুই কি তার জন্ম দিয়েছিস ? বিচার করতে হলে করবে আদালত, করবে দেশ, করবে ভগবান। তোর অত মাথাব্যথা কেন ?

ঠাকুমা, রেগে যাচ্ছো।

রঙ্গময়ী একটু হাসলেন। বললেন, রাগ হয় রে। কৃষ্ণকে এইটুকু বেলা থেকে দেখেছি। একখানা আস্ত দেবশিশু। এতটুকু পাপ কোথাও ছোঁয়নি। কলিযুগের মানুষ বলে মনে হত না। সেই কৃষ্ণ পলিটিকস করতে গিয়ে কত কাদা মাখল। মন্ত্রী হয়েছিল বলে কত লোকের চোখ টাটিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণর মতো অত প্রাণ দিয়ে ভালবাসুক তো কেউ দেশকে ! সেই ছেলেটা যখন এই বুড়ো বয়সে আমার কাছে এসে হাউহাউ করে কাঁদে তখন তোদের ওপর আমার রাগ হলে কি দোষ ? তোরা কে তাকে কতদিন একটু সুখ একটু শান্তি দিয়েছিস ?

কাঁদে ? ধ্রুব ভীষণ অবাক হয়ে বলে।

কাঁদবে না কেন ? পাথর তো নয় ? তবে সব চোখের জল জমা করে রেখে দেয়। আর কারো কাছে কাঁদে না। আমার কাছে এসে কাঁদে।

রঙ্গময়ীর চোখে একটু জল এল। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বললেন, আর কার কাছেই বা যাবে ! কৃষ্ণর তো যাওয়ার জায়গা নেই।

এসব কথা শুনে যে ধ্রুবর বাপের ওপর স্নেহ উথলে উঠল মোটেই তা নয়। তবে সে কোনো কথাও বলল না। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ "আসি" বলে উঠে চলে এল।

www.MurchOna.com

সন্ধের অনেক পর সে ধারার ফ্ল্যাটে পৌঁছোলো।

ধারা কিছু করছিল না আজ। রেকর্ড চেনজারে একগাদা রেকর্ড চাপিয়ে বসে নিজের চুল এলোমেলো করছিল শুধু। ঠিক করেছিল আজ রান্নার ঝামেলা করবে না। শুধু ডিম ভেজে খেয়ে শুয়ে থাকবে।

এমন সময় ধ্রুব এল।

ধারা ভারী উদ্বেগের মুখ নিয়ে তাকিয়ে ধ্রুবর মুখে কী খুঁজল। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার বউ কেমন আছে?

ভাল।

বাচ্চা?

ভাল।

বাব্বাঃ, বাঁচলাম। কাল থেকে যা ভাবছিলাম।

ধ্রুব আচমকাই ধারার দু কাঁধ শক্ত হাতে চেপে ধরে বলল, কী ভাবছিলে?

রেমি বাঁচবে কি না! ও বাবা, তুমি অমন খুনীর মতো তাকাচ্ছো কেন?

ধ্রুব হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে কী যেন একটা কিছু ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। তারপর বলে, কিছু খাওয়াবে? আই অ্যাম হাংরি।

কী খাবে?

লাইট কিছু নেই?

থাকবে না কেন! সব আছে। কিন্তু তুমি কী খেতে চাও বলবে তো। ডিম ভেজে দিই।

ধ্রুব বিরক্ত স্বরে বলে, হোপলেস। যেখানেই যাবো একটা করে ডিম ভাজার অফার। ওই বোগাস পোলট্রির ডিমগুলো তোমরা খাও কি করে বলো তো! আর কী অফার করতে পারো?

ধারা লজ্জিত ভাবে হেসে বলে, পাঁউরুটি আছে। মাখন দিয়ে দেবো?

দূর!

তাহলে? চীজ খাবে একটু?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, না। বরং একটু চা করো।

শুধু চা?

ওতেই হবে। আর বি কুইক।

ধারা চলে গেলে ধ্রুব মুখে একটা ভ্রূকুটি মেখে বসে থাকে। মাঝে মাঝে কপালে হাত বোলায়। মাথাটা ধরে আছে। খুব ধরে আছে। অনেকদিন সে কলকাতার বাইরে যায় না। বড্ড রুদ্ধ লাগছে এখানকার বাতাস। কিন্তু সারা ভারতবর্ষেই সে একটা পুরোনো বদ্ধ বাতাসের গন্ধ পায়। দেশ কি তার জানালা দরজা এঁটে বন্ধ করে রেখেছে! কিছু বইছে না তো! ধ্রুব উঠল। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ধারা, আমার জন্য ভাত রাঁধবে?

ভাত! ওমা, খেলে করে দেবো।

ভাত খাওয়ার পর যদি আমি শুতে চাই।

ধারা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলে, শোবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে আবার ফিরে আসে বৈঠকখানায়। একটা কিছু করার জন্য তার হাত পা নিসপিস করছে। একটা কিছু ভাঙতে হবে। দান উল্টে দিতে হবে। ওলটপালট। ওলটপালট।

ধারার ঘরে একটা ছোট্টো বেতের চেয়ারে পা মুড়ে বসা তার অভ্যাস। আজও সেইভাবে বসে ধ্রুব জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। কিছু দেখছে না। বাইরে কিছু আলো, কিছু অন্ধকার। দেখবার মতো দৃশ্য কিছু নেই। চেয়ে থেকে সে অন্য কথা ভাবছিল। ভাবছিল এসবের কোনো মানেই হয় না। এই যে এত সব বাড়ি-ঘর, সোফাসেট, গাড়ি-ঘোড়া, নর-নারী।

www.MurchOna.com

ধারা চা নিয়ে ঘরে এসে বলে, তোমার ভাত রাঁধছি কিন্তু।
রাঁধো। কিন্তু প্লীজ জিজ্ঞেস কোরো না সঙ্গে আর কি রাঁধবো।
করব না। সারপ্রাইজ থাক।
শুধু বলে রাখি আমি শুঁটকি মাছ, ডাঁটা আর শাক চচ্চড়ি খাই না।
নেইও।
বাঁচা গেল।
চায়ে চুমুক দিয়ে একটু চোখ বুজে থাকে ধ্রুব।
উল্টো দিকের চেয়ারে বসে চায়ের কাপের কিনারার ওপর দিয়ে নিবিড় চোখে ধারা দেখছিল ধ্রুবকে। সে বুঝতে পারছে না, ও আজ কী চাইছে। থাকবে! সত্যিই থাকবে? যদি থাকেও তাহলেও প্রেমিকের মতো যে আচরণ করবে না তা ধারা জানে। ওর মুখে একটা অত্যন্ত উচাটন ভাব। শরীরে অস্থিরতা।

তোমার কী হয়েছে বলো তো!

ধ্রুব চায়ে আর একবার চুমুক দিয়ে বলে, মনটা ভাল নেই।

কেন ভাল নেই! আবার সেই হিউম্যান রিলেশন নিয়ে ভাবছো নাকি?

ধ্রুব ঠাট্টা বুঝে হাসল। তারপর বলল, ভাবলে কি দোষ?

যার খাওয়া পরার চিন্তা নেই, হৃদয়ঘটিত প্রবলেম নেই, একমাত্র সে-ই ওইসব ফিলজফিক্যাল ব্যাপার নিয়ে ভাবতে পারে।

ধ্রুব তীক্ষ্ণ চোখে ধারার দিকে চেয়ে বলল, হিউম্যান রিলেশনটাই যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম সেটা অন্তত তোমার বোঝা উচিত। মানুষ এখন সবচেয়ে বেশী কথা বলে। অথচ যত দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে এত কথা বলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে কিছুতেই যেন কমিউনিকেট করতে পারছি না। একটা শূন্য বলয় গড়ে উঠছে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, বাপের সঙ্গে ছেলের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, এমন কি প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার, টের পাও না?

ওসব তোমার মনগড়া ব্যাপার। মোটেই এরকম হচ্ছে না।

ভাল করে অবজার্ভ কোরো, টের পাবে। আসল প্রবলেম হল মানুষের আজ আর কমিউনিকেট করার কিছুই নেই। সে হৃদয়ের চর্চা ছেড়ে দিয়েছে, আদর্শবাদ বলে কিছুই অধিকাংশ মানুষের নেই, অভ্যন্তরে ভালবাসার পুকুর শুকিয়ে গেছে, আবেগ ফুরিয়েছে, আন্তরিকতাও সে অনুভব করে না। কাজেই সে কমিউনিকেট করবেই বা কী?

বাঃ, আজ যে একদম উল্টো কথা বলছো!

বলছি নাকি?

বলছো না? তুমিই তো ওসব হৃদয়চর্চার সব চেয়ে বড় শত্রু ছিলে। লিভিং টুগেদার, প্রেমহীন সহবাস, কনট্রাক্ট ম্যারেজ এসব কত কী বুঝিয়েছো আমাকে।

ধ্রুব একটু লজ্জিত হয়ে বলে, ও ব্যাপারগুলো অবান্তর ঠিকই, কিন্তু ওগুলোই আসলে আঠা। একটু আঠা বা চিট না থাকলে মানুষে মানুষে ঠিক মোয়াটা বাঁধে না, বুঝলে!

বুঝলাম না। তবে দয়া করে এখনই বোঝাতে বসে যেও না।

কেন বলো তো!

এখন থাক। শক্ত কথা বেশী একদিনে বুঝবার চেষ্টা না করলেই ভাল।

মেয়েরা ভারী তত্ত্ব কথা অপছন্দ করে। তাই না ধারা?

তাই। এটুকু বুঝলে যে কত ঝামেলা কমে যায়।

ধ্রুব চা শেষ করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আসি। এনজয় উওরসেলফ।

ধারা অবাক হয়ে বলে, তার মানে? এই যে খাবে বললে! থাকবে!

www.MurchOna.com

বলেছি নাকি ? বাট আই হ্যাভ চেনজড মাই মাইণ্ড।

ধ্রুব ! প্লীজ !

না, আজ আমি এমন একজনকে চাই যে খুব নিবিষ্টভাবে আমার কথা শুনবে। বাধা দেবে না, বিরক্ত হবে না, তর্ক করবে না।

আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে। বোসো, আমি সব শুনব, বাধা দেবো না, তর্কও করব না।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, বাধা দেবে না বটে, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হবে। মেয়েরা এমনিতেই শ্যালো হয়। তুমি আরো অগভীর।

কী বললে ?

বললাম যে, অগভীর।

আমি !

কেন তোমার কি ধারণা ছিল তুমি খুব গভীর মানসিকতার মেয়ে ?

ধারা থমথমে মুখ করে চেয়ে রইল। কথা বলতে পারল না।

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে বলে, তোমার আঠা নেই ধারা। যার নেই সে এসব বুঝবে না।

ধারা মৃদু স্বরে বলল, একটা কথা বলবে ? তুমি সব সময়ে আমাকে অপমান করতে চাও কেন ? তুমি কি স্যাডিস্ট ?

কেন, স্যাডিস্ট কি তোমার অপছন্দ ? আমার তো মনে হয় তোমার দু-দুটো স্বামীর একজনও যদি স্যাডিস্ট হত তাহলে তোমাকে ডিভোর্স করতে হত না।

ধারা ঠাণ্ডা গলায় বলে, তাই নাকি ? কি করে বুঝলে ?

মেয়েরা অত্যাচারীদের পছন্দ করে, জানো না ? আমার বউ আমাকে কেন অত ভালবাসে বলো তো ! কেননা আমি ওর ওপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করি ! ও কোনো সময়ে আমাকে ভুলে যায় না। প্রাণপণ আমাকে জয় করার চেষ্টা করে। ক্ষতবিক্ষত হয়, কাঁদে, কপাল চাপড়ায়, তবু তপ্ত ইক্ষু চর্বণের মতো জ্বলে গাল, না যায় ত্যজন।

মেয়েদের সাইকোলজি খুব ভাল বুঝেছো তো —বাঃ !।

তোমার মতও কি তাই নয় ?

মেয়েরা অত্যাচারীদের ঘেন্না করে।

ধ্রুব একটু হেসে বলল, তাই নাকি ?

তোমার বউ যে তোমাকে ঘেন্না করে তা তুমি টের পাও না। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে একদিন কথা বলেই সেটা টের পেয়েছি।

রেগে যাচ্ছো ধারা ?

মোটেই নয়। আমি কখনো রাগি না।

রেগো না। রাগলে তোমার চেহারাটা পাল্টে যায়।

আমার চেহারা নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

চেহারা ছাড়া তোমার আর কী আছে ধারা ? বলতে বলতে ধ্রুব একটু এগিয়ে যায়। আলতো ভাবে ধারার দু গালে দুটো করতল চেপে ধরে। মুখখানা তুলে খুব নিবিষ্টভাবে চোখের দিকে তাকায়।

ধারার ভিতর ঠাণ্ডা রাগটা সেই স্পর্শে মরে গেল। রক্তে লাগল এসে উত্তাপ। ধ্রুবর চোখে চোখ রেখে বলল, কেন মাঝে মাঝে ওরকম হয়ে যাও তুমি ! কেন ওরকম অদ্ভুত লাগে তোমাকে !

আমি স্যাডিস্ট ধারা। তোমাকে এখন আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে।

করো না খুন। করো !

করব ?

www.MurchOna.com

ধারা হাসল, করো। তবু তোমার মুরোদ দেখে যাই। আর তো কিছু পারোনি। ভীতু কোথাকার।

কিন্তু খুনটা পারি ধারা। আমার শরীরে খুনীর রক্ত আছে।

তাই নাকি ?

আমার বাবা খুনী। অবশ্য স্বদেশী খুনী। বাট হি ইজ এ ডাউনরাইট মার্ডারার অলরাইট। আমাকে তোমার ভয় পাওয়া উচিত।

পাচ্ছি না।

ধ্রুবর হাত দুটো ধারার গলায় নেমে আসে। দশটা আঙুল বাঁকা হয়ে ধীরে ধীরে চেপে বসতে থাকে তার নরম গলায়।

॥ ৭৭ ॥

লোকটা কী বলছে তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না হেমকান্তর। কিন্তু ধীর স্থির মানুষ, বেশী কথা বলা বা তর্ক করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই তিনি খানিকক্ষণ সামান্য বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রামকান্তর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আমি তাকে চিনি ?

চেনারই কথা।

চিনতে পেরেও বলছি না ? এ কী করে সম্ভব ? যে আমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছে তাকে চিনতে পেরেও চুপ করে থাকব কেন ?

আমাদেরও সেইটেই প্রশ্ন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এমনও তো হতে পারে যে আততায়ী আপনার একজন প্রিয়পাত্রই হবে। সেক্ষেত্রে তার নাম বলতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক।

হেমকান্ত চুপচাপ দারোগা সাহেবের মুখের দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলেন। এরা তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। সরলকে জটিল করায় এদের জুড়ি নেই।

হেমকান্ত মৃদু একটু হেসে বললেন, রহস্য না রেখে যদি তার নামটা বলেন তাহলে আমার উৎকণ্ঠা অনেক কমে যায়।

রামকান্ত রায় হাসলেন। খুবই উচ্চাঙ্গের হাসি। তাতে প্রচুর অহংকার এবং প্রত্যয় মিশে আছে। বললেন, ব্যস্ত হবেন না। এখনই তার নামটা করতে পারছি না।

হেমকান্ত ধৈর্য হারালেন না। শরীরটা দুর্বল। আচমকা আততায়ী গ্রেফতারের খবরটায় এবং রামকান্ত রায়ের এইসব হেয়ালী শুনে উদ্বেগে শরীরটা আরো দুর্বল লাগছে। তিনি চোখ দুটো একটু বুজলেন।

রামকান্ত রায় বললেন, আপনাকে আমার দু একটি প্রশ্ন করার ছিল।

করুন।

স্বদেশী অর্থাৎ টেররিস্টদের প্রতি আপনার এই দুর্বলতা কেন ?

কে বলল আমি টেররিস্টদের প্রতি দুর্বল ?

আমরা সবই টের পাই হেমকান্তবাবু।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি তো কিছুই করিনি যাতে আপনার ওরকম মনে হতে পারে !

আপনি করেন নি ? আপনার বাড়িতে শশীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেকথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি।

www.MurchOna.com

কিন্তু আপনার ছোটো ছেলে কৃষ্ণকান্ত যে স্বদেশী হিসেবে তৈরি হচ্ছে সে খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

কৃষ্ণ ! বলে হেমকান্ত চমকে উঠে বলতে চেষ্টা করলেন। বুকটা বড় বেশী ধক ধক করতে লাগল। রক্তস্রোত কি ভীষণ জোরে বইছে ? হেমকান্ত স্খলিত কণ্ঠে বললেন, কী করেছে কৃষ্ণ ?

কী করেনি বলুন ? সে স্বদেশী করবে বলে ব্যায়াম করে, লাঠি খেলে, বন্দুক চালায়, ব্রহ্মচর্য করে। আমরা সব খবরই রাখি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলে, শরীরচর্চা বন্দুক চালানো এসব তো আমরাও করতাম।

কিন্তু কৃষ্ণকান্ত এসব অকারণে করছে না। তার বন্ধুদের কাছে আমরা জানতে পেরেছি সে খুব বেশী মাত্রায় স্বদেশী মনোভাবাপন্ন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, হতেই পারে না। আপনি ভুল জানেন।

আমাদের ইনফরমেশন কদাচিৎ ভুল হয়।

কৃষ্ণ আমার ছেলে, তার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি।

সবটা জানেন না। আপনি স্নেহান্ধ বাবা, সবটা কি করে জানবেন ? আর একটা কথাও না জানিয়ে পারছি না।

বলুন।

আপনাদের পুরুতঠাকুরের মেয়ে রঙ্গময়ী সম্পর্কেও আমাদের কাছে কিছু ইনফর্মেশন আছে।

হেমকান্ত ফের উত্তেজিত হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। মাথাটা একটু ঘুরে যায়। বলেন, সে আবার কী করল ?

ওঁর প্রতি আপনার সফটনেসের কথাও আমরা জানি। এক্ষেত্রেও আপনি আমাদের সঠিক তথ্য জানাবেন না বলেই ধরে নিচ্ছি। শুধু বলে দিচ্ছি, ওঁর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে আমাদের বাধ্য করবেন না।

হেমকান্ত খুব বিস্বাদ অনুভব করলেন মনটায়। তাঁর ও রঙ্গময়ীর সম্পর্ক নিয়ে পুলিশও কথা বলছে ! ভিতরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল তাঁর। দারোগা সাহেব বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ তাঁকে ছোটো ছেলের মতো ধমকাচ্ছেন। এবার একটু প্রতিবাদ করা উচিত।

হেমকান্ত মৃদু স্বরে বললেন, আপনি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন কি ?

ভয় দেখানো আমার কাজ নয়। আমার কাজ সতর্ক করা।

কিন্তু রঙ্গময়ী কী করেছে তা আপনি এখনো বলেন নি। ক্রমাগত হেঁয়ালিতে কথা বললে তো হবে না। আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে আমার ছেলে এবং রঙ্গময়ী সম্পর্কে আপনার অভিযোগ কী।

অভিযোগ এখনো করছি না। শুধু সন্দেহ প্রকাশ করছি। বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ব্যাপারে রঙ্গময়ীর ইনস্টিগেশন ছিল। আপনি ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। সেই ঘটনায় ফায়ারিং-এ দু জন মারা গেছে। যে কজন অ্যারেস্টেড হয় তাদের একজনের কাছ থেকে আমরা রঙ্গময়ীর সম্পর্কে ইনফর্মেশন পাই। অবশ্য সন্দেহ আমাদের আগে থেকেই ছিল। শশীকে উনি শেলটার দেওয়ার খুব চেষ্টা করেছিলেন।

হেমকান্ত হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিছুই জানি না। আর বিলিতি কাপড় পোড়ানো থেকে শুরু করে সব রকম আন্দোলন তো সারা দেশেই হচ্ছে। এর জন্য রঙ্গময়ীর প্ররোচনার দরকার কী ? আপনিই বা এসব অনুমান করতে যাচ্ছেন কেন ?

অনুমান নয়। আমরা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিছু বলি না।

রামকান্তবাবু, আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তা ভুলে গেছেন। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ বটে, কিন্তু কেউ আমাকে চোখ রাঙায় এটা আমি পছন্দ করি না।

www.MurchOna.com

রামকান্ত রায় একটু অবাক হলেন। লোকটিকে তিনি নিরীহ বলেই জানতেন। কিন্তু আজ হঠাৎ এর ভাবান্তর এবং কাঠিন্য দেখে তাঁকে থতমত খেতে হল। তবে তিনি সব পরিস্থিতিতেই মানিয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া তিনি জানেন, এসব জমিদারদের কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে, প্রভাব প্রতিপত্তিও তো কম নয়। একজন দারোগাকে বদলী বা বরখাস্ত করা খুব কঠিন নাও হতে পারে। হেমকান্ত দাপুটে বা প্রভাবশালী লোক নন বটে, কিন্তু তাঁর প্রভাবশালী শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই।

রামকান্ত রায় গলার স্বর নরম করে ফেললেন। বললেন, আপনার ভালর জন্যই বলছি। আপনি যে নির্বিরোধী মানুষ এ কথা কে না জানে ? তবু আপনার বাড়িতে কোনোরকম সিডিশাস অ্যাকশন হলে তো বিপদ আপনারই। আমি সরকারের চাকর মাত্র।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, শুধু সেটুকু হলে আমার বলার কিছু থাকত না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এই পরিবারের প্রতি একটু আক্রোশও আছে।

না না, কী যে বলেন !

হেমকান্ত একটু ক্ষীণ হেসে বললেন, প্রথম থেকেই আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমি স্বদেশীদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। ওরকম মনোভাব ভাল নয়। যখন আমাকে ছোরা মারা হল তখনো আপনি এটাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করছেন। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।

রামকান্ত রায় গম্ভীর এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, তাহলে চলি।

রামকান্ত রায় চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কনক এসে ঘরে ঢুকল। পিছনে জীমূতকান্তি।

কী হল বাবা ?

হেমকান্ত সহাস্যে বললেন, কিছু নয়। চিন্তা কোরো না।

কী বলতে এসেছিল ?

একটা খবর দিয়ে গেল। লোকটা নাকি ধরা পড়েছে !

পড়েছে ?

সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে লোকটা সুবিধের নয়।

কনককান্তি বলল, সুবিধের তো নয়ই। দারুণ বদনাম।

একটা অদ্ভুত কথা বলে গেল। যে আমাকে ছোরা মেরেছে তাকে নাকি আমি চিনি। কিন্তু বলছি না।।

এরকম অদ্ভুত কথার মানে কি ? লোকটা কে ?

তা তো কিছু বলল না। আবার কৃষ্ণ সম্পর্কেও নাকি ওদের সন্দেহ দেখা দিয়েছে ?

কৃষ্ণ ! কনক এবং জীমূত দুজনেই অবাক।

হেমকান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বললেন, সেইটেই ভাবনার কথা। কৃষ্ণ একটু লাঠি-টাঠি খেলে। বন্দুক চালানো শেখে। এসব দেখেই ওদের ধারণা হয়েছে যে কৃষ্ণ স্বদেশী করে। ওরা এখন ছায়া দেখলেই চমকায়।

কৃষ্ণ স্বদেশী করবে কি ? ও তো দুধের ছেলে ! জীমূতকান্তি অকপট বিস্ময়ে বলে।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, দুধের ছেলে বলে কথা নয়। দুধের ছেলেরা অনেকেই স্বদেশী করে। কংগ্রেসে কত ভলান্টিয়ার আছে ওর বয়সী। সেটা কথা নয়। কথা হল, কৃষ্ণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে আমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইছে।

তাহলে এখন কী করা ?

হেমকান্ত চিন্তিতভাবে বললেন, সেইটেই ভাবছি। রামকান্ত রায়কে আমিও একটু ভয় দেখিয়েছি। তাতে কাজও হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না লোক ও সহজে ছাড়বার পাত্র। কিছু লোক আছে যারা কাজ দেখাতে গিয়ে অনেক অনর্থ বাঁধায়। রামকান্ত সেই শ্রেণীর লোক।

www.MurchOna.com

গোডাউনে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ঘটনায় ফায়ারিং করার দরকার ছিল না। কাজেই কৃষ্ণ সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা হচ্ছে।

কনক বলল, তাহলে একটা কাজ করা যাক। কৃষ্ণকে এখান থেকে সরিয়ে নিলে কেমন হবে ?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও। কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। এ জায়গার প্রতিও ওর টান আছে। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

কনক ও জীমূত দুজনের মুখেই দুশ্চিন্তা। হেমকান্ত সেটা লক্ষ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুখে দুশ্চিন্তার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে তিনি তেমন একটা ভয় পাচ্ছেন না। নিজের ভিতরে এই পরিবর্তন দেখে তিনি নিজেও কম বিস্মিত নন। আততায়ীর ছোরা তাঁর কিছু উপকার করেছে।

রামকান্ত রায়ের আগমন এবং নির্গমন দুই-ই ছাদ থেকে নিরীক্ষণ করেছে কৃষ্ণকান্ত। তার চোখে জ্বালা। তার ভিতরে এক অন্ধ রাগ। লোকটা যে তাদের শত্রু এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শশিভূষণের ঘটনা থেকে লোকটার আক্রোশের শুরু। এ পর্যন্ত নানাভাবে হেমকান্তকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে লোকটা। অকারণেই।

কৃষ্ণকান্ত বুঝতে পারছে, তাদের শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ তারা তেমন কোনো অন্যায় করেনি। হেমকান্ত সব রকম ঘটনার ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন। অথচ তাঁকেই লোকে ছোরা মারে। পুলিশ এসে তাঁকে জ্বালাতন করে, শহরবাসী তাঁর নামে বদনাম রটায়।

কৃষ্ণকান্তর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা রঙ্গময়ী। ছাদ থেকে নেমে সে রঙ্গময়ীকে খুঁজতে গেল।

মন্দিরের চাতালে রঙ্গময়ী একা উদাস মুখে বসে আছে। তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, আয়। দারোগা এসেছিল, দেখেছো ?

দেখেছি। মস্ত ঘোড়া, নাল লাগানো বুট, কোমরে বেল্ট, চোখ রাক্ষসের মতো ধক ধক করছে। বলে রঙ্গময়ী বিষণ্ণমুখে হাসল।

কী চায় বলো তো। রোজ আসে কেন ?

কী জানি বাবা কেন আসে। সেই স্টাবিং নিয়েই বোধ হয় কথা।

কেউ ধরা পড়েছে ?

পড়েছে বোধহয়।

কি করে জানলে ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, জানব কি করে ? আন্দাজে বলা। তবে কানাঘুষো শুনছি কে যেন ধরা পড়েছে থানায়।

লোকটা কে জানো ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না।

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। যে ধরা পড়েছে সে কি সত্যিই স্বদেশী ? কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না তার। স্বদেশীদের সে মনে প্রাণে ভালবাসে।

রঙ্গময়ী খুব আলতো একটা হাত নরম করে তার পিঠে রেখে বলে, কী অত ভাবছিস ? পুলিশের কথা অত বিশ্বাস করতে নেই। যে ধরা পড়েছে তার সঙ্গে হয়তো ঘটনার কোনো সম্পর্কই পাওয়া যাবে না।

কৃষ্ণকান্ত বলল, রামকান্ত রায় বাবাকে দেখতে পারে না কেন বলো তো ?

ও ওইরকম। আমাকেও দেখতে পারে না। তোকেও না।

কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠে বলে, কি করে বুঝলে ?

www.MurchOna.com

আমার কাছে খবর আসে।

আমরা কি করেছি যে দেখতে পারে না ?

রঙ্গময়ী একটু হাসে। বলে, কত কি করেছি ! তোতে আমাতে মিলে ইংরেজ রাজত্বটার ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছি বোধহয়। তাই ওর অত মাথাব্যথা।

সত্যি বলছো পিসি ?

সত্যিই বলছি। আমার মনে হয় তোর এখন কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন থাকা দরকার।

কেন পুলিশ কি আমাকে ধরবে ?

না ধরলেও জ্বালাতন করবে। নজর রাখবে।

তাহলে তুমি কি করবে ?

আমার আর কি করার আছে ?

তোমাকেও তো জ্বালাতন করবে।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, করে করুক। আমি কোথাও যাবো না।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, তাহলে আমিও যাবো না।

রঙ্গময়ী এ কথাটার কোনো জবাব দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে। তার স্নেহময় হাতখানা ধীরে ধীরে কৃষ্ণকান্তর মাথায় গভীর চুলের মধ্যে বিলি কেটে দেয়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলে, দাদা বউদিরা সব এসেছে, তাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথাটথা বলিস তো ? নাকি মুখচোরার মতো পালিয়ে বেড়াস !

কৃষ্ণকান্ত একটু লাজুক হেসে বলে, ওরা সব কেমন যেন ! কেবল সংসারী কথাবার্তা বলে। আর কেবল এক কথা, কত বড় হয়েছিস ! কী সুন্দর হয়েছিস ! আমার ওসব ভাল লাগে না।

রঙ্গময়ী হাসে। বলে, সংসারী মানুষ সংসারের কথা বলবে না তো কী বলবে ? একটু মিশিস ওদের সঙ্গে, নইলে নিন্দে হবে। দুঃখ পাবে ওরা।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থাকে।

রঙ্গময়ী খুব নীচু স্বরে বলে, তোর ঘর থেকে একটা জিনিস আমি চুরি করেছি।

কৃষ্ণকান্ত একটু চমকে উঠে বলে, কি জিনিস ?

যেটা তুই তোর বাবার চেস্ট অফ ড্রয়ার্স থেকে চুরি করেছিলি।

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীর মুখের দিকে চেয়ে বলে, পিস্তল ?

রঙ্গময়ী একটু বিষণ্ণ হেসে বলে, বোকা কোথাকার ! ও দিয়ে তুই কী করবি বল তো !

কেন নিলে ? আমার যে ওটা দরকার।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বলে, না, ওটার তোমার কোনো দরকার নেই।

কেন নেই পিসি ?

এই বয়সে ওসব অস্ত্র কাছে রাখতে নেই। কখন পুলিশ বাড়ি সার্চ করে তারও ঠিক নেই।

কৃষ্ণকান্ত একটা শীতলতা অনুভব করে। পুলিস আসা বিচিত্র কিছু নয়। আসতেই পারে।

সে জিজ্ঞেস করে, কী করেছো ওটা নিয়ে ?

ঢুকিয়ে রেখেছি। ভয় নেই।

ওটার গুলি ছিল না।

জানি। আমি খুলে দেখে নিয়েছি।

তুমি পিস্তল খুলতে পারো ?

কেন পারব না ?

কে তোমাকে শেখাল ?

কেন তোর বাবা !

www.MurchOna.com

বাবা।

তোর বাবাকে আমি কি কম জ্বালিয়েছি ?

বাবা তো নিজেই বন্দুক পিস্তল ছুঁতো না!

কে বলল ছুঁতো না! পছন্দ করত না ঠিকই। কিন্তু বন্দুক চালাতে পারত ভালই। তিন ভাই-ই পারত। চোর ডাকাতের ভয় আছে না জমিদারদের। তাই শিখে রাখতে হত।

কী করে শেখালে ? তুমি বায়না ধরেছিলে ?

রঙ্গময়ীর চোখ চিকচিক করে উঠল সুখস্মৃতিতে। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি অন্য একটা বুদ্ধি খাটিয়েছিলাম। তোর বাবাকে কিছু বলিনি। ধরেছিলাম সুনয়নীকে।

মা! মাকে ধরলে কেন ?

ওই তো মজা। আমি বললে যদি অন্য কিছু মনে করে! তাই তোর মাকে ধরে পড়লাম। বললাম, তোমার কর্তাকে বলো আমাদের বন্দুক চালানো শেখাতে। তোর মা তো শুনে ভিরমি খায় আর কি! মেয়েমানুষ আবার কবে বন্দুক পিস্তল চালায়! কিছুতেই রাজি হয় না।

তারপর কী হল ?

আমিও ছাড়িনি। বলে বলে মাথাটা খারাপ করলাম। তারপর সুনয়নী তোর বাবাকে গিয়ে একদিন ধরল, আমাদের বন্দুক চালানো শেখাও। শুনে তোর বাবার কী রাগ!

রাগল কেন ?

ওই যে পুরুতের মেয়ে বুদ্ধি দিয়ে তার বউয়ের মাথাটা বিগড়েছে সেই জন্য। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব বকাঝকা করেছিল। কিন্তু সুনয়নী তো সোজা পাত্রী নয়। দারুণ জেদী। শেষে একদিন তোর বাবা আমাদের নিয়ে পিছনের বাগানটায় চাঁদমারী শুরু করল।

মা পেরেছিল ?

রঙ্গময়ী খিলখিল করে হেসে বলে, একটুও না। বন্দুকের প্রথম শব্দটা শুনেই পালিয়ে যায়।

তোমার ভয় করেনি ?

না। তবে লজ্জা করেছিল।

কেন, লজ্জা কিসের ?

সে তুই বুঝবি না। কিন্তু প্রথম দিনেই আমি দারুণ শিখে নিই। পরে সুনয়নীও শিখেছিল একটু। কানে তুলো দিয়ে, কাঁধে কাপড় জড়িয়ে অনেক কসরৎ করে শিখতে হয়েছিল তাকে।

শিখতে গেলে কেন ওকথা তো।

সে কি আর এক কথায় বলা যায়। ক্ষুদিরাম, ওয়াচ বাগের সেই ঘটনার কথা খুব ভাবতাম। ক্ষুদিরামের ফাঁসি! এসব শুনে করে মনে হত তো একদিন বন্দুক চালানোর ইচ্ছে হয়েছিল। মনে হল, শিখে রাখি, পরে হয়তো কাজে লাগবে।

॥ ৭৮ ॥

কত সহজভাবে একটা হত্যাকাণ্ড এবং মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে! কত সহজ। কত সামান্য শারীরিক আয়াস! আর সামান্য একটু ইচ্ছা।

ধারা একবারও নিজেকে সরিয়ে নেয়নি। একটুও চেষ্টা করেনি ধ্রুবর হাত ছাড়িয়ে নিতে। যেন বা খেলাচ্ছলে মৃত্যু তার আকাঙ্ক্ষিত।

কিন্তু ধ্রুব কেন মারবে ধারাকে ? তার ইচ্ছাশক্তির যে তেমন জোর নেই! তার আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে বসেছিল ধারার গলায়, কিন্তু ততদূর কঠিন হতে পারেনি। দুহাতের ভিতর সে অনুভব করল

www.MurchOna.com

ধারার শ্বাসের কম্পন, রক্তের মৃদু সঞ্চালন, কণ্ঠমণির ওঠাপড়া। ধারার দুই চোখ তার চোখে নিবদ্ধ। গলার সামান্য চাপে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। মুখখানা একটা অতিরিক্ত ফোলানো লাল টুকটুকে বেলুন। মুখখানা সামান্য হাঁ। জিব কাঁপছে। বার দুই "খঃ খঃ" শব্দ করল ধারা। ভাষাহীন এক রুদ্ধ আর্তনাদ।

একটু এগিয়ে পড়ছিল ধারার শরীর। হাঁটুর কাছ থেকে ভাঙছিল। ধ্রুব এই পর্যন্ত দেখল। তারপর প্রশ্ন করল নিজেকে, কেন? ওকে মেরে কী হবে তোমার?

নিজেই জবাব দিল, কিছুই কি নয়? দেখা যাক, আমার ভিতরে কোনো বিস্ফোরণ ঘটে কিনা।

কিসের বিস্ফোরণ? তোমার বারুদ ভিজে গেছে কবে! শত স্ফুলিঙ্গও আর বিস্ফোরণ ঘটাবে না।

দেখা যাক। কিছু করা তো হবে। একটা অন্যরকম কিছু, যা রোজকার কৃতকর্মের মতো নয়। যা অন্যরকম।

ফাঁসির দড়ি আছে। আছে যাবজ্জীবন গরাদের ভিতরে থাকার কষ্ট। কিংবা ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়ানো। ভয় নেই?

ভয়ই তো দরকার। আমার জীবন যে বড় নিরাপদ, বড় ঘটনাহীন। আমার প্রায় সব পথই নির্বিঘ্ন করে রেখেছে আমার জন্মদাতা। তার সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে দীপশিখার মতো আড়াল করতে চেষ্টা করছে। আমি সেই সিকিউরিটি ভেঙে দেবো। দিই?

শুধু নিজের কথা ভেবে ওকে মারবে? তোমার জীবনে ওর ভূমিকা কতটুকু? এ তো তোমার দর্শন নয়।

নয়? আমার দর্শন বলতে আছেই বা কি? আমার ভিতরে এক চির ঘুমন্ত আমি। কিছুতেই তাকে জাগাতে পারছি না যে! কতবার চেষ্টা করেছি। হেরে যাচ্ছি। কী যে করতে চাই কিছুই জানি না। অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। মনে হয় খুব মহৎ কিছু হওয়ার কথা ছিল আমার। এই দ্বন্দ্বে আমি বারবার মাতাল বা লম্পট হওয়ার চেষ্টা করেছি। হতে পারিনি তো তাও।

ধারাকে খুন করে কি কিছু হতে পারবে?

ওকে খুন করার পিছনে আমার কোনো মোটিভ নেই। অকারণ এই হত্যা সংঘটিত হলে আমার একসময় না একসময় অনুতাপ আসবে। আসবেই। তীব্র সেই অনুতাপের দহনে যদি দপ করে জ্বলে উঠতে পারি কখনো।

কোনোদিন ওইভাবে হিসেব করে তো জাগেনি মানুষ। ঘৃণা থেকে যা জাগে তা তীব্রতর ঘৃণাই। হননেচ্ছা থেকে আরো তীব্রতর হননেচ্ছা জন্ম নেয়। মৃত্যু কত সহজ দেখছো না? পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করে এই দেহের ভিতরে প্রাণবিন্দু। একটুতেই খসে যায়। মেরো না। মেরো না। পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর। মা ম্রিয়স্ব। মা জহি। শকাতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়ঃ।

বড় ক্লান্তি লাগল ধ্রুবর। একটি মৃত্যুর পর আছে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া। অত প্রতিক্রিয়া সে সামলাতে পারবে না। সামলাবে তার বাবা কৃষ্ণকান্ত। সেটাও ভারী অপমানকর হবে। লোপাট করা হবে প্রমাণ এবং সাক্ষীসাবুদ। দাঁড় করানো হবে মিথ্যা সাক্ষী। রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হবে। প্রচ্ছন্ন হুমকিতে কেঁপে যাবে বিচারকের রায় লেখা হাত। ধারার হত্যাকারী কিছুতেই ধরা পড়বে না; তার ধরা পড়তে নেই।

ধ্রুব খুব ধীরে হাত দুটো সরিয়ে নেয়।

ধারার জ্ঞান ছিল না বললেই হয়। একটা মৃদু গোঙানীর শব্দ করে এবং প্রকাণ্ড শ্বাস ফেলে সে পড়ে গেল মেঝেয়। ফাঁকা ঘরে পতনের শব্দটা হল ভীষণ।

ধ্রুব ফার্স্ট এইড জানে না। কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে নীচু হয়ে ধারার মুখে মুখ দিয়ে প্রাণপণে বাতাস টেনে আবার তা সঞ্চারিত করতে থাকল ভিতরে। অনেকক্ষণ ধরে। প্রচণ্ড

www.MurchOna.com

পরিশ্রমে তার ঘাম হতে লাগল। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে সে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে এল ফুল স্পিডে। বাথরুম থেকে জল এনে মুখে ঝাপটা দিল কয়েকবার।

আধঘন্টা বাদে বিভ্রান্ত, কম্পমান, দুর্বল ধারা উঠে বসতে পারল। প্রচণ্ড কাশছে, কাঁদছে। তার মুখের লালা আর চোখের জল এক হয়ে যাচ্ছে। একটিও কথা নেই মুখে। শুধু হিক্কার মতো শব্দ উঠে আসছে বুক থেকে। তা কান্নাও হতে পারে বা অবরুদ্ধ শ্বাস।

ধ্রুব পালাল না। বসে রইল মুখোমুখি। পাথরের মতো চুপ।

আরো অনেকক্ষণ বাদে, যখন সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলল ধ্রুব, ধারা ভাঙা গলায় বলল, কী চেয়েছিলে তুমি? মারতে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু পারলাম না।

কিন্তু কেন? তুমি কি পাগল?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, বোধহয়। আমাকে বিশ্বাস করা তোমার ঠিক হবে না ধারা।

ধারার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা, বিদ্বেষ। ধ্রুবর দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমার কোনো সিকিউরিটি নেই, পুরুষ সঙ্গী নেই, তাই?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না।

থাকলে সাহস করতে?

করতাম। কিন্তু ও কথা কেন? আমি তো পারিনি দেখছই!

পারোনি! কে বলল পারোনি। জাস্ট নাউ ইউ হ্যাভ কিলড সামথিং ইন মি। আমি আর সেই আগের মানুষটা নেই। জানো সেটা?

ধ্রুবর ভিতরে প্রতিক্রিয়াটা শুরু হল এখন, এই মুহূর্তে। নিজের ভিতরে একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল সে। ভারী অবশ লাগছে শরীর। শরীরের ভিতরে একটা যন্ত্রণার মতোও কিছু টের পাচ্ছে সে। মাথাটা ঘোলাটে। সে একজন মানুষকে অল্পের জন্য খুন করতে করতে বেঁচে গেছে।

ধ্রুব একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, তুমি আমাকে অফারটা দিয়েছিলে।

ধারা নিজের মুখটা দুহাতে চেপে ধরে যেন অবিশ্বাস ভরে মাথাটা নাড়ে। বলে, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না। উঃ। তোমাকে ঠাট্টা করে কী বলেছি আর তুমি সত্যিই তা করবে?

চেষ্টা করে দেখলাম পারা যায় কিনা।

তুমি যাও। প্লীজ! তুমি চলে যাও।

আর আসবো না তো!

না। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। আর একটু হলেই তুমি আমাকে মেরে ফেলতে! উঃ।

ধ্রুব তার শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করল। পারল না। তার জিবও খড়ের মতো শুকনো। মৃদু স্বরে সে বলল, মেরে ফেলতাম ঠিকই। কিন্তু তবু তোমাকে বাঁচাল কে বলো তো!

কে বাঁচাল? কী বলতে চাও?

তোমাকে যে মারতে চেয়েছিল সেও ধ্রুব, যে বাঁচাল সেও ধ্রুব।

আমি ওসব কথা বুঝতে চাই না। প্লীজ! যাও।

ধ্রুব উঠল। নেমে এল রাস্তায়।

অনেক রাত হয়েছে। লবণহ্রদ এলাকায় যানবাহন নেই। সে রাস্তাও ভাল চেনে না। হাঁটা পথ কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে। উদোম, বিশাল এক জায়গা। ছড়ানো ছিটোনো ঝাঁ-চকচকে নতুন সব বাড়ি।

কিছুদূর চেনা পথে গিয়ে আচমকা পথের নিশানা হারিয়ে ফেলে সে। কিন্তু চিন্তিত হয় না। আজ সে বড় অন্যমনস্ক। বড় অন্যরকম।

www.MurchOna.com

হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুব বেশ কিছুদূর চলে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ায়। লোকবসতি প্রায় শেষ। সামনে প্রান্তরের মতো কিছু অন্ধকারে ভয়াল ও বিশাল হয়ে আছে।

শহুরে ধ্রুব একবার পা বাড়িয়েও টেনে নেয়। অচেনাকে আজ তার ভয় করে। তার ভিতরে যে একজন হত্যাকারী আছে তা অনেকদিন ধরে জানে ধ্রুব। কিন্তু সেই হত্যাকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এত নিঃসংশয় ছিল না সে। আজ হল।

পিছনে রাস্তার শেষ আলোটি জ্বলছে। তার ছায়া প্রলম্বিত হয়ে সামনে প্রান্তরের অন্ধকারে গিয়ে মিশে গেছে। ভৌতিক সেই ছায়ার দিকে ধ্রুব অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। কিছু মনে হয়, একটু ভয়-ভয় করে। কেমন যেন নিজেকে অবিশ্বাস হতে থাকে, নিজের সঙ্গে সহবাস করতে অস্বস্তি হয়।

ধ্রুব ফেরে এবং ফের হাঁটতে থাকে। শরীর ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে, খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। সেই ব্যথাটা ধীরে ধীরে চাগাড় দিচ্ছে।

আচমকাই দুটো হেডলাইট তাকে ঝলসে দেয়। ধ্রুব চোখ আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর হাত তোলে, রোখকে!

গাড়িটা পার্ক করাই ছিল। পুলিশের একটা জীপ। দু জন লোক নেমে এগিয়ে আসে। খুব শ্লথ এবং সতর্ক ভঙ্গী।

ধ্রুব চৌধুরি না? উই মীট এগেন!

ধ্রুব দেখতে পায়, একজন ইনস্পেকটর বা ঐজাতীয় লোক। মুখটা চেনা। সে বলল, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

আপনি তো প্রায়ই বাস্তা হারান। কিন্তু এখানকার গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেটের এক মহিলাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে থানায় একটা টেলিফোন গেছে। কী ব্যাপার বলুন তো!

টেলিফোন! বলে ধ্রুব খুব অবাক হয়। ধারার টেলিফোন নেই। যদি করে থাকে তবে অন্য কারো ফ্ল্যাট থেকে। সেক্ষেত্রে খবরটা ধারা গোপন রাখেনি বলেই ধরে নিতে হবে।

সে বলল, কী করবেন? অ্যারেস্ট?

উপায় কী?

তাহলে চলুন।

আপনি জীপে উঠে বসুন। আমাদের লোক ভদ্রমহিলার স্টেটমেন্ট আনতে গেছে। এলে আমরা রওনা হবো।

ধ্রুব আপত্তি করে না। পুলিশের জীপ একটি চমৎকার নিরাপদ আশ্রয়। সে ঠিক যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। ঘটনাগুলো সে স্পষ্টই অনুমান করতে পারে। তাকে থানায় নিয়েই পুলিশ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরিকে ফোন করবে। কিছু সাঙ্কেতিক বা আধা-সাঙ্কেতিক কথা হবে তাদের। তারপর পুলিশ সামান্য একটু আদর মেশানো শাসন করে নিজেদের গাড়িতে করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ধ্রুব জীপগাড়িতে উঠে বসল। চোখ বুজে মৃদু হেসে আপনমনে বলল, ধারা, তুমি পারবে না। সহজাত কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছি আমি! আমি অবধ্য, অপরাজেয়।

কতক্ষণ বসে মশার কামড় খেতে খেতে ঢুলেছে ধ্রুব তা খেয়াল নেই। আচমকা একটা হাত তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল।

ধ্রুবদা! এই ধ্রুবদা।

কে? ধ্রুব চোখ মেলে।

আরে আমি। আমি সদানন্দ।

সদানন্দকে চেনে ধ্রুব। পুলিশের সাব ইনসপেকটর। কৃষ্ণকান্ত একে চাকরি করে দেন।

www.MurchOna.com

সদানন্দ ধ্রুবর পাশে উঠে বসে বলে, কী করেছিলেন বলুন তো ! ভদ্রমহিলা সাঙ্ঘাতিক আপসেট ।

ধ্রুব জবাব দেয় না । চারদিকে চেয়ে দেখে । ধারার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বহু দূর চলে গিয়েছিল সে । আবার কী করে যে ফিরে এল !

ধ্রুব সদানন্দর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কী স্টেটমেন্ট দিল ?

সে সাঙ্ঘাতিক । অ্যাটেমপটেড মার্ডার ।

তাহলে ও বেঁচে আছে কি করে ?

সেটা পয়েন্ট নয় । পয়েন্ট হল, কী হয়েছিল তা উনি জানেন না ।

তাহলে ?

আমিও জানতে চাই কী হয়েছিল ! বলবেন ?

ধ্রুব একটা হাই তুলে বলে, আমিই কি জানি ! না জানলে বলবটা কী ?

গলা টিপে ধরেছিলেন নাকি ?

ধরেছিলাম । তবে মারার জন্য নয় । জাস্ট ফান ।

মহিলা কে হন আপনার ?

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে বলে, বন্ধু ।

কতদিনের চেনা ?

জেরা করছ নাকি সদানন্দ ?

আরে না । কেস তো ডিসমিস হয়েই গেছে । আপনার কেস কি টেঁকে ! তবে মারডার হয়ে গেলে একটু ঝঞ্ঝাট ছিল । মেয়েটা কি হাফ-গেরস্ত ?

তা নয় । এমনিতে শী ইজ গুড । হাই কানেকশনস । তবে একটু অ্যাডভেনচারাস টাইপের ।

বুঝেছি । সুশীল, কী করছ ! গাড়ি ছাড় ।

দুজন রাস্তার ধারে পেচ্ছাপ করতে করতে গল্প করছিল । ডাক শুনে প্যান্টের চেন টানতে টানতে এসে জীপ-এ উঠল ।

তাদের একজন বলল, আসামী তো ধরা পড়েছে । এবার কি করবেন সদানন্দদা ?

সোজা কালীঘাট চলো । বাড়িতে পৌঁছে দিই আগে ।

গাড়ি চলতে লাগল ।

সদানন্দ ধ্রুবর দিকে ফিরে বলল, বাড়ি গিয়ে একটা ট্র্যাংকুলাইজার খেয়ে শুয়ে পড়ুন ।

তোমরা কেসটা নেবে না সদানন্দ ?

কিসের কেস ?

এই ধারা যে নালিশ করল !

সদানন্দ হেসে ওঠে, নিয়েছি তো । কেস নেবো না কেন ?

বাজে বোকো না । কেস নিলে আমাকে তোমার অ্যারেস্ট করা উচিত ।

করেছি তো । ফর্মালিটি মেইনটেনড টু দি লাস্ট । এই তো আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি ।

কিন্তু লক-আপে নিচ্ছো না ।

লক-আপ সকলের জন্য নয় । আপনার লক-আপ লাগবে না ।

কেন লাগবে না ?

যেহেতু আপনি পালাবেন না ।

কেস যদি ওঠে এবং আমাকে যদি খুঁজে না পাও ?

সদানন্দ খুব হাসে । তারপর বলে, সাত মন ঘি -ও পুড়বে না দাদা, রাধাও নাচবে না ।

তার মানে ?

www.MurchOna.com

বাড়ি গিয়ে আগে ঘুমোন তো। কাল আমি বিকেলের দিকে গিয়ে দেখা করবখন। তখন কথা হবে।

আমি কিন্তু আজ এক ফোঁটাও মদ খাইনি সদানন্দ।

খাননি! বলে সদানন্দ যেন খুব সতর্ক ভাবে বাতাসটা শোঁকে। তারপর বলে, তাতেই বা কী প্রমাণ হয়? আপনি খুন করতে চেয়েছিলেন?

প্রাইমা ফেসি কেস তো তাই!

জীপ-এর সামনে বসা দুজনের একজন মুখ ফিরিয়ে বলে, আপনি তো বলেছিলেন ইট ওয়াজ এ ফান।

তাও বটে।

তাহলে আবার কী? আমরা ভদ্রমহিলাকে কাল বুঝিয়ে দেবো ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান। আর কিছু নয়।

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে সদানন্দকে চাপা স্বরে বলে, আমাকে লক-আপ-এ নিয়ে চলো।

সে কী?

নিয়ে চলো সদানন্দ। ধরো যে কমপ্লেন করেছে তা অনেকটা সত্যি।

রাখুন তো দাদা। ওসব মেয়েছেলেকে আমরা চিনি। দুবার ডিভোর্স করেছে, ছেলে ছোকরাকে নাচিয়ে বেড়ায়। ওসব আমরা জানি।

ডিভোর্সের খবর জানলে কি করে?

বাঃ, এতক্ষণ ধরে তদন্ত করতে হল না?

লোকজন জমেছিল?

দু চারজন। ও নিয়ে ভাববেন না। সাক্ষী কেউ দেবে না।

কেসটা হাস আপ করবে সদানন্দ?

কেসই নয় তার আবার হাস আপ। এটা কেস নাকি? যেসব মেয়েছেলের পিছনে চোদ্দটা পুরুষ ঘোরে তাদের ও রকম কেস দুচারটে হয়ই। আপনি এর সঙ্গে আর মিশবেন না।

লবণহ্রদ ছাড়িয়ে জীপ বেলেঘাটা পেরোচ্ছে। নির্জন রাস্তাঘাট।

কটা বাজল বলো তো সদানন্দ!

সাড়ে বারোটা।

বাকি রাস্তাটা ধ্রুব চুপচাপই রইল। শুধু সদানন্দর নানা কথার জবাবে হুঁ হাঁ করে ঠেকা দিয়ে গেল।

খুব নিরাপদে এবং ঘটনাহীন ভাবেই বাড়ি পৌঁছে যায় ধ্রুব। ডাইনিং হল-এ ঢুকে ঢাকা-দেওয়া খাবার গো-গ্রাসে খায় সে। তারপর ঘরে এসে সিগারেট ধরায়।

বড় ভয় করছে তার। একা ঘরে ততটা ভয় হত না। আজ তারা দুজন। সে আর সে। ধ্রুব আর ধ্রুব।

উঠে আলমারি খুলে হুইস্কি বের করে ধ্রুব। তারপর অন্তহীন জলস্রোতে ভেসে যেতে থাকে। একসময়ে বোতল এবং সে একই সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। অচেতন অবস্থায় রাত কেটে যায়।

ধ্রুবর ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়, তীব্র মাথার যন্ত্রণা, পেটে গোলান, মুখ তিক্ত কষায় শুষ্কতায় ভরা। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

কে যেন ডাকছে, ধ্রুব, ধ্রুব!

কে?

আমি।

www.MurchOna.com

গলার স্বরটা চিনতে পারে ধ্রুব। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো উঠে বসে মেঝের ওপর। দরজায় কৃষ্ণকান্ত দাঁড়িয়ে।

কিছু বলছেন ?

বলছিলাম। তৈরি হয়ে একবার নার্সিং হোম-এ যাও।

যাচ্ছি।

বউমা আর বাচ্চা ভালই আছে। চিন্তা নেই। তোমার একবার যাওয়া কর্তব্য বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

ধ্রুব উঠল। টলে পড়ে যেতে যেতে দাঁড়াল।

কৃষ্ণকান্ত চলে গেছেন। তবু ফাঁকা দরজাটার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে সে। গত দু মাসের মধ্যে বোধহয় এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বললেন কৃষ্ণকান্ত।

কিন্তু কেন বললেন ? ব্যাপারটা কী ?

॥ ৭৯ ॥

"আবার সেই কিশোরী। কিন্তু এখন তাহাকে আর কিশোরী বলি কি করিয়া ? বয়সের এক নূতন ঋতু আসিয়া তাহাকে যেন পত্রে পুষ্পে ফলভারে অপরূপ সাজে সাজাইয়াছে।

"কিশোরী যে সুন্দরী তাহা বলা যায় না। কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কী তাহাও তো খুঁজিয়া বা বুঝিয়া পাইলাম না। শাস্ত্রোক্ত সৌন্দর্য লক্ষণের সহিত যাহার বিন্দুমাত্র মিল নাই সেও এমন এক আকর্ষণে বরণীয়া হইয়া উঠে যাহার ব্যাখ্যা হয় না। ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষ, গুরু নিতম্ব, পক্ক বিম্বাধর বা হরিণ-নয়নের যতই প্রশংসা থাকুক, এ সকল যাহার নাই সেও অন্য কারণে যে সৌন্দর্যের লহর তুলিতে পারে এই কিশোরীই তাহার প্রমাণ।

"কি দিয়া ইহার সেই রূপের বর্ণনা করিব ? আমার ভাষাজ্ঞান বা বর্ণনাশক্তি তেমন নাই। শুধু বলিতে পারি, এই যুবতীর মধ্যে একটি বুদ্ধির দ্যুতি আছে, যাহা সচরাচর মহিলাকুলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দীর্ঘ শরীর, মেদবর্জিত মজবুত গঠন, কাঠামোতে কোমলতার কিছু অভাব আছে বটে, কিন্তু মুখখানা কেহ যেন নরুনে চাঁছিয়া কুঁদিয়া তুলিয়াছে। ইহার গায়ের রঙ তাম্রাভ। গৌরী নহে বলিয়া ইহার অগৌরবের কিছু নাই। যুবতীর গাত্রবর্ণ নূতন তামার পয়সার মতোই উজ্জ্বল।

"এই বয়সে মেয়েদের কটাক্ষ করিবার প্রবণতা থাকে। এই যুবতী চোখের সেই কটাক্ষ দিয়া অনায়াসে পুরুষচিত্ত জয় করিতে পারে। সচ্চিদানন্দ তো চোখ দেখিয়াই মজিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, যুবতী তাহার এই একাগ্নী বাণ কদাচিৎ প্রয়োগ করে।

"মাঝখানে কিছুদিন বিষয়কর্মে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়ায় এবং সকালে ঘুরিয়া বেড়ানোর ফলে সাক্ষাৎ বিশেষ হয় নাই। একদিন শীতকালে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া রবিবাবুর একটি কাব্য পাঠ করিতেছি এমন সময় সুনয়নী আসিয়া নিকটে এক মোড়া টানিয়া বসিল। আমি আড়চোখে তাহাকে দেখিয়া মনে মনে কিছু সন্ত্রস্ত হইলাম। স্ত্রীলোকদিগের—বিশেষ করিয়া সংসারী স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর সহিত বিশেষ কোনো প্রয়োজন কদাচিৎ দেখা দেয়। সর্বদা নৈকট্য ও বাক্যালাপ হেতু সুনয়নীর সহিত আমার নূতন করিয়া কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে অনামনস্ক থাকিতে দিতে চায় না। কি জানি হয়তো ভাবে, স্বামী অন্যমনস্ক বা কর্মব্যস্ত থাকিলে তাহার উপর অধিকার কমিয়া যায়।

"সুনয়নী একটা এমব্রয়ডারি হাতে নিয়া কিছুক্ষণ সেলাই মকশো করিল। তারপর দাঁত দিয়া একটি সূতা কাটিয়া বলিল, বাব্বাঃ, যা কঠিন ডিজাইন !

www.MurchOna.com

"আমি ইহার জবাব দিলাম না।

"সুনয়নী উসখুস করিতে লাগিল। তারপর বলিল, শুনছো :

শুনছি।

একটা কথা।

বলো।

রাগ করবে না তো ?

না।

একটা জিনিস শিখিয়ে দেবে ?

কি জিনিস ?

আমার খুব বন্দুক চালানো শিখতে ইচ্ছে করে।

"চমকিয়া উঠিলাম। এই নির্বোধ স্ত্রীলোক বলে কি ? বন্দুক চালনা শিখিবে : বলিলাম, মাথা খারাপ নাকি ?

কেন, শিখতে নেই ?

শিখে করবে কি ?

সে আমি বুঝবো। বলো শেখাবে।

এ বুদ্ধি কে দিল তোমাকে ?

কেউ দেয়নি। আমি শিখব।

"আমি হাসিতে লাগিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও সুনয়নীকে আমি চিনি। তাহার স্বভাবও আমার অজানা নয়। একে ধনীকন্যা বলিয়া আদরে লালিত পালিত হইয়াছে, জমিদার বাড়ির বধূ হইয়া আসিবার পর তাহার গায়ে আর হাওয়া লাগে নাই। বন্দুকের মতো হিংস্র জিনিস ইহার হাতে কল্পনা করিতেও কষ্ট হয় :

হাসছো যে !

হাসবার কথাই তো। তুমি শিখবে বন্দুক তাহলে সূর্য পশ্চিমে উঠবে।

কেন, এমন কি শক্ত কাজ ? মেয়েরা পারে না ?

মেয়েরা পারবে না কেন ? কিন্তু তুমি তেমন মেয়ে নও।

শিখিয়েই দেখ না পারি কিনা !

তোমার কি শিকার করার শখ হয়েছে ?

মা গো ! আমি বাপু জীবজন্তু মারতে পারব না।

তাহলে শিখে কি করবে ? বন্দুক জিনিসটা খুব ভাল নয়।

কেন বলো তো !

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলাম, আমি দেখেছি বন্দুক হাতে নিলেই মনে একটা হিংস্রতা আসে। ছেলেবেলা থেকেই আমার এরকম হত। বড় হয়ে কিছুদিন খুব বন্দুক নিয়ে মাতামাতি করেছি। টিপও খারাপ ছিল না। কিন্তু মনটা কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল জীবজন্তু মারতে মারতে। তাই অস্ত্রটা আর ছুঁই না।

তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ। বন্দুক হাতে নিলেই বুঝি কাউকে মারতে ইচ্ছে করবে আমার ?

"আমি ইতস্তত করিতে লাগিলাম। হয়তো সুনয়নীকে বুঝাইয়া কহিতে পারিলাম না। আর বুঝিবার মতো বুদ্ধিও ইহার নাই। তাই কহিলাম, মেয়েদের অস্ত্রশিক্ষা শাস্ত্রে বারণ।

তোমাকে বলেছে ! বারণ হবে তো মা দুর্গার দশ হাতে দশটা করে অস্ত্র থাকত না। মা কালীরও থাকত না।

বাঃ, বুদ্ধিটা তো বেশ খুলেছে দেখছি।

www.MurchOna.com

চাট্টা করতে হবে না। শেখাবে কিনা বলো।

"রাজি হইতে হইল। কারণ সুনয়নী ছাড়িবে না। তবে এ লইয়া দুই তরফে তর্কবিতর্ক কম হয় নাই। অবশেষে সুনয়নী কবুল করিল যে, বন্দুক চালাইবার প্রস্তাব তাহার মাথায় আসে নাই। আসিয়াছে আর একজনের মাথায়। তাহার প্ররোচনায় সুনয়নী নাচিয়া উঠিয়াছে।

এই আর একজন সেই যুবতী। তাহার উল্লেখ মাত্র আমার ধমনীতে রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হইল। বুক গুরুগুরু রবে ডাকিয়া উঠিল। কোনদিন যে এই অবিমৃষ্যকারী যুবতী আমার পাখির বাসা ভাঙিবার জন্য ঝড় তুলিবে! বন্দুক চালনা যে তাহার এক ছুতা তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। এই ছুতায় সে আমার নিকট নৈকট্য অর্জন করিতে চাহিতেছে। চাই তো আমিও। কিন্তু তাহা উচিত কি?

একদিন কাছারির পিছনের বাগানে বন্দুক শিক্ষার আয়োজন হইল। একটি টারগেট বোরড লাগাইয়া কিছু দূরে বন্দুক শিক্ষার্থীদের জন্য গদী পাতিয়া রীতিমত শয্যার ব্যবস্থা হইল। কানে গুঁজিবার তুলারও অভাব রাখা হয় নাই। আগের দিন বন্দুকগুলি আমি নিজে পরিষ্কার করিয়াছি।

"প্রথমে দুইজনকেই বন্দুক বস্তুটির সহিত প্রাথমিক পরিচয় করাইয়া দিলাম। সুনয়নীর মুখ তখন শুকাইয়াছে। বলিল, খুব আওয়াজ হয় নাকি?

"আমি বলিলাম, তা একটু হয়।

শুনেছি, বন্দুকের কুঁদো নাকি গুলি ছোঁড়ার সময় ঘোড়ার মতো লাথি মারে?

আমি হাসিয়া কহিলাম, তাহলে বায়না ধরেছিলে কেন? বন্দুক তাহলে তুলে রেখে দিতে বলি?

না, না। শিখব যখন বলেছি ঠিকই শিখব।

"অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সুনয়নী বন্দুক ছুঁড়িল বটে, কিন্তু "উঃ মাগো!" বলিয়া প্রায় মূর্ছা যাইবার উপক্রম। সেই যে সে পলাইল আর সেদিন এমুখো হইল না।

"ফলে বাগানে আমি ও সেই যুবতী রহিলাম।

"লক্ষ করিলাম বন্দুকের বিকট শব্দে সে বিশেষ ঘাবড়ায় নাই। চোখমুখ স্বাভাবিক। তবে ব্রীড়ার ভাবখানি আছে। আমি একটু হাসিয়া কহিলাম, তুমি কী করবে?

শিখব।

কেন শিখতে চাইছো বলো তো?

তোমাকে বলব কেন?

আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে?

বললে তুমি বকবে?

বকার কী আছে?

তুমি তো বকতে ভালবাসো। সব সময়ে কেবল জ্যাঠামশাইয়ের মতো এমন গোমড়া মুখে থাকো যে, দেখলেই ভয় করে।

তুমি আমাকে বিশেষ ভয় পাও বলে তো মনে হয় না।

খুব পাই। তবে ভয় করলে আমার চলবে না বলে জোর করে তোমার সঙ্গে মিশি।

"মিশি' কথাটা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। পাগলী বলে কি? কহিলাম, ভয় করলে চলবে না কেন?

কারণটা কি জানো না?

"আমি ভয় পাইয়া চুপ করিলাম। কারণ ইতিপূর্বে সে নিজেকে আমার স্ত্রী বলিয়া দাবী করিয়াছে। কথাটা আপাতত একটু চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু সুযোগ দিলেই আবার দাবী তুলিবে এবং স্ত্রীবুদ্ধিবশত সেই দাবী লইয়া কুরুক্ষেত্র করিতেও হয়তো পিছাইবে না। আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে। বন্দুকটা হাতে নাও।

www.MurchOna.com

যুবতী বন্দুক হাতে লইল। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইল। এবং আশ্চর্য, প্রথম বারেই চমৎকার ফায়ার করিল।

"কিন্তু কথা তাহা নহে। কথা হইল তাহার নৈকট্য, তাহার দেহগন্ধ, তাহার ভঙ্গিমা আমাকে এমন আন্দোলিত করিতেছিল যে, নিজের মধ্যে এক বেসামাল ভাব টের পাইলাম।

"বেশ কয়েকবার গুলি ছুঁড়িবার পর সে হাসিয়া আমাকে বলিল, দেখলে তো! আমি তোমার বড় বউয়ের মতো নই।

"কী বলিব। বড় বউ কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে—তাহা না বুঝিবার মতো নির্বোধ আমি নহি। কাজেই না-বুঝিবার ভান করিয়া অন্য প্রসঙ্গে গিয়া কহিলাম, তোমার হাত ভাল। আমি কিন্তু রোজ শিখব।

শেখে লোকে একদিনেই। তারপর প্র্যাকটিস করে। কাল থেকে বন্দুক এনে নিজে নিজে চালিও।

তার মানে তুমি থাকবে না। না?

আমাকে তোমার আর কিসে দরকার?

বন্দুকেরই বা দরকার কী ছিল?

ছিল না! অবাক হইয়া বলি, তাহলে শিখলে কেন?

"যুবতী মিটি মিটি হাসিয়া সম্পূর্ণ বেহায়ার মতো বলিল, ক'দিন যাবৎ খুব বাড় হয়েছে তোমার, দেখাই দিতে চাইছো না। তাই অনেক ভেবে ভেবে এই বুদ্ধিটা বের করলাম। ভাবলাম বন্দুক চালানো শিখবার ছল করে লোকটাকে কাছে পাওয়া যাবে। নইলে তো পুরুতের মেয়েকে পাত্তা দেবে না।

"যাহা হউক সুনয়নীর চেয়ে এই যুবতী যে অনেক সাহসী তাহা প্রমাণ হইল। শুধু তাহাই নহে। অনেক নারীর চেয়েই এই যুবতী বহুগুণে সাহসী ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারিণী।

"আমার মনে হয়, মেয়েদের মধ্যে এইসব গুণই পুরুষ খোঁজে। রূপমুগ্ধতা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। পুরুষ মানুষ নারীর উপর নির্ভর করিতে চায়, কিন্তু নির্ভরযোগ্যা নারী বড়ই দুর্লভ। এই যুবতীর মধ্যে আমি এই দুর্লভ জিনিসটির সন্ধান ক্রমে ক্রমে পাইতেছি।

"কোথায় গিয়া আমরা ঠেকিব তাহা জানি না। কিন্তু আমার জীবনের সহিত এই যুবতীর নিগূঢ় সংযোগ আমি অনুভব করিতেছি। একটি চোরা স্রোত আসিয়া আমার জীবনে গোপনে যোগ হইতেছে।

"তুচ্ছ বন্দুকের ভিতর দিয়া আজ সত্যের আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।"

ডায়েরীর পাতায় এই বিবরণ হেমকান্ত লিখছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। এই বিবরণ রঙ্গময়ী লুকিয়ে পড়েছে সুনয়নী মারা যাওয়ার পর। পড়ে কেঁদেছে।

আজ হেমকান্ত আর তার মধ্যে সুনয়নী নেই। কিন্তু দুস্তর বাধাও কিছু কম নয়। আছে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, আছে সংসারের অলিখিত নিয়ম, আছে লোকলজ্জা।

রঙ্গময়ী সন্ধেবেলার দিকে হেমকান্তর ঘরে এল।

কেমন আছো এবেলা?

হেমকান্ত মুখে উদ্বেগ মেখে বসেছিলেন। বললেন, রামকান্ত দারোগা এসেছিল জানো?

আমি সব জানি। তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

হবে না! লোকটা কি বলে গেল জানো?

জানি। যে তোমাকে ছোরা মেরেছিল সে ধরা পড়েছে।

তাকে নাকি আমি চিনি!

চেনা অস্বাভাবিক নয়। সেও তো এই শহরের লোক।

www.MurchOna.com

কিন্তু দারোগা বলছে ইচ্ছে করেই নাকি আমি তাকে চিনতে চাইছি না।
দারোগার সব কথায় বিশ্বাস করতে নেই।
হেমকান্ত চোখ বুজে বললেন, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।
যাওয়ারই কথা। কী ঠিক করলে ?
কিসের কী ঠিক করব ?
আমি তোমাকে বলেছি না এ জায়গা তোমাকে ছাড়তে হবে।
হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, এখনই কি ?
খুব দেরীও করা চলবে না। পুলিস, স্বদেশী সবাই পিছনে লাগবে।
কেন যে আমারই এত অশান্তি ?
ঘাবড়াচ্ছো কেন ? অশান্তি কোনোকালে পোহাওনি বলেই ওকরম মনে হচ্ছে।
আমার চিন্তা কৃষ্ণকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে। দারোগা আর কী বলে গেছে জানো না তো !
জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি। ঠাকুরদালানে তো আর বসে বসে শুধু মাছিই তাড়াই না। পুলিসের স্পাই কেন আসে তাও জানি।
সবই যদি জানো তাহলে কিছু করছো না কেন ?
করতেই তো চাইছি। তুমি অন্য কোথাও গেলে সব থিতিয়ে পড়বে।
একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। দারোগা কৃষ্ণর ওপর নজর রাখছে, তোমাকে সন্দেহ করছে। আমি অন্যত্র গেলে সে সমস্যা মিটবে কী করে ?
রঙ্গময়ী চারদিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে হেমকান্তর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, স্ত্রী-বুদ্ধি তো কখনো নাওনি। নিলে ঠকতে না।
হেমকান্ত উৎসুক ও উদ্বিগ্ন দুই চোখে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন তাঁর শূন্য হৃদয় একটা আশ্রয় খুঁজছে।
একটু হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধি নিই না বুঝি ! তাহলে চলছি কি করে ?
তাহলে বলো, চলে যাবে এখান থেকে !
যাবো। তবে একা নয়।
তার মানে ?
যদি যাই তাহলে তোমাকে রেখে যাবো না।
রঙ্গময়ী লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, আমাকে কোথায় নেবে ?
আমি যেখানে তুমিও সেখানে।
রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ অপলক চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে থেকে বলে, তার মানে জানো ?
মানে আবার কি ?
আমার মা বাবা ভাই বোন সংসার রয়েছে। তোমার সঙ্গে ওভাবে চলে গেলে এরা কেউ আর আমাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করবে ?
ওরা তোমার কে মনু ? আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে ?
রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হেমকান্তর কপালখানা স্নেহভরে ছুঁয়ে থেকে বলল, ভগবান জানেন তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। কিন্তু এতদিন বুঝি তুমিই সেটা জানতে না।
জানতাম। তবে লোকলজ্জা ছিল, বাধা ছিল।

www.MurchOna.com

॥ ৮০ ॥

সে আর সে। ধ্রুব আর ধ্রুব। না, ধ্রুব আর একা নয়। কখনোই আর সে সম্পূর্ণ একা নয়। একজন ধ্রুবকে সে চেনে। মোটামুটি স্বাভাবিক আচরণশীল, একটু ভাবুক, খানিকটা প্রথাবিরোধী, সামান্য উদাসীন। কিন্তু এই ধ্রুবর মধ্যে ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। কিন্তু গত রাতে ধারার ফ্ল্যাটে যে ধ্রুব আচমকা বেরিয়ে এসেছিল তার ভিতর থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা। সে অচেনা। আগন্তুক।

কৃষ্ণকান্ত অপসৃত হওয়ার পর ফাঁকা দরজাটার দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধ্রুবর এইসব মনে হল। একটু গা-শিরশির করছিল তার।

আজ ধ্রুব অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে স্নান করল। হ্যাং-ওভার কাটানোর সবচেয়ে সহজ উপায় ঠেসে খাওয়া। যতখানি সম্ভব আজ পেট পুরে খেয়ে নিল ধ্রুব। অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল সে।

নার্সিং হোম-এ যাবে বলে তৈরি হয়ে বসে ছিল সে। এমন সময় চাকর এসে খবর দিল, আপনার টেলিফোন।

ফোন ধরতেই ধারার গলা পাওয়া গেল, ধ্রুব ?

একটু কুণ্ঠার সঙ্গে ধ্রুব বলে, হ্যাঁ।

তুমি কেমন আছো ?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, তার মানে ?

আমি জানতে চাই তুমি কেমন আছো।

আমার কি খারাপ থাকার কথা ?

আমি কাল সারা রাত তোমাকে নিয়ে খারাপ সব স্বপ্ন দেখেছি। বলো না কেমন আছো !

ভালই আছি তো !

ধারা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, তুমি আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে ?

কী কথা ?

আই অ্যাম রিয়েলি সরি !

ধ্রুবর একটু ওলট-পালট লাগছিল ব্যাপারটা। কাল রাতে যা ঘটে গেছে তাতে ধারার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। দুঃখিত হওয়ার কথা তো তার।

ধ্রুব বলল, সরি ফর হোয়াট ?

আমি পুলিশে খবর দিয়েছিলাম।

ধ্রুব একটু হাসল; বলল, তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আজ সকালে উঠে তাই ভীষণ খারাপ লাগছে।

খবর দিয়ে তো ঠিক কাজই করেছো।

পুলিশকে কী বলেছি জানো ?

কী করে জানব ?

বলেছি, হি ট্রায়েড টু মার্ডার মি।

কথাটা কি মিথ্যে ?

যাঃ ! কী যে বলো ! আজ সকালে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাল আমি ভীষণ বোকার মতো কাজ করেছি।

কেন, বোকার মতো কেন ?

আমি তো জানতাম তোমার ভিতরে একজন স্যাডিস্ট আছে। যাকে তুমি ভালবাসো বা পছন্দ করো তাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাও। আজ সারাদিন ধরে এসব ভেবেছি আর হেসেছি। কাল রাতে

www.MurchOna.com

যে কী ছেলেমানুষী কাণ্ড করেছি। আচ্ছা, পুলিশ তোমার কাছে যায়নি?

ধ্রুব মৃদু একটু হাসল। বলল, না। তবে কাল রাতেই সল্ট লেক-এর রাস্তায় আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলাম।

সত্যি?

তারা আমাকে একরকম গ্রেফতারও করেছিল।

তারপর?

তুমি তাদের কাছে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলে তার কথাও শুনেছি।

পুলিশগুলো ভীষণ অসভ্য, জানো?

কেন, কী করেছে

এমন ছোঁক ছোঁক করে তাকাচ্ছিল। আর কেবল ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ক'বার বিয়ে করেছি, কী করে চলে, কারা কারা ফ্ল্যাটে আসে। আশ্চর্য কী জানো, তোমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করছিল না।

তাই নাকি?

কেন বলো তো!

ওরা যে আমাকে চেনে।

তাই মনে হচ্ছিল। যে লোকটা আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল সে বার বার বলছিল, কী করে বুঝলেন যে উনি আপনাকে খুন করতেই চেয়েছিলেন। আমি বললাম, বাঃ, আমার গলা টিপে ধরেছিল যে। তখন কী বলল জানো?

কী বলল?

বলল, গলায় আঙুলের দাগ তো দেখছি না! আমি তখন ওকে দাগ দেখালাম। তখন বলল, এ তো আপনি নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে তৈরি করে থাকতে পারেন! বোঝো কাণ্ড!

সদানন্দর কথা ভেবে ধ্রুব আপনমনে হাসছিল। বলল, তুমি বোধহয় কাল রাতে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলে।

ফোনে ধারার একটু উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা গেল, বললাম তো কাল রাতে আমার মাথাটা ভারী বোকা-বোকা ছিল। একটুও বুদ্ধি খেলছিল না।

আজ খেলছে তো!

আজ বুদ্ধিও খেলছে আর লজ্জাও লাগছে।

ফ্ল্যাটের সবাই বোধহয় ঘটনাটা জেনে গেছে!

ভারী লাজুক গলায় ধারা বলে, কী করব বলো! বললাম যে, কাল রাতে ভারী বোকার মতো কাণ্ড করেছি সব। পাশের ফ্ল্যাটে টেলিফোন করতে গিয়েছিলাম। তাইতেই জানাজানি হয়ে গেল কিছুটা।

এবার তো তোমার ফ্ল্যাটটা নিরাপদ রইল না ধারা। দেখলেই সবাই ধরে ঠ্যাঙাবে!

না, না। এরা কেউ সেরকম নয়। কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় না।

ভাল।

পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করে কী করল বললে না তো!

কী আবার করবে! গাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। বলল, ওরা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে গলা টেপার ব্যাপারটা স্রেফ নিছক রসিকতা। তার বেশি কিছু নয়।

তাই বলল! ও মা!

ধ্রুব একটু হেসে বলে, আমার বাবার কথা ভুলে যাচ্ছো কেন ধারা? জানো না হি ওয়াজ এ মিনিস্টার? তোমাকে খুন করলেও আমার কিছু হত না।

হত না?

www.MurchOna.com

একেবারে রেড হ্যাণ্ডেড ধরলে বা আই উইটনেস থাকলে একটু ঝামেলা হত ঠিকই। কিন্তু তা নইলে কিছুই হত না।

আর এদিকে আমি ভেবে ভেবে মরছি যে, ধ্রুবকে পুলিশ বোধহয় হ্যারাস করে মারছে।

না। বরং কাল তারা আমার অশেষ উপকার করেছে। সল্ট লেকের মরুভূমি থেকে জীপ-এ করে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বাঁচলাম। ওরা ঠিক কাজই করেছে।

তুমি কেমন আছো ধারা ?

ভালই তো।

আজ অফিসে যাওনি ?

না। শরীরটা ভাল নেই। গলায় ব্যথা।

খুব ব্যথা ?

তেমন কিছু নয়। ডাক্তার দেখিয়েছি। হয়তো একটা কলার নিতে হবে।

আই অ্যাম সরি।

সরি ? যাক, তোমার মুখ থেকে [illegible] বেরিয়েছে সেই আমার ভাগ্য ! তবে সরি হওয়ার দরকার নেই।

কেন ?

[illegible] অ্যাম এনজয়িং দা পেইন।

হাউ ! ব্যথা কেউ এনজয় করে ?

আমি তো করছি [illegible] টা. যেন তুমিই [illegible] সারাক্ষণ সঙ্গে আছো। ভাল লাগছে খুব, বিশ্বাস করো।

করলাম। আজ[illegible] পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে।

আমি একাই [illegible] তুমি নও ?

আমিও বোধহয় [illegible] স্বামীর সম্ভাব্য হত্যাকারীর সঙ্গে তোমার মতো এরকম আকুলতা নিয়ে কথা বলতে [illegible] গালে মারলে আর এক গাল পেতে দেওয়ার চেয়েও মারাত্মক মনোভাব !

ইয়ার্কি কোরো না। আজ একবার আসবে ?

আজ ! কী যে বলো ! আজ আসতে আমার লজ্জা করবে না ?

প্লীজ !

কেন ?

কি জানি ! আজই তোমাকে দেখার জন্য পাগল-পাগল লাগছে। কোনো কাজ নেই তো ?

একটু আছে।

ওঃ সরি ! তোমার বউ যে নার্সিং হোমে তা একদম খেয়াল ছিল না। কেমন আছে বৌদি ?

খবর পেয়েছি ভালই।

আর বাচ্চাটা ?

সেও ভাল।

তাহলে আসতে পারবে ? কাল যেতে চেয়েছিলে। যাওনি। আজ এসো, খাওয়াবো।

তুমি নিজেই তো এক খাদ্য ! অন্য খাবার লাগবে না।

আমি খাদ্য না অখাদ্য তা তো কখনো চেখে দেখনি। বুঝবে কী করে ব্রহ্মচারীমশাই ?

আজ থাক ধারা। আর একদিন হবে।

কেন সংকোচ করছ ? কালকের ঘটনায় তোমার চেয়ে আমার লজ্জা ঢের বেশি। বিশ্বাস করো।

তুমি প্রলাপ বকছো কিনা জানি না। কিন্তু যদি সত্যিই তোমার এরকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয়ে থাকে

www.MurchOna.com

তবে শিগগির একদিন যাবো। কিন্তু আজ নয়। আজ আমার ধ্রুবর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া আছে।

কার সঙ্গে ?

ধ্রুব অর্থাৎ নিজের সঙ্গেই।

কী যে সব অদ্ভুত কথা বলো না !

কাল রাতে আমার ভিতর থেকে যে অদ্ভুত লোকটা বেরিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে আগে আর কখনো দেখা হয়নি। তাকে দেখার পর থেকেই আমার একটা প্রবলেম শুরু হয়েছে। ওই যে কী একটা সিনেমা আছে না ক্র্যামার ভারসাস ক্র্যামার ! এ অনেকটা তাই। ধ্রুব ভারসাস ধ্রুব একটা খিচান চলছে।

আমি একটা কথা বলব ধ্রুব ?

বলো না।

লোকটা তোমার অচেনা হলেও আমার অচেনা নয়। তাকে আমি বহুবার বহু অকেশনে দেখেছি।

বটে ! তাহলে সাবধান করোনি কেন ?

তুমি স্যাডিস্ট, সাবধান করে কী হবে ? আর ওই স্যাডিজমই তোমার অ্যাট্রাকশন। তুমি তো বর্বর নও, একটু নিষ্ঠুর মাত্র।

খুব পোয়েটিক্যাল ডায়ালগ দিচ্ছো যে !

আজ যেন কেমন একটা লাগছে গো। এসো না, খুব মজা করবো দুজনে।

মজা আজ জমবে না ধারা। দুজনে মজা হয়, কিন্তু তিনজনে মজা হয় না। তৃতীয় লোকটা বাগড়া দেবে।

তিনজন আবার কে ?

তুমি, আমি আর ধ্রুব !

ফের সেই হেয়ালী !

হেঁয়ালী নয়। তুমি বুঝবে না।

তাহলে সারাদিন বই পড়ে কাটাতে হবে আজ ?

বই পড়ো, গান শোনো, রাঁধো, খাও। যা খুশি করো। সময় কেটে যাবে ঠিক।

ধ্রুব ফোন নামিয়ে রাখল।

জগা খুব কাছ থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করলো, কে বলো তো মেয়েটা !

ধ্রুব একটু চমকে গিয়েছিল। জগাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, তোমার সে খবরে কী দরকার ?

জগার মুখে হাসি বা অমায়িক ভাব নেই। একটা হিংস্রতাই আছে বরং। বলল, দরকার একটু আছে। আজ যখন তুমি ঘরে ঘুমোচ্ছিলে তখন খুব সকালে কর্তাবাবুর কাছে পুলিশ ফোন করেছিল।

ধ্রুব একটু অবাক হয়। পুলিশের তো ফোন করার কথা নয়। সদানন্দ বলেছিল কেসটা ডিসমিস হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করে, কী বলল পুলিশ ?

তুমি সল্ট লেক-এ একটা মেয়ের ফ্ল্যাটে কাল নাকি হুজ্জোতি করেছো ! সত্যি নাকি ?

করে থাকলে কী ?

খুব গুণধর ছেলে হয়েছো তাহলে ! অ্যাঁ ! আর যে দোষই থাক এ দোষটা তোমার ছিল না কখনো। এখন এটাও অভ্যাস করলে ?

ধ্রুবর রাগ হল না। জগার ওপর রাগ করে লাভও নেই। এক সময়ে এবং এখনো জগা কৃষ্ণকান্তর ডান হাত ছিল বা আছে। যত লাঠিবাজি বা গা-জোয়ারির ব্যাপার আছে তাতে জগাই নেতৃত্ব দেয়। শরীরে অসীম ক্ষমতা, মনে অগাধ সাহস, প্রভুভক্তি তুলনাহীন। শুধু তাই নয়, প্রভুর

www.MurchOna.com

পরিবারভুক্ত সকলকেই সে আত্মীয়সমান জ্ঞান করে। সেই বোধ থেকেই সে কৃষ্ণকান্তর ছেলেমেয়েকে প্রয়োজনে শাসন বা ভর্ৎসনা করতে পিছপা হয়নি। ধ্রুব জানে জগার ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে লাভ নেই, সে তাকে পরোয়া করে না। ধ্রুব তাই জগার চোখের দিকে গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, করলাম না হয়।

ওসব না হয় টাহয় ছাড়ো। সত্যি কথাটা কী?

ওটাই সত্যি কথা। মেয়েটির ফ্ল্যাটে আমি যাই।

কর্তাবাবু আজ চোখের জল ফেলেছেন তা জানো? শত দুঃখ পেলেও আমরা তাঁর চোখে জল দেখিনি কখনো।

কাঁদলেন নাকি?

কাঁদবারই কথা। ফোন যখন ধরেন তখন আমি সামনে ছিলাম। ফোনটা নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ দু হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন। তখন আমি জল গড়াতে দেখেছি।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যে কাঁদতে হবে।

তুমি সদ্য বাবা হয়েছো। এখনই ঠিক বুঝবে না। তবে পরে বুঝবে বাপ হলে কেমন লাগে বুকের ভিতরটা।

ধ্রুব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না।

জগাও একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল কাল ওখানে?

তেমন কিছু নয়।

মেয়েটাকে তুমি মারধর করেছিলে? নাহলে পুলিশ জানল কী করে?

একটু ঝগড়া হয়েছিল।

ঝগড়া নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। যদি বলো তাহলে গিয়ে সাফ করে দিয়ে আসতে পারি।

ধ্রুব একটু চমকে উঠে বলে, না না। ওসব কে বলেছে?

জগা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলাতেই বলে, যদি মেয়েমানুষের কাছে যেতেই হয় তো যাবে। পুরুষ মানুষের একজনকে নিয়ে চলে না। কিন্তু সেটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যেতে হয়। তুমি হুজ্জতি করে বেড়াও কেন? মাল খেয়ে সারা শহরে জানান দিয়ে বেড়াচ্ছ, মেয়েমানুষ নিয়ে হৈ-চৈ ফেলে দিচ্ছো। তুমি ওরকম কেন?

তবে কিরকম হতে হবে?

যে রকম হলে লাঠিও ভাঙে না আবার সাপও মরে। তোমার তো অত বুদ্ধি আর এই সামান্য ব্যাপারটা বোঝো না?

ধ্রুব একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল।

জগা বলল, মেয়েটা কে?

মেয়েটাকে ভুলে যাও জগাদা।

ভুলব কেন? একটু কড়কে দেবো।

কড়কানোর দরকার নেই।

আছে। জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো যে ভাল নয় সেটা তাকে বুঝিয়ে দেবো।

ও কিছু করেনি।

আর কিছু না করুক পুলিশের কাছে তোমার নামে নালিশ করেছে। লোক জানাজানি হয়েছে। সেটা কি কম? তুমি তো জানোই কর্তাবাবু পলিটিক্যাল লিডার। তাঁর ছেলেকে নিয়ে বদনাম রটলে ভোটের ক্ষতি হয় না? ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় না?

এসব কথা জগা শিখেছে দীর্ঘকাল কৃষ্ণকান্তর সঙ্গ করে করে। ধ্রুব জানে, জগার মাথায় একমাত্র কৃষ্ণকান্তর ইমেজ রক্ষা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই। কৃষ্ণকান্তর ইমেজ রক্ষা করতে গিয়ে সে একমাত্র

www.MurchOna.com

লাশও নামিয়ে দিয়েছে। ধ্রুব জগার দিকে আবার অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ওকে আমিই সাবধান করে দেবো।

দিলে ভাল। মেয়েছেলের গণ্ডগোলে আমি নাক গলাতে চাই না। তবে বেশি বেগড়বাঁই দেখলে আমাকে বোলো। এখন চলো, নার্সিং হোম-এ যাবে তো!

ধ্রুব আবার বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে, হুঁ।

রেমির জ্ঞান ছিল না। অপারেশনের পর এখনো অ্যানাস্থেশিয়ার ঘোর কাটেনি। তাছাড়া অপরিসীম দুর্বলতা তো আছেই। নাকে নল, হাতে ছুঁচ নিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে সে।

ধ্রুব মুখের দিকে চেয়ে ছিল। নার্স রেমিকে ডাকল, শুনুন! এই যে মিসেস চৌধুরি! দেখুন কে এসেছে! আপনার হাজব্যাণ্ড।

রেমি শুধু "উঁ, উঁ" বলল বার দুয়েক। একবার দুটি চোখের পাতা একটু কাঁপল।

খুব কষ্ট হচ্ছে ভেবে ধ্রুব বলল, থাক থাক।

নার্স বলে, ভিতরে কনশাসনেস আছে।

কেমন আছে ও?

ভাল। এখন অনেক ভাল। শুধু ইউরিনে এখনো ব্লাড আসছে।

সেটা কি খারাপ লক্ষণ?

একটু ডেনজার আছে এখনো। বিকেলে একজন ইউরোলজিস্ট এসে দেখবেন।

ধ্রুব ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানে না। তাই শুধু মাথা নাড়ল।

ছেলেকে দেখবেন না?

ছেলে! ধ্রুব যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না এমনভাবে বলল।

দাঁড়ান, আয়াকে বলছি নিয়ে আসতে।

থাকগে।

থাকবে কেন? বাবা হয়েছেন, দেখুন। খুব সুন্দর বাচ্চা।

ধ্রুব আর জগা পাগলের মতো পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আয়া একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে। ন্যাকড়ায় জড়ানো একটুখানি রাঙা একটা ইঁদুরছানা। হাতে নম্বরের টিকিট বাঁধা।

ধ্রুব নিস্পৃহ চোখে দেখল।

জগা বলল, চৌধুরি বাড়ির ছেলে দেখলেই চেনা যায়।

কি করে চিনলে?

রং দেখছো না? হাতের কাঠামোটাও দেখ। কত বড় হয়েছে দেখেছো? সাড়ে আট পাউণ্ড।

ধ্রুব বিশেষ উৎসাহ বোধ করল না এই সংবাদে। সে জানে এ বাচ্চা সে সৃষ্টি করেনি। তার ভিতর দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র। মানুষ একটা সূত্র ধরে জন্মায়। সে এই শিশুর জন্মের কারণ, স্রষ্টা নয়। সে এর রক্ষণাবেক্ষণকারী, কিন্তু নিয়ন্তা নয়। যেমন কৃষ্ণকান্ত নন ধ্রুবর নিয়ন্তা। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত [illegible] কি কোনোদিন বুঝবেন?

॥ ৮১ ॥

[illegible] হইয়া আসিয়াছে। [illegible] ঘরখানিতে কিছু ভৌতিক ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। [illegible] আমার পরিচিত। আমি একা মানুষ বলিয়া এবং একাকী থাকিতে পছন্দ [illegible] বড় বেশী অনুভব করি। এইসব ছায়াদের সহিত আমার পরিচয় [illegible]

www.MurchOna.com

বহুকালের। কখনো এমন হইয়াছে যে, আমি নির্জনতায় একাকী আমার চারিদিকের ছায়াগুলির মধ্যে একপ্রকার নীরব বাঙ্ময়তা লক্ষ করিয়াছি। ইহারা যেন কিছু বলিতেছে, কিছু প্রকাশ করিতে চাহিতেছে।

"কিন্তু কী বলিবে? ছায়ারাজ্যের কোন গোপন বার্তা ইহারা আমাকে শুনাইতে চাহে? এক একদিন আমি এইসব ছায়ার সহিত কিছু ক্রীড়ায় মাতিয়া উঠি। দেরাজের উপর হইতে সেজবাতিটি সরাইয়া আলমারির মাথায় স্থাপন করি। কখনো বা জানালার তাকের উপর রাখি। এইরূপে ছায়াগুলির রূপান্তর ঘটে, নকশা পাল্টাইয়া যায়। কখনো বা আমি ছায়াগুলির সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ছায়া অলীক, তাহার সত্তা নাই। বস্তু ও আলোর পারস্পরিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল এক প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই সত্য জানিয়াও মাঝে মাঝে ওইসব ছায়ার ভিতর আমি পরপারের অস্পষ্ট দর্শন পাইয়া যাই।

"আজও প্রদোষের আলো ম্লানতর হইল। ঘরে এখনো আলো দিয়া যায় নাই। শিয়রে ম্লানমুখী সেই কিশোরী বসিয়া আছে। আজ সে আর কিশোরী নহে। বয়সের হিসাবে সে প্রবীণাই বোধহয়। ত্রিশ ছুঁইয়া তাহার সতেজ শরীরটা যেন তপোক্লিষ্টা উমার মতো। এই বয়সে গৃহবধূরা পুত্রকন্যার জননী এবং ঘোর সংসারী। এই যুবতী অনূঢ়া বলিয়াই বোধহয় সংসারের নানাবিধ গ্লানি ইহাকে স্পর্শ করে নাই। আমার বিশ্বাস, বিবাহ হইলেও ইহার অন্তর অমলিন থাকিত।

"আজ প্রদোষের এই ক্ষীণ আলোয় ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, আমার হৃদয় কতকাল যাবৎ চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত ও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া আছে। সুনয়নী আমাকে সন্তান দিয়াছে, সংসার দিয়াছে। আমার দাম্পত্য জীবন বিন্দুমাত্র অসুখের ছিল না। তবু তাহাই সবটুকু নহে। কী যেন অসম্পূর্ণ ছিল। আজ আমার প্রিয় ছায়াগুলির মধ্যে সেও এক অস্পষ্ট রহস্য মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রক্তমাংসের অতীত এক শাশ্বত মানবী। পুরুষকে পরিপূর্ণ করিবার অমৃত ভাণ্ডটি তাহার হাতে।

"যে নির্লজ্জ প্রস্তাব তাহার নিকট করিলাম স্বাভাবিক নিয়মে আমার ন্যায় সঙ্কুচিত রসনার মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঘরের ছায়াগুলি—সত্তাহীন অলীক ওই ছায়াগুলি কী এক পরিমণ্ডল রচনা করিয়া দিল। আমার মনে হইল যাহা চাই তাহা আজ এই মুহূর্তে মুখ ফুটিয়া চাহিয়া না লইলে চিরকাল, এমন কি পরজন্মেও আক্ষেপে মাথা কুটিয়া মরিতে হইবে। তৃষ্ণা মিটিবে না।

"সে লজ্জায় অধোবদন হইল। কিন্তু জানি, এই প্রস্তাব তাহার কর্ণে বংশীধ্বনির মতো শুনাইল। সে আর সেই কিশোরী নহে। চঞ্চলমতী, দুঃসাহসী, লজ্জাহীনা সেই কিশোরী প্রতিনিয়ত যেন উপচাইয়া পড়িত। আজ এই যুবতী কিন্তু নিজেকে দুই কূলের মধ্যে বাঁধিয়াছে। তাহার উচ্ছ্বাস নাই, গভীরতা আছে। দুঃসাহস প্রকাশ পাইতেছে প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে। নির্লজ্জতা ঢাকিয়াছে অন্তঃশীলা স্নেহের স্রোত। ইহাকে আমি কোনোদিনই কামনা করি নাই, তবে চাহিয়াছি। আজ আমি যে বয়স ও যে মানসিকতায় উত্তীর্ণ হইয়াছি তাহাতে দেহগত কামনা আমাকে পীড়া দেয় না। কোনোকালেই দিত না। তাই এই যুবতী যখন কিশোরী ও প্রগল্‌ভা ছিল তখনো আমি ইহাকে কামনা করি নাই।

"সে বলিল, আমরা কি পারব?

কি পারার কথা বলছো?

সব ছেড়ে চলে যেতে হবে, তা জানো?

কেন, সব ছেড়ে যাবো কেন?

তোমার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। তারা সব সন্তানের মা-বাবা।

সে সব জানি।

আমার বাড়ি থেকেও কথা উঠবে।

কেন উঠবে?

www.MurchOna.com

দশ বছর আগে হলে উঠত না। এখন উঠবে।

"আমি হাসিয়া কহিলাম, আমাদের এখন এসব ভাববার মতো সময় নেই। সময় জিনিসটা ভারী অদ্ভুত। কখন যে মানুষ যুবক অবস্থা থেকে টক করে বুড়োর দলে চলে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না।

"সে চোখ পাকাইয়া কহিল, তুমি কি বুড়ো?

"আমি একটু ভাবিয়া কহিলাম, নিজেকে বুড়ো ভাবার বাতিক আমার কেটে গেছে। বয়স নিয়ে বেশী ভাবি না। কিন্তু এটাও ঠিক, সময় জিনিসটাকে খেয়াল রাখতে হয়।

আচ্ছা মানলাম। কিন্তু ধরো যদি আমাদের এক হতেই হয় তাহলে তার আগে কতগুলো কাজ সেরে নিতে হবে না? হুট করেই কি এ বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসা যায়?

আমাদের আবার বকেয়া কাজ বাকি কী?

পুরুষমানুষের যদি কখনো কিছু খেয়াল থাকে। তোমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ঘরে রয়েছে, নাবালক ছেলে। এদের ব্যবস্থা করতে হবে না?

"আমি হাল ছাড়িয়া কহিলাম, তবেই হয়েছে। ওসব করতে গেলে কত সময় বয়ে যাবে।

যাবে যাক। এতদিন যখন অহল্যার মতো অপেক্ষা করতে পেরেছি আর কিছুদিনও পারব। বিশাখার বিয়েটা হোক, তুমি কন্যাদায় থেকে মুক্ত হও, তারপর সব।

নাবালক পুত্রকে নিয়ে কী বলছিলে?

কিছু বলছিলাম না। ভাবছিলাম। তোমাকেও ভাবতে বলি।

কৃষ্ণকে নিয়ে তো কোনো ঝামেলা নেই। ভাববে আবার কী?

"সে মাথা নাড়িয়া কহিল, ভাববার আছে বৈকি। কৃষ্ণ তো আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। ওর বুদ্ধি বেশী, তেজ বেশী। ও যদি আমাদের এই বুড়ো বয়সের বিয়েকে না মানে তবে আমি বড় অশান্তি পাবো। ও আমার ছেলেই। অ'র ছেলে বলেই দুশ্চিন্তা।

"আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম। বাস্তবিক কৃষ্ণ শুধু বুদ্ধিমান নহে, প্রবল রকম তেজস্বীও। সে আমার পুত্র এবং তাহার সহিত আমার বয়সের প্রচুর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমি তাহাকে কি করিয়া যেন শ্রদ্ধা করিতে শুরু করিয়াছি। এই শ্রদ্ধাবোধের পিছনে যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। পুরুষমানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধি, মেধা, অন্যান্য সাফল্যের চেয়েও ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিত্ববান তাহাকেই বলা যায়, যে ঘৃণাকে ঘৃণা, সুন্দরকে আলিঙ্গন, শুভকে অভিনন্দন জানাইতে দ্বিধা বোধ করে না। যে লক্ষ লোকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে ভীত হয় না। সৌভাগ্যক্রমে আমি তেমনই ব্যক্তিত্ববান একটি পুত্র লাভ করিয়াছি। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে কিরূপ হইবে তাহা আগাম বলিতে পারি না। কিন্তু এই বাল্যকালে, জীবনের উষালগ্নে তাহার চরিত্রের যে গঠন লক্ষ করিতেছি তাহা যেমন আশাপ্রদ তেমনই আনন্দদায়ক।

"কাজেই কৃষ্ণকে লইয়া ভাবিতে হইবে বৈকি। সে মুখে কিছুই হয়তো বলিবে না। তাহার ভদ্রতাবোধ উদাহরণযোগ্য। সে বিনয়ী এবং নম্র। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে ইস্পাত-কঠিন এক দৃঢ়তাও আছে। আজ এই বয়সে যদি আমি পুনরায় বিবাহ করি তাহা হইলে তাহার মনোভাব কী হইবে সেটাই ভাবনার বিষয়। মনে হইতেছে, একমাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কাহারও প্রতিক্রিয়া বা মতামত লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই।

"সে বলিল, কী ভাবছো?

কৃষ্ণর কথা। তুমি ঠিকই বলেছো, কৃষ্ণকে নিয়েই ভাবনা।

"সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি ওকে সব বলব।

"আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, বলবে! কৃষ্ণকে এসব বলবে কেন?

বলা উচিত। কিন্তু তুমি ভেবো না। আমি বুঝিয়ে বলব।

www.MurchOna.com

"আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। তুমি যা করবে ভেবেই করবে জানি।

ভেবেই করব। কৃষ্ণ অবিবেচক নয়।

বিশাখার বিয়ের ব্যাপারে একটু রাজেনবাবুকে খবর দেবে?

রাজেনবাবু তো কালও তোমাকে দেখতে এসেছিলেন!

না না, দেখতে এলে আলাদা রকম আসা। তখন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ঠিক নয়। প্রস্তাব দিতে হলে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ করে আনা উচিত। আমি বরং একটা চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি।

তাই ভাল।

শচীন কি আসে-টাসে? ওকে ক'দিন দেখছি না।

বড় বউমা আসার পর থেকে আসছে না। বোধহয় লজ্জায়।

"আমি হাসিলাম। লজ্জা হওয়ারই কথা। কহিলাম, কাগজ আর দোয়াত কলম আনো। চিঠিটা লিখে ফেলি।

"চিঠির মুসাবিদা করিয়া আজ বুকের ভার হালকা হইল। কন্যার বিবাহ হইবে, পিতা হিসাবে দায়মুক্ত হইব। আনন্দেরই কথা। কিন্তু মনে হইতেছে এই পত্রের মুসাবিদা করিয়া যেন আমি আমার জীবনেরই একটি রুদ্ধদ্বারকে অর্গলমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি স্বার্থপর?

"চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া একটু হাসিলাম তৃপ্তির হাসি। জানি চিঠি পড়িয়া রাজেনবাবু আসিবেন। তারপর কী হইবে তাহা জানি না। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস পোক্ত হইলে হয়তো বলিতাম, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট ও কর্মকুণ্ঠ হইলেও অদৃষ্টবাদী নহি। তাই সকল বিষয়ে ঈশ্বর বা অদৃষ্টকে বরাত দিয়া বসি না।

"সে আমার মাথার উপর স্নিগ্ধ হাতখানা ক্ষণিকের জন্য রাখিল। তারপর দ্রুত পায়ে চলিয়া গেল।

"আজ উঠিয়া বসিতে পারিতেছি। তেমন দুর্বলতাও বোধ করিতেছি না। আজ সচ্চিদানন্দকে একটি পত্র লিখিলে কেমন হয়? জীবনে কোনো এমন মানুষ পাই নাই যাহাকে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। সচ্চিদানন্দও যে সেরূপ মানুষ তাহা নহে। তবে সে আমার আবাল্য সুহৃদ এবং বিশ্বস্ত। সে আমার যতই সমালোচনা করুক বা প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করুক অন্তর দিয়া সে আমাকে একদা ভালবাসিয়াছিল। আজ প্রবাসে গিয়া সে বড় উকিল হইয়াছে, কংগ্রেস করিতেছে, দেখা-সাক্ষাৎ নাই। তথাপি আমি জানি সে আমাকে জীবন হইতে মুছিয়াও ফেলে নাই। কতগুলি সম্পর্ক মুছিয়া ফেলা যায়ও না।

"লিখিলাম! ভাই সচ্চিদানন্দ, বহুকাল তোমাকে পত্র দিই না। তোমার শেষ পত্র পাইয়াছি বোধহয় মাস ছয়েক আগে। তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে নাই। তোমার আমার মধ্যে নিয়মিত পত্র বিনিময়ের পৌনঃপুনিক ক্লান্তি নাই। যখন প্রয়োজন ও আগ্রহ দেখা দেয় তখন লিখিলেই চলে। ইহা একরূপ ভাল। ইহাতে কথা জমিয়া উঠিবার অবকাশ পায়। পত্র লিখিবার আনন্দ ব্যাহত হয় না। তাহা ছাড়া পত্র তো বাহক মাত্র। যাহা সে বহন করিয়া লইয়া যায় তাহা হৃদয়। সেই হৃদয়ই যদি স্পন্দিত না হয় তাহা হইলে পত্র লিখিয়া কী হইবে? তোমার আমার সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হউক, পরস্পরের কুশলবার্তা না পাইলে অস্থির হইব এমন নহে।

"আজ তোমাকে কী লিখিব তাই ভাবিতেছি। লিখিবার যে কত কিছু আছে। কত কথা অভ্যন্তরে জমিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়া তোমার শিরঃপীড়ার কারণ হইব নাকি?

"বরং তোমাকে একটি সংবাদ দিই। সেই কিশোরী রঙ্গময়ীকে তুমি তো ভুলিতে পার নাই। তাহাকে লইয়া অনেক বিদ্রূপ বাণ আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছ। এমন কি বিবাহ করিবার পরামর্শ দিতেও তোমার বাধে নাই। বরাবরই তুমি ঠোঁটকাটা এবং অবিনয়ী। যদিও নিজেকে তুমি

www.MurchOna.com

উচিতবক্তা বলিয়া মনে কর।

"রঙ্গময়ী আজ আর কিশোরী নাই। তুমি এখানকার বাসস্থান গুটাইয়াছ। বহুকাল এ শহরে পদার্পণ কর নাই। রঙ্গময়ীকেও সুতরাং তুমি এখনকার রূপে চাক্ষুষ কর নাই। কিন্তু আমার চক্ষুর সম্মুখেই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। বড় ইচ্ছা করে আমার চক্ষু দুইটি আজ তোমাকে দিই, আমার দুই চক্ষু দিয়া তুমি রঙ্গময়ীকে অবলোকন কর।

"রূপের কথা কি ছাই বকিতেছি? রঙ্গময়ীকে রূপের জন্য কে শিরোপা দিবে? ধারাল মুখশ্রী ও তীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটি ছাড়া তাহার চটকদার কিছু নাই। কিন্তু আমার চক্ষু দিয়া যদি দেখিতে তবে তাহার মধ্যে আর এক অপরূপাকে তুমি দেখিতে পাইতে। একদা তুমি তাহার রূপে মজিয়াছিলে। কিন্তু হৃদয়ের কন্দরে তাহার যে এক দিব্য প্রস্রবণ আছে তাহাতে অবগাহন করিতে পার নাই।

"তোমাকে কী বলিব তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। এ বয়ঃসন্ধির প্রণয় প্রলাপ নহে। ইহা এক আবিষ্কারের কাহিনী। কিন্তু এমনই ব্যক্তিগত সেই আবিষ্কার যে, খুব ঘনিষ্ঠ বয়স্যকেও বুঝি বুঝাইয়া বলা যায় না।

"এই আবিষ্কার ঘটিল এক আকস্মিকতার মাধ্যমে। এক আততায়ী আমাকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য যে, সে সফল হয় নাই। তবে আমাকে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল বটে। আজও আমি একপ্রকার শয্যাশায়ী।

"এই ঘটনাটির কথা বিশদ লিখিব না। তাহার প্রয়োজনও নাই। মানুষের জীবনে দৈব-দুর্বিপাক তো ঘটিয়াই থাকে। কিন্তু এই ঘটনার অন্তরে এক গভীর তাৎপর্য আছে। যেমন দুর্যোগের অশনিপাতে মানুষ আচমকা বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পায়, এই ঘটনার সময় মৃত্যু-অশনির ক্ষণিক স্পর্শে আমি সেইরূপে এক দূরদৃষ্টি লাভ করি।

"ভায়া হে, মৃত্যু চিন্তার কথা তোমাকে বহুবার লিখিয়াছি। হয়তো বিরক্ত হইয়াছে। আজও লিখি, মৃত্যুর কথা আমি কখনো ভুলি না। সর্বদা বাঁচিয়া থাকিয়া মৃত্যুর ধ্যান ইহজন্মে আমাকে ছাড়িবে না।

"কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া আমার জীবনে মোড় ফিরিল। আজ আর আমি সেই দুর্বলহৃদয়, মৃত্যু চিন্তায় বিহ্বল হেমকান্ত নই। মৃত্যু যেন আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া গেল, মরিতে হয় তো মর না! মৃত্যু এইরূপ।

"আমি দেখিলাম এবং চিনিলাম। মনে হইল, ইহা তো খুব বেশী কিছু নয়। খুব অঘটন কিছু তো নয়। আততায়ীর অস্ত্র, সন্ন্যাস রোগ, যক্ষ্মা—উপলক্ষ্য যাহাই হউক, ঘটনা সামান্যই।

"বাল্যকাল হইতেই আমি গাছপালা ও পশুপক্ষীর সন্নিকটে থাকিতে ভালবাসি। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণের প্রকাশ ও সেই প্রাণের নানা ক্ষুদ্র ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জীবজগতের সহিত তবু একাত্মতা আমার কোনোদিন ঘটে নাই। কোনোদিন মনে হয় নাই একটি মানুষ বা একটি গাছের জন্ম বা মৃত্যু কোনো ঘটনাই নহে। বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের যে অবিরল প্রকাশ ঘটিতেছে আমরা তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। একটি নিবিয়া গেলেও প্রাণ তো অবিনাশী—ক্রিয়া করিয়াই চলে। যে কেবল ব্যক্তিগত মৃত্যুর কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হয় সে জ্ঞানবান নহে।

"একটু ভুল বকিতেছি কি ভাই সচ্চিদানন্দ? হইতে পারে। আজ আমার মনটাই প্রগলভ। বাক্য বা ভাষা তো তদনুরূপই হইবে। ক্ষমা করিও। তোমার এই চির-নাবালক বয়স্যটির অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছ। এবারটাও কর।

"যাহা বলিতেছিলাম। খানু পাগলের তাড়া খাইয়া বাল্যকালে আমার যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা তোমার মনে আছে। এবার আততায়ী আসিয়া তদপেক্ষা অনেক বড় ঝাঁকুনি দিয়া গিয়াছে। সেই আন্দোলন আমার রক্তে এখনও দোলাচল সৃষ্টি করে।

"এই ঘটনার ফলে আমার অভ্যন্তরে যেন ঘুম ভাঙিল। নিদ্রোত্থিতের মতো চারিদিকে চাহিয়া

www.MurchOna.com

দেখিতেছি। বাস্তব জগৎ স্বপ্নের মতো নহে। সেই দৃষ্টিতেই রঙ্গময়ীর দিকে চোখ ফিরাইলাম। এই যুবতী বাল্যকাল হইতে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শিবের মাথায় জল ঢালিয়াছে, কলঙ্কের গুরুভার বহন করিয়াছে, বিবাহহীন কৌমার্যকে অবলম্বন করিয়া বড় অনাদরে বাঁচিয়া আছে। ইহাকে আদর করিবার কেহ নাই। কিন্তু সকলেই ইহার নিকট কেবল আদর যত্ন ও সেবা প্রত্যাশা করে।

"এইসব দেখিলাম। মনে হইল, কেন ইহাকে আর কষ্ট দিব? সংসার ইহাকে কিছু দেয় নাই: সংসার দেয় নাই বলিয়া আমিও চিরকাল স্তোকবাক্যে ইহাকে তুষ্ট রাখিব? আর কিছু তাহার প্রত্যাশা বা দাবী নাই?

সুতরাং—"

কর্তাবাবু!

হেমকান্ত চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিলেন।

চাকরটা মৃদু স্বরে বলল, দারোগাবাবু এসেছেন।

দারোগাবাবু! বিস্মিত হেমকান্ত আপনমনে কথাটি উচ্চারণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, নিয়ে আয়।

একটু বাদে যখন রামকান্ত রায় ঘরে ঢুকলেন তখন সেজবাতির আলোয় তাকে আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল।

হেমকান্ত বললেন, বলুন কি খবর!

আপনি কেমন আছেন?

একটু ভাল। বলে হেমকান্ত নড়েচড়ে বসলেন

রামকান্ত রায় শালগাছের মতো সিধে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আমি একটা অপ্রিয় কাজ করতে এসেছি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, কি কাজ?

আপনার বাড়ি সার্চ করার আদেশ আছে।

আমার বাড়ি সার্চ করবেন? হেমকান্ত হাঁ করে রইলেন।

সরকারী কাজ।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সার্চ করবেন কেন?

সব কারণ তো আপনাকে বলা সম্ভব নয়। তবে আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে। দেখবেন?

হেমকান্ত ওয়ারেন্ট দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তাঁর চোখে হঠাৎ একটা তীব্র রাগের দীপ্তি দেখা দিল। তিনি বললেন, সার্চ করবেন। কিন্তু আমার বাড়িতে এত রাত্রে আমি পুলিস ঢুকতে দিতে পারি না। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছেন। আপনি কাল সকালে আসবেন।

রামকান্ত রায় হেমকান্তের গলার দৃঢ়তা লক্ষ করে একটু দ্বিধায় পড়লেন। বললেন, আমি বাড়ির সব জায়গা সার্চ করব না। শুধু বিশেষ কয়েকটা স্পট।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আপনার একজন সেপাইও আজ রাত্রে আমার দেউড়ি যেন না পেরোয়। তার ফলাফল ভাল হবে না।

রামকান্ত রায় একটু হেসে বললেন, আপনি রাগ করছেন কেন? আমাদের তো সত্যিকারের জরুরী প্রয়োজনও এটা হতে পারে। আজ রাত্রে যদি সার্চ করি তবে বাড়ির লোকদের একটুও বিরক্ত করব না। কিন্তু যদি সেই অনুমতি না দেন কাল সকালে এসে গোটা বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে যাবো। সেটাই কি ভাল হবে?

হেমকান্ত বহুদিন পর সত্যিকারের রাগলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। কপালে একটা শিরা রাজটিকার মতো ফুলে আছে। মুখ রক্তিমাভ। বললেন, আমি জানি রাত্রে বাড়ি

www.MurchOna.com

সার্চ করার নিয়ম নেই। আপনি ইচ্ছে করলে বাড়ি ঘিরে রাখতে পারেন। তবু কেন জবরদস্তি করছেন ?

রামকান্ত রায় একটা শ্বাস ফেলে বললেন, সরকারী নিয়ম আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন না হেমকান্তবাবু।

যদি নিয়ম থেকেও থাকে তবু বলছি, আপনি ওকাজ করবেন না। এখন আসুন।

দুজনে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ বিষদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

তারপর রামকান্ত রায় বললেন, আচ্ছা। দেখা যাবে।

সামান্য উত্তেজনায় হেমকান্তর দুর্বল শরীর কাঁপছিল। দরজায় তাঁর দুই ছেলেমেয়ে এবং ছেলের বউরা উৎকণ্ঠিত মুখে নিঃশব্দে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

কনক বলল, কী হয়েছে বাবা ?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কিছু হয়নি। দারোয়ানদের বল দেউড়ি পেরিয়ে যেন কেউ ঢুকতে না পারে।

রামকান্ত রায় একটু হাসলেন। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

হেমকান্ত সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেয়।

॥ ৮২ ॥

ধ্রুব, বাপ হয়েছিস শুনলাম। সেলিব্রেট করবি না !

ধুস্ শালা, বাপ সবাই হয়, সেটা কোনো ইভেন্ট নাকি ! দেখিস না, ফুটপাথে অবধি বিয়োচ্ছে ভিখিরিরা !

তবু এই প্রথম বাপ হলি, ফাণ্ডাই আলাদা

সরকার বেশী বাপ হতে বারণ করেছে না ! এই বাঁধাবাঁধির যুগে বাপ হয়ে তো আমার লজ্জাই লাগছে !

তুই মাইরি বেশ বলিস। তবে বেশী বাপ আর তুই হলি কোথায় ! সেই কবে মান্ধাতার আমলে একটা বিয়ে কেলিয়েছিলি, তারপর বাপ হতে হতে তো বুড়ো মেরে গেলি বাবা।

বাপ আরো একবার হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেবারটা টসকে গেল।

যেটা টসকে গেছে সেটা তো হিসেবের মধ্যে নয়। এটা হিসেবের মধ্যে। আজ একটা ব্ল্যাকনাইট দুজনে মিলে উড়িয়ে দিই আয়। দাম আমি দেবো।

কেন, তুই দিবি কেন ? বাপ তো হলাম আমি, তুই তো নয়।

আরে ওই হল। তুই বাপ হলে আমিও বাপ। তুই আর আমি কি আলাদা ! এক পাঁইট ব্ল্যাকনাইট পেঁদিয়ে ঝুম হয়ে বসে থাকি আয়। মুর্গীর রয়্যাল খুমে নিবি একটা ?

না, আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুই কি শেষে ফিলজফার হয়ে যাবি ধ্রুব ? নাকি সাধুটাধু ?

বকিস না অত।

মাইরি বলছি, তোর লক্ষণ আমার ভাল ঠেকে না কোনোদিন। শালা মিনিস্টারের ঘরে রুপোর চামচে মুখে করে জন্মেছিস, তোর শালা কত আপ খেয়ে বসে থাকার কথা। কেন যে শালা ডাউন ব্যাটারির লোকদের সঙ্গে মিশে মিশে বখে গেলি। তা বখবি তো ভাল করে বখ। তা না আবার মাইরি কী যে সব উল্টোপাল্টা বলিস মঙ্গলগ্রহের ভাষায় কিছু বোঝা যায় না। ব্ল্যাকনাইট আবার ইচ্ছে করছে না কী রে ?

www.MurchOna.com

তুই শালা আগের জন্মে শুঁড়ির নাতি ছিলি। দুনিয়ায় যাই ঘটুক সেই অকেশন ধরে তোর খানিকটা গেলা চাই। মামার গোয়ালে গাই বিয়োলেও ব্ল্যাকনাইট, ধ্রুব চৌধুরীর ছেলে হল বলেও ব্ল্যাকনাইট—

তুই মাইরি বেশ বলিস। আসলে কি জানিস,একটা অকেশনে খেলে আর খুঁতখুঁতুনিটা থাকে না। আমার তো আবার ডাক্তারের বারণ। মাল খেতে গেলেই কেমন বুকটা খচ্ করে ওঠে। একটা অকেশন পেলে আর সেটা হয় না। তখন মনে হয়, নেশার জন্য তো নয়, এই একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল তাই একটু ফুর্তি করা আর কি।

তুমি হচ্ছো মালের গেঁড়ে। সবই বোঝো তবু নিজের সঙ্গে লুকোছাপাও করা চাই।

বাপু এই সাঁঝবেলাটায় আর এডুকেট করিস না আমাকে। এই সময়টায় আমি ভারী মাতৃহারা ছেলের মতো হয়ে যাই। ভিতরটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমার জীবনটা যে কিরকম ট্র্যাজিক তা তো জানিস।

পাছায় দুটো লাথ কষালে তোর দুঃখ এখন কোথায় যাবে রে গেঁড়ে?

তুই কি মদ্যপান নিবারণী সভা তৈরি করতে লাগবি রে শেষ অবধি, ধ্রুব? আমি তোর লক্ষণ যে ভাল দেখছি না।

আমার ভিতরে এখন অনেক দুশ্চিন্তা।

আবার দুশ্চিন্তা কি? ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ, বউ টিকিট কাটতে বসেছিল, শেষ অবধি ব্যাক করানো গেছে। ইউ আর এ হ্যাপী ম্যান।

আই অ্যাম নেভার এ হ্যাপী ম্যান।

সেইজন্যই তো বলি, ধ্রুবটা কি শেষ অবধি ফিলজফার হয়ে যাবে? তোর জন্য বড্ড ভাবনা হয় রে।

লাথি খাবি।

মাইরি তু-ই বল দোস্ত, তোর হ্যাপী না হওয়ার কারণটা কী? একে তো রাজাগজার বংশ,তার ওপর খোদ একটা মিনিস্টারের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছিস, চাকরি ধড়াধড় ছাড়ছিস ধরছিস, মেয়েছেলে চাইলেই পাস, তোর শালা দুঃখ-টুঃখ কি সইবে রে?

তুই মাল খাওয়া ছাড়া দুনিয়ার আর কি বুঝিস বল তো; দুনিয়ায় বহুরকম দুঃখ আছে। তোর মতো মাতাল সেটা বুঝবে না।

মাতালও লোকে দুঃখ থেকেই হয়। দেবদাসের কথা ভুলে যাচ্ছিস দোস্ত! তবে আমি অনেক ভেবেটেবে দেখেছি ফিলজফার হওয়ার কোনো মানে হয় না, নেতা হওয়ার মানে হয় না, কিছু হওয়ারই কোনো মানে হয় না। কারণ, কেউ কিছু করতে পারবে না এই দেশের। চারদিকে মাইরি এত দুঃখ ঢেউ দিচ্ছে যে আমার সারাক্ষণ বুকটা হুহু করে। তাই ঝুম হয়ে থাকি। মাল খেয়ে যাওয়া ছাড়া কারও কিছু করার নেই, বুঝলি!

বুঝলাম। তুই তো দেখছি আমার চেয়ে ঢের বড় ফিলজফার।

ফিলজফারও কি মালের কথা বলে মাইরি?

কেন তুই তো একসময়ে ফিলজফিতে এম এ চমকেছিলি। তুই জানিস না?

ওসব বাত ছোড়ো দোস্ত। মরা ইতিহাস। কবে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ কি আজও লেগে আছে আঙুলে? ব্ল্যাকনাইটটা কি হবে দোস্ত?

কালও আমার পেটে একটা বিচ্ছিরি ব্যথা হয়েছিল। তুই তো জানিস মদ জিনিসটা আমার কোনোকালে সয় না। জোর করে খেয়ে যাই মাত্র। না খেলে কোনো কিছু ফিলও করি না।

দ্যাখ ধ্রুব, তুই কিন্তু আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছিস।

কেন, তোর রাগের কী হল?

www.MurchOna.com

আমি মালের বিরোধিতা সইতে পারি না।

তুই খা না!

আমি তো খাবোই। আমি মাল খেয়ে মরার জন্যই জন্মেছি। কিন্তু তুই শালা কি ভাল হয়ে যাবি ধ্রুব? এরকম তো কথা ছিল না।

আমার ভাল হওয়ার কোনো চান্স নেই।

কেন নেই দোস্ত? এই যে দেখছি মাল খেতে চাইছিস না। এ তো ভাল লক্ষণ নয়! আমারও যে শালা এসব দেখলে কনফিডেন্স নষ্ট হয়ে যাবে।

আরে আমি ভাল হবোটা কী করে? জন্মেছি সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে, গরীবের রক্তচোষা পয়সা খেয়ে বড় হয়েছি। তার ওপর বাপ মিনিস্টার, সে আর এক কেলো। মিনিস্টার মানেই করাপশন। আমার রক্তে সেইসব বীজ কিলবিল করছে। আমার ভাল হওয়া কি সোজা?

কিন্তু তুই তাহলে এরকম করছিস কেন? মাল খাবি, রাজা উজীর সাজবি, নর্দমায় ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবি, তবে না লাইফ। ভাল হোস না ধ্রুব, প্লীজ। তোর পা ধরতে রাজি আছি।

তা ধর। কিন্তু ভয় পাস না। আমার মাথাটা আজ টিপটিপ করছে।

বাঃ তাহলে তো ভাল লক্ষণ; দু ফোঁটা পড়লে টিপটিপ একদম নেমে যাবে।

তা নামবে। কিন্তু আরো কথা আছে।

কী কথা?

আমার ব্রেনটা ভাল কাজ করছে না।

সে কীরকম?

ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কাল আর একটা কেলো করতে বসেছিলাম।

কী কেলো?

তা তোকে বলা যাবে না। কাল রাতেও অনেকক্ষণ টেনেছি। কিন্তু দেখছি গোলমাল হচ্ছে।

গোলমাল না হলে মাল খায় কোন বুরবক. এত দাম দিয়ে কিনে খাওয়ার মানেটা কি? সব গোলমাল করে দাও মা কারণেশ্বরী! দুঃখ ভুলিয়ে দাও মা, জ্বালা জুড়িয়ে দাও মা, চারদিকটা স্বপ্নের মতো করে দাও মা।

আমার কেসটা একটু অন্যরকম।

তুই নিজেই অন্যরকম রে ধ্রুব। তোর সঙ্গে মেশা আমার উচিত হয়নি।

দেখ চৈতন, আমার প্রবলেম অনেক সিরিয়াস।

তোর কোনো প্রবলেম নেই ধ্রুব। কেন ওসব বানাচ্ছিস। দেশের দিকে চেয়ে দেখ। চারদিকে দেখ কী দুঃখ! লোকে খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, মাগ-ভাতারে বনিবনা হচ্ছে না, ভিখিরি ধরা, লোডশেডিং, করাপশন, আর্বজনা, অসুখ। মাইরি দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওঃ।

লাথিটা এবার ঝাড়ব? নে শালা পিছু ফের।

লাথি আজকাল আর লাগে না রে। ইমিউনিটি এসে গেছে তো। ভাগ্যের লাথি, পুলিশের লাথি, বউয়ের লাথি, কুকুর ইঁদুরের লাথি, লাথিতেই তো আমার জীবনটা ভরা। লাথি মেরে কিছু শেখাতে পারবি না রে বাপ।

মাজাটা তো ভাঙতে পারব।

মাজা নেই, মেরুদণ্ড নেই, ওসব নেই রে ধ্রুব। কে যেন বলছিল তোর মিনিস্টার বাবা তোকে পুনা না বরোদা না নাসিক কোথায় যেন পাঠাবে।

কথা একটা আছে।

যাবি ধ্রুব?

হয়তো যেতে হবে।

www.MurchOna.com

কলকাতার গাড্ডা ছেড়ে যাবি ? যা । শুনেছি, ওসব জায়গা নাকি অনেক ভাল হয়ে গেছে । ঝা চকচকে রাস্তা, দারুণ ডিসিপ্লিন, ট্রামে বাসে ভীড় নেই, ট্যাকসি পাওয়া যায় আর শুঁড়িরা মালে জল মেশায় না । যা । ভাল থাকবি ।

ভাল থাকা অত সস্তা নয় । বিস্তর ঝঞ্ঝাট আছে ।

কিসের ঝঞ্ঝাট ?

সে সব ফ্যামিলি ম্যাটার । তোকে বলা যাবে না ।

কে শুনতে চাইছে ? ফ্যামিলি ম্যাটার শুনলেই আমার মাথা ধরে । ফ্যামিলি লাইনটা কী বল তো ! যাচ্ছেতাই একেবারে ।

আমারও তাই মনে হয় । কে বলে তুই ফিলজফার নোস ?

আজ একটু হয়ে যাক দোস্ত । তুই চলে যাচ্ছিস । একটা কেয়ারওয়েল নিয়ে নে । ব্ল্যাক নাইট ।

না রে চৈতন, আজ থাক । আমার আজকাল কেমন হাঁসফাঁস লাগে । কাল সকালে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম হঠাৎ ।

অজ্ঞান ! বলিস কি ?

তাই তো বলছি । আমার শালা দেখতে পেয়েছিল ভাগ্যিস । নইলে রাস্তার লোক হাসপাতালে চালান করে দিত ।

তোর কোন শালা ? যাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা হুজ্জোত করেছিলাম ?

হ্যাঁ । সে-ই ।

সে এখনো তোর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে ?

ঠিক রাখতে চায় না । তবে বিপদে পড়ে রেখেছে ।

তোর কপাল রে ধ্রুব । আমার যত রিলেটিভ আছে কেউ মাইরি ভয়ে আর সম্পর্ক রাখে না ।

তোকে ভয় কিসের ?

ওই যে মাঝে মাঝে একটু বেহেড হয়ে যাই । জীবনটা আমার বড় ট্রাজিক রে ধ্রুব । এই দুঃখে হয়ে যাবে নাকি এক হাত ব্ল্যাকনাইট ?

তুই টাকা পেলি কোথায় বল তো !

কেন শালা, আমি কালোয়ারের ছেলে, আমার পকেটে টাকা থাকতে নেই ?

তা আছে । কিন্তু হঠাৎ এতো ব্ল্যাকনাইট ব্ল্যাকনাইট করছিস কেন ? তুই তো খাস পেঁচো কালীর পেচ্ছাপ । কালীমার্কা ।

মাঝে মাঝে একটু ফিনফিনে নেশা করতে ইচ্ছে হয় না ?

আজ ইচ্ছেটা হয়েছে কেন ?

বড় দুঃখ রে ! একটু মুর্গীর রয়্যাল দিয়ে মুখবন্ধন করে নিলে বড় ভাল জমত ব্যাপারটা ।

তোর কি এখনো খিদে পায় চৈতন ? আমার পায় না !

আমার পায় ।

আমার মনে হয় পেটে একটা গজকচ্ছপ ঢুকে বসে আছে । গ্যাস হচ্ছে ।

দিনে বারোটা করে অ্যান্টাসিড খাবি ।

তোর মাথা !

মাতালদের রেডবুকে লেখা আছে রে । বারোটা অ্যান্টাসিড ।

আপনাকে দারুণ ফ্রেশ দেখাচ্ছে ।

রেমি কথাটা শুনে তরুণী নার্স মেয়েটির দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল । কথাটা যেন ঠিক বুঝতে

www.MurchOna.com

পারছে না। বলল, আমি কি ভাল আছি ?

ওমা ! ভাল নেই ? একদম ভাল হয়ে গেছেন আপনি।

রেমির মনে হচ্ছিল তার শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। একতাল ময়দার মতো তাকে ঠেসে মেখে ছেনে তারপর দলা পাকিয়ে ফেলে গেছে কে যেন। মৃত্যুর এক আবছা অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে এসেছে সে, কিন্তু এখনো সেই মৃত্যুর একটু শীতল স্পর্শ, মাথার ভিতরে এখনো কয়েক ফোঁটা মৃত্যুর অন্ধকার রয়ে গেছে। এখনো দুই জগতের এক মধ্যবর্তী মানসিক অবস্থায় রয়েছে রেমি। ঠিক স্বাভাবিক নয়।

নার্স মেয়েটি তা জানে। দীর্ঘকাল সংজ্ঞাহীনতার পর এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে রেমির আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যই বলল, অসুস্থতার কোনো চিহ্নই আপনার মুখে নেই।

রেমি ক্ষীণ গলায় বলল, আমার শরীর বড় দুর্বল।

ও তো একটু হবেই।

ছুঁচের বড় ব্যথা।

কমে যাবে। আর কয়েকটা দিন।

রেমি হাসল না। বড় বড় দুই চোখে অনির্দিষ্টভাবে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টি স্থির নয়, স্বাভাবিক নয়। শ্বাস ক্ষীণ, নাড়ী ক্ষীণ, শরীর সাদা, শীর্ণ, শিরা-উপশিরার নীলাভ সরীসৃপ চামড়ার নীচে দৃশ্যমান।

আপনার হাজব্যাণ্ড এসেছিলেন।

কখন ?

আজ সকালে। না দুপুরে বোধহয়।

আমার ছেলে ?

কাল সকাল থেকে এ ঘরে বেবিকে দেওয়া হবে। আপনার হাজব্যাণ্ড দেখে গেছেন বেবিকে।

আমি একবার দেখব। দেখাবেন ?

নিশ্চয়ই। বলে নার্স মেয়েটি আয়াকে ডেকে বেবি আনতে বলে দেয়।

আপনার হাজব্যাণ্ড কিন্তু খুব হ্যাণ্ডসাম।

রেমি হাসে না। খুশি হয় না। জবাব দেয় না।

ইনজেকশনটা দিয়ে দিই এবার।

দিন। আমার আর ব্যথা লাগে না।

নার্স ইনজেকশন দেয়। রেমি নির্বিকার চেয়ে শুয়ে থাকে। ছুঁচটা বের করে নিয়ে নার্স বলে, লাগল না তো !

আমার আর লাগে না। বললাম না। কত ব্যথা গেল ক'দিন। ইনজেকশন সে তুলনায় কিছুই নয়।

আপনি আমাদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

কেন বলুন তো !

এমন কাণ্ড বাঁধালেন ! হেমারেজ থামে না। এখন-তখন অবস্থা ! ডাক্তাররা তো হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

মরলেই বা কী হত ?

ও বাবা ! আপনার কিছু হলে আমাদের গর্দান থাকত নাকি ?

কেন ? গর্দানের ভয় কী ?

নার্সিং হোম ভরে গিয়েছিল লোকে। ভি আই পি-দের ফোনে ফোনে আমরা অস্থির। স্বয়ং কে কে চৌধুরি মানে আপনার শ্বশুরমশাই সারারাত্রি লবিতে বসেছিলেন।

www.MurchOna.com

খুব হৈ-হৈ হয়েছিল ?

সাঙ্ঘাতিক। নার্সিং হোমে একজন হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজ এবং একজন তান্ত্রিককেও আনা হয়েছিল।

বলেন কি ?

তাই তো বলছি আপনার কিছু হলে মিস্টার চৌধুরি আমাদের গর্দান নিতেন।

উনি আমাকে একটু বেশি ভালবাসেন।

ভি আই পি-দের আমরা এমনিতেই একটু বেশী যত্ন নিই। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমাদের নাওয়া-খাওয়া ছাড়তে হয়েছিল।

ইস। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

লজ্জার কিছু নেই মিসেস চৌধুরি। আপনি যে ভাল হয়ে গেছেন সেইটেই আমাদের সান্ত্বনা।

রেমি একটু ভাবল। অজ্ঞান অবস্থায় সে সারাক্ষণ যে সব অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে তার মধ্যে এক অচেনা পুরুষ ছিল। সেই পুরুষ কে তা সে জানে না। তবু সেই পুরুষের সঙ্গে একজনের সুন্দর একটা আদল ছিল।

রেমির রক্তহীন মুখে ক্ষীণ একটু লাল রঙ দেখা গেল। সে জিজ্ঞেস করল, ও ছিল না ?

ও কে ? কার কথা বলছেন ?

আমার হাজব্যাণ্ড !

আপনার হাজব্যাণ্ড ছিলেন কিনা ওই ভীড়ের মধ্যে লক্ষ করিনি। ছিলেন নিশ্চয়ই। সবাই ছিলেন।

রেমি একটু চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।

মেয়েটা বলে, আপনার হাজব্যাণ্ড কিন্তু খুব স্মার্ট। দারুণ।

আমাদের বাড়ির কেউ কি এখন আছে বাইরে ?

আছে। জগা বলে একজন।

তার কথা বলছি না। আর কেউ ?

খোঁজ করব ?

দেখুন না একটু। আমার বাপের বাড়ির কেউ আসতে পারে।

তারা অনেকক্ষণ আগে এসে দেখে গেছে।

আচ্ছা।

রেমি চোখ বোজে। দীর্ঘ একটা সময় চেতনাহীনতায় কাটিয়ে এখন তার প্রিয়জনদের দেখতে ইচ্ছে করছিল।

আয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে মৃদুস্বরে ডাকে, বউদি ! এই যে দেখুন। রাজপুত্তুর। সোনার বাউটি দিতে হবে কিন্তু।

রেমি নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে বাচ্চাটার দিকে। তার। তার। একমাত্র তার বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়া ধন। লাল, তুলতুলে, মোটাসোটা, ন্যাড়ামাথা। তবু যেন জন্মজন্মান্তরের চেনা। লক্ষ বছর এই শিশু তার গর্ভে বাস করেনি কি ? বুক জুড়ে বাৎসল্যের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে এল। কোথায় ছিল এই অসম্ভব অদ্ভুত অনুভূতি ! একটু আগেও তো একে দেখেনি সে !

রেমি হাত বাড়ায়। একটু ছোঁয় তার ছেলেকে।

ওকি ঘুমোচ্ছে ?

হ্যাঁ বউদি। খুব ঘুমোচ্ছে।

তাহলে রেখে এসো। আর শোনো, ফর্সা কাপড় দিয়ে জড়িও।

আয়া খুব হাসে, ফর্সা কাপড় কি গো ! ওর দাদু যে ভজনখানেক দামী নরম তোয়ালে দিয়ে

www.MurchOna.com

গেছেন। বাচ্চার কি অভাব আছে নাকি কিছুর ?

রেমি লজ্জা পায়। কৃষ্ণকান্ত যে একটা তুলকালাম কিছু করবেন এ তো তার জানাই ছিল।

ওর দাদু কি আজ এসেছিল ?

আসেনি আবার ! তিনবেলা হানা দিচ্ছেন গো ! আমরা সব ভয়ে জড়োসড়ো।

রেমি মিষ্টি করে বলে, উনি খুব ভাল। ভয় পেও না।

আপনাদের সবাই ভাল। বর ভাল, শ্বশুর ভাল, ছেলে ভাল। বাউটি না নিয়ে কিন্তু ছাড়ব না।

রেমি একটা শ্বাস ফেলে চোখ বুজল।

তারপর একটু অন্ধকার পেরোলো রেমি। শরীর এত দুর্বল যে চোখ বুজলেই ঘুমের আঠায় জড়িয়ে যায় চোখ। বোধহয় ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাকে।

বিছানায় মিশে থাকা রেমি তার আধো-ঘুমের মধ্যে আবার দৃশ্যাবলী দেখতে পাচ্ছিল। একজন লোক একা একটা বিশাল রোদে-পোড়া মাঠ পেরোচ্ছে। দু' বগলে ক্রাচ, গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাক। কোথায় চলেছে ?

ধ্রুব না ? রেমি কেঁপে ওঠে ভয়ে।

॥ ৮৩ ॥

সংজ্ঞা যখন ফিরল তখন হেমকান্তর উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। দুর্বল শরীরে রাগ, অপমান এবং অযোগ্যের স্পর্ধা তাঁকে বড় বেশি আন্দোলিত করে ফেলেছিল। হেমকান্ত চারদিকে চাইলেন। ঘরভর্তি তাঁর আত্মজনেরা। আত্মীয়দের দেখে এতটা প্রসন্ন তিনি কোনোকালে বোধ করেননি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর বরাবর দূরত্ব ছিল। নিজের অনেক নাতি-নাতনীকে তিনি ভাল করে চেনেনও না।

একদম শিয়রের কাছে রঙ্গময়ী বসা। হাতে পাখা।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীকে উপেক্ষা করলেন, কারণ সে-ই সবচেয়ে নিকট আত্মীয়া, তাকেই উপেক্ষা করা যায়।

কনক আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হেমকান্তর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর প্রশ্ন করল, এখন কেমন আছেন ?

ভাল। দুর্বলতা আর আচমকা উত্তেজনায় মাথাটা কেমন করল।

করতেই পারে। দারোগাদের স্পর্ধা যে কোথায় পৌঁছেছে !

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঘরের সবাই চাপা স্বরে কথা বলছে। সকলের চোখেই একটা আতঙ্ক আর দিশেহারা ভাব এই অল্প আলোতেই লক্ষ করলেন হেমকান্ত। কনককে বললেন, দারোগার আর দোষ কি ? ইংরেজরাই ওদের মাথায় তুলেছে।

জীমূতকান্তি এগিয়ে এসে হেমকান্তর কাছে দাঁড়ায়। বলে, স্বদেশীরা আপনাকে মারার চেষ্টা করল আর রামকান্ত রায়কে ছেড়ে দিল এটা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। স্বদেশীরা কি শত্রুমিত্র ভুলে গেছে ?

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, আমাকে মারা সোজা কিন্তু রামকান্তকে মারা তো সহজ নয়। তার কাছে অস্ত্র থাকে, সঙ্গে সেপাই থাকে। তাছাড়া সে নিশ্চয়ই সর্বদা সতর্ক হয়েই চলে। থাকগে, রামকান্ত রায় কি বলে গেছে !

বিশাখা মৃদু স্বরে বলল, গেছে।

হেমকান্ত ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভীড়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রটির মুখ খুঁজছিলেন। কিন্তু ঘরে কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছিল না। হেমকান্ত বিশাখার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে

www.MurchOna.com

বললেন, কৃষ্ণ কোথায় ?

সে বোধহয় বাড়ি নেই।

এত রাতে কোথায় গেল ?

কি জানি।

হেমকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন। দুই ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা দেখ তো! দরকার হলে চাকর দারোয়ানদের চারধারে পাঠাও। আর প্রজাদেরও খবর দাও।

কনক বলে, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

কারণ আছে বলেই হচ্ছি। কৃষ্ণর ওপর রামকান্ত খুশি নয়, জানোই তো। কি হয় না হয় তার ঠিক কি ?

আচ্ছা, আমরা দেখছি।

বাড়িতেও দেখ। আগে বাড়ির ঘরগুলো কাছারির ওদিকটা সব ভাল করে দেখে নিও। তাকে পেলেই আমার কাছে পাঠাবে।

খুব ফিসফিস করে রঙ্গময়ী বলে, তাকে আমি শচীনদের বাড়ি পাঠিয়েছি।

হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, কেন ?

পুলিস দেখে।

হেমকান্ত ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, থাক আর খুঁজতে হবে না। তোমরা বরং রাজেনবাবুর বাড়িতে যাও। সে সেখানেই আছে। তাকে নিয়ে এসো। দেউড়িটা সব সময়ে বন্ধ রাখতে বলে দিও।

ভরত আর কনক বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণকান্ত মেয়ে আর বউদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা গিয়ে যে যার ঘর ভাল করে খুঁজে দেখ। বাড়ির আনাচ কানাচ তো রাত্রে ভাল দেখতে পারে না। তবু চাকর আর দাসীদের দিয়ে খুঁজিয়ে নিও। কিছু আপত্তিকর জিনিস বা কাগজপত্র থাকলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

চপলা বলল, কেন বাবা ?

অনেক সময় পুলিস নিজেই আপত্তিকর জিনিস আগে থেকে রেখে যায়। ওদের তো কূটকৌশলের অভাব নেই। আমার ওপর রাগ তো আছেই। কৃষ্ণর ঘরটা ভাল করে দেখো।

হেমকান্ত এসব সিদ্ধান্ত নিলেন ঠাণ্ডা ভাবে, একটুও ভয় না পেয়ে না ঘাবড়ে। নিজের এই নিরুত্তাপ আচরণ এবং মোটামুটি বুদ্ধিমানের মতো চিন্তা করবার শক্তি দেখে নিজেই একটু অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন হেমকান্ত। অন্যেরাও হচ্ছিল বোধহয়। কিন্তু তাদের মুখের ভাব ততটা অল্প আলোয় দেখা গেল না।

সবাই চলে গেল। রইল রঙ্গময়ী। বলল, দুর্বল শরীরে অনেক ধকল গেছে। এবার শুয়ে পড়ো।

হেমকান্ত শুনলেন না। বললেন, সারাদিন শুয়ে বসেই আছি। বিশ্রাম নিতে আর ভাল লাগছে না।

তাহলে কি মুগুর ভাঁজবে নাকি ?

যা দিনকাল দেখছি তাই ভাঁজতে হবে। দারোগার স্পর্ধা দেখে শুধু অবাক হয়েছি আজকে।

রঙ্গময়ী মৃদু একটু হেসে বলল, একটা কথা বলব ?

বলো। কি কথা ?

দারোগা যখন আসে তখন তুমি কী করছিলে ?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, কী করছিলাম মানে ? বসে ছিলাম।

বসে কিছু করছিলে না ?

না তো।

www.MurchOna.com

কোথায় বসে ছিলে ?

এই ডেসকে।

সেখানে বসে কী করছিলে মনে করে দেখ।

হেমকান্ত একটু ভেবে বললেন, মনে পড়েছে। একটা চিঠি লিখছিলাম।

কাকে ?

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, অত খোঁজ নিচ্ছো কেন ?

কারণ আছে বলেই নিচ্ছি।

সচ্চিদানন্দকে।

তাতে এমন কোনো কথা লেখোনি তো যে অন্যে দেখলে ক্ষতি হতে পারে।

না। বলেই হেমকান্ত থমকালেন। সংজ্ঞাহীনতার ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে বোধহয়।

কী হল ?

হ্যাঁ মনু, তাতে আমি অনেক আবোলতাবোল লিখেছি বটে।

লিখেছো ! এই রে।

কেন, কী হয়েছে ? কেউ দেখে ফেলেছে নাকি ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, তোমাকে যখন অজ্ঞান অবস্থায় বাতাস দিচ্ছিলাম তখন দেখলাম, বিশাখা ডেসকে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছে।

বলো কি ?

খুব বেশি পড়েনি। আমি ওকে ডাক দিয়ে জল আনতে পাঠাই। কারণ ওর ভাবসাব দেখে আমার মনে হল, এই বিপদের মধ্যেও যখন অত মন দিয়ে একটা লেখা কাগজ পড়ছে তখন ওই কাগজে তেমন কিছুই লেখা আছে।

তারপর কী হয়েছে ? কাগজখানা কই ?

আছে। আমি সরিয়ে রেখেছি। তোমার তোশকের তলায়।

ওতে তোমার কথা আছে মনু।

কেন সচ্চিদানন্দকে ওসব লেখো ?

দোষের কিছু হয়েছে ?

আগেই তো বলেছি উনি লোক ভাল নন।

তোমার সন্দেহ অমূলক। সচ্চিদানন্দ আমার বাল্যবন্ধু। আমি ওকে চিনি।

তোমার মতো সদাশিব কখনো কাউকে খারাপ দেখে না।

দেখে বইকি ! এই যে রামকান্ত দারোগা এ লোকটা খারাপ।

ভুল। রামকান্ত খারাপ হবে কেন ? বরং রামকান্ত কর্তব্যপরায়ণ মানুষ মাঝে-মধ্যে বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

তুমি সব সময়ে আমার উল্টো দিকে দাঁড়াও কেন বলো তো !

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, সে সাহস আমার নেই।

তবে রামকান্তকে সাপোর্ট করছো কেন ?

করছি না। সাপোর্ট করবো কেন ? তবে সে যে সার্চ করতে এসেছিল তার কারণ আছে।

কী কারণ ?

কৃষ্ণ তোমার একটা রিভলবার সরিয়ে নিয়েছিল।

হেমকান্ত চমকে উঠলেন, রিভলবার ?

হ্যাঁ, বোধহয় সেটা সে এক-আধদিন স্কুলেও নিয়ে গিয়ে থাকবে। ওর যা বয়স নতুন খেলনা পেলে সকলকেই দেখানোর ইচ্ছে হয়।

www.MurchOna.com

সর্বনাশ !

ভয় পেও না। ওটায় গুলি ছিল না। আমার মনে হয় কেউ ওর কাছে রিভলবার দেখে পুলিসকে জানিয়েছে।

সেটা আমাকে এতদিন বলোনি কেন ?

বলার কী আছে। তোমারও তো শরীর ভাল ছিল না। তাছাড়া আমিও তো ওর মায়ের মতোই ওর ভালমন্দ নিয়ে ভাবি।

রিভলবারটা চেয়ে নাওনি ওর কাছ থেকে ?

চাইনি, তবে চুপি চুপি সরিয়ে নিয়েছি। ওটা এখন আমার কাছে আছে।

পুলিস জানে বলছো ?

জানে বলেই তো মনে হয়। না হলে সার্চ করতে চাইবে কেন ? একটা কথা বলি ?

বলো।

কৃষ্ণকে রিভলবার নিয়ে কিছু বলতে যেও না। যা বলার আমিই বলব।

কিন্তু এ তো অতি বিপজ্জনক ঘটনা !

ছেলেমানুষ, ও কি আর অত বোঝে ?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আজ রাতে আমার আর ঘুম হবে না। কৃষ্ণ রিভলবার নিয়ে কী করতে চায় বলো তো।

তোমাকে ছোরা মারার পর থেকেই বোধহয় ওর একটা শোধ নেওয়ার ঝোঁক এসেছে। ভীষণ ভালবাসে তোমাকে।

শোধ নেওয়ার জন্য রিভলবার ! ও তো জানেও না কে আমাকে ছোরা মেরেছে তার ওপরেই যে শোধ নিতে হবে তার কোনো মানে নেই। ও শোধ নিতে চায় দলটার ওপর। পুলিসের ওপরেও খুব রাগ।

ওকে সামলাও মনু। ওকে নিয়ে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা।

সে তোমাকে বলতে হবে না। কৃষ্ণ যে আমারও ছেলে সেটা ভুলে যাও কেন ? তবে বড় হচ্ছে, কত আর সামাল দিতে পারব আমরা ?

তাহলে বলো ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাশী চলে যাই।

সে একরকম ভাল প্রস্তাব। যেতে তো আমারও ইচ্ছে। কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কি যেতে পারবে ? কত দায়িত্ব তোমার।

হেমকান্ত কয়েক পলক চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণকান্তর মুখটা দেখতে পেলেন কল্পনায়। ছেলেটি তাঁরই ঔরসজাত, অথচ যেন অন্য এক পরিমণ্ডল থেকে আসা। বড্ড অচেনা, বড্ড অন্যরকম।

রঙ্গময়ী বলল, কত আর ভাববে ? এসব তোমাকে না বললেই হয়তো হত। কিন্তু ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তা দেখে মনে হল, সবকিছু তোমার জানা না থাকলে হয়তো বিপদে পড়বে। জানলে আগে থেকে বিলিব্যবস্থা করা যায়।

ঠিক কাজই করেছো মনু। আরো আগে বললে ভাল করতে। কাল সকালে রামকান্ত সার্চ করতে আসবে। রিভলবারটা সাবধানে রেখেছো তো।

সাবধান হওয়ার দরকার নেই। তোমার কাছে রাখলেই চলত। তোমার লাইসেন্স আছে, পুলিসের কিছু বলার থাকত না। কিন্তু আমি একটা ভুল করেছি।

সর্বনাশ। আবার কী করলে ?

একটা স্বদেশী ছেলেকে দিয়েছি।

মনু ! ছিঃ।

রঙ্গময়ী লজ্জা পেল না। স্থির চোখে হেমকান্তর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমি তোমার

www.MurchOna.com

মতো লেখাপড়া জানি না। আমার অত বুদ্ধিও নেই। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বুঝেছি করেছি। রাগ কোরো না।

হেমকান্ত চুপ করে একটু ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, পুলিস এসে রিভলবারটারই খোঁজ করবে। ট্রেস করা না গেলে আমাকে ফেলবে জবাবদিহিতে। তুমি ঠিকই বলেছো মনু, রিভলবারটা যে বাড়িতে নেই তা পুলিস জানে।

তোমার পায়ে পড়ি, এর জন্য শাস্তি যা আমাকে দিও। কৃষ্ণকে কিছু বোলো না।

হেমকান্ত করুণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, বলার কিছু নেইও। কী বলব? ছেলে বড় হচ্ছে, নিজস্ব মতামত নিজস্ব চরিত্র তৈরি হচ্ছে। আমি কী করতে পারি বলো।

হেমকান্তর করুণ মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রঙ্গময়ী মাথা নাড়ল। বলল, আমিও সেই কথা বলি। তুমি ভেবো না।

রঙ্গময়ী চলে যাওয়ার পর হেমকান্ত তাঁর খাস চাকরটিকে ডেকে বললেন, হরি, মনুর কাছে কেউ আসে-টাসে নাকি রে? ছোকরামতো কেউ। দেখেছিস কখনো?

হরি জন্মাবধি এই বাড়িতে আছে। অসম্ভব বিশ্বাসী। গলা কেটে ফেললেও কেউ তার মুখ থেকে কথা বের করতে পারে না। কম কথার মানুষ, বুদ্ধিমান এবং সজাগ লোক। মাথা চুলকে একটু বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বলে, বাইরে থেকে তেমন কাউকে যাতায়াত করতে দেখি না। তবে...

তবে কি?

প্রতুল দাদাবাবু কৃষ্ণদাদাকে পড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন।

প্রতুল! ছেলেটা তো এমনিতে নিরীহ। স্বদেশী করে নাকি?

হরি ফের মাথা চুলকে বলে, সে কি করে বলব? তবে কৃষ্ণদাদাকে একটু-আধটু স্বদেশী শেখাত।

হেমকান্ত বাড়ির খোঁজখবর বড় একটা রাখেন না। প্রতুলকে দেখেনওনি বহুদিন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণকে কি এখনো ও পড়ায়?

না। দাদাবাবু আজকাল নিজেই পড়ে।

প্রতুল আসে মাঝে মাঝে?

মাঝে মাঝে আসতে দেখি। তবে চুপি চুপি। আঁধার হলে।

কি করে বেড়ায় একটু খোঁজ নে তো।

হরি মাথা চুলকে বলে, খোঁজ পুলিসেও নিচ্ছে। ধরতে পারছে না।

হেমকান্ত বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থেকে বললেন, তুই তো অনেক খবর জানিস দেখছি। বলিস না কেন আমাকে?

বলার কি! শরীর তো এমনিতেই খারাপ। এসব শুনে আরো বিগড়োবেন।

প্রতুল তাহলে ফেরার?

মনে তো হয়।

রিভলবারটা কবে কৃষ্ণ নিয়ে গেছে জানিস?

কবে বলতে পারব না। তবে নিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে।

তুই জানতে পেরেছিলি?

একদিন ঘরটা সাফ করতে গিয়ে তোশকের তলায় দেখতে পাই।

তখনো আমাকে বলিসনি?

ও অস্তরের গুলি বাড়িতে নেই। শুধু ওটা দিয়ে আর কী হবে?

গুলি তো কিনতে পাওয়া যায়।

হরি মাথা চুলকে বলে, আমি কথাটা মনুদিদিকে বলে দিয়েছিলাম। মনুদিদি গিয়ে সরিয়ে আনে।

www.MurchOna.com

খুব বুদ্ধিমান। বলে হেমকান্ত গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন জানালার বাইরের অন্ধকারে। তারপর বলেন, ওরা এল কিনা দেখ। কৃষ্ণর জন্য চিন্তা হচ্ছে।

এই যে যাই।

বলে হরি বেরিয়ে গেল।

হেমকান্ত তোশকের তলা থেকে সচ্চিদানন্দকে লেখা চিঠিখানা বের করলেন। ভারী লজ্জা করছিল চিঠিখানার দিকে চেয়ে। শাস্ত্রে তাই বলে শতং বদ মা লিখ। লেখা জিনিস দলিলের মতো। শত গুজবেও যা করতে পারে না এক টুকরো চিরকুট তা অনায়াসে করতে পারে হেমকান্তর একটা ডায়েরীও আছে। এক কিশোরীকে নিয়ে নানা প্রণয়োপাখ্যান। এগুলো কি পুড়িয়ে ফেলা উচিত?

বিশাখা যদি চিঠিটা পড়ে থাকে তবে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। বিশাখা ভাল স্বভাবের মেয়ে হলেও নিন্দেমন্দ করা এবং কূটকচালি তাদের প্রিয় স্বভাব। কোনো সময়ে তার মুখ দিয়ে কথাগুলো প্রকাশ পেতে পারে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হেসে উঠলেন হেমকান্ত। তাঁকে আর রঙ্গময়ীকে নিয়ে প্রচার তো বহুকাল ধরে হচ্ছে। অতএব ভয়ের আর কী?

বাইরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। হেমকান্ত চিঠিটা লুকোলেন।

ঘরে এসে ঢুকল কনক আর জীমূত। তাদের মুখচোখের চেহারা ভাল নয়। কেমন উদভ্রান্ত

কৃষ্ণ কোথায়?

কনক বলল, সে ও বাড়িতে নেই।

নেই মানে? মনু যে তাকে পাঠিয়েছে।

গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কোথায় চলে গেছে।

হেমকান্ত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, তার মানে? এত রাতে সে যাবে কোথায়?

তা কেউ বলতে পারছে না। সন্ধেবেলায় গিয়ে ও বাড়িতে শচীনের খোঁজ করে। শচীন ছিল না। কিছুক্ষণ বসে ছিল বাইরের ঘরে। ওদের এক ঝি বলল, একটা ছেলে নাকি সাইকেলে হঠাৎ কোথা থেকে এসে ওকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই সাইকেলেই উঠে গেছে।

হেমকান্ত দুর্বল শরীরে অবসন্ন বোধ করে বিছানায় বসে পড়লেন। বললেন, তাহলে?

আমরা চারদিকে লোক পাঠিয়েছি। খোঁজ পাওয়া যাবেই

সাইকেলওলা ছেলেটা কে?

ওদের ঝি তা বলতে পারল না।

হেমকান্ত উঠে পড়লেন। বললেন, গাড়ি জুড়তে বলো। আমি বেরোবো। কনক জীমূত দুজনেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে, এই শরীরে কোথায় যাবেন?

শরীরে যথেষ্ট জোর পাচ্ছি। চিন্তা কোরো না।

মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। একটু আগেই তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

বাধা দিও না। গাড়ি জুড়তে বলো।

খবর পেয়ে মেয়েরা বউরাও এল।

কোথায় যাবেন বাবা? আজ অন্ধকার রাত।

আমি বিশেষ একজনের কাছে যাবো। সে বোধহয় বলতে পারবে।

জীমূত বলে, তার নাম বলুন। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।

সে অ্যাবসকণ্ডার, তার নাম বলা উচিত হবে না। আমাকে যেতে দাও। কৃষ্ণর কিছু হলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।

তাহলে আমরা কেউ আপনার সঙ্গে যাই।

হেমকান্ত একটু ভেবে বললেন, কনক বরং চলো। আর শোনো, বন্দুকের ঘরটা কাউকে খুলতে

www.MurchOna.com

পাঠাও। আমি সঙ্গে একটা অস্ত্র রাখতে চাই।

সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করল না।

হেমকান্ত বন্দুকের ঘরে ঢুকে চেস্ট অফ ড্রয়ারস খুললেন। নীচের দেরাজে একদম কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা পিস্তল বের করে গুলি ভরলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বুকে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অস্ত্র পছন্দ করেন না। কিন্তু কৃষ্ণ, তাঁর প্রিয় পুত্র কৃষ্ণর জন্য তিনি দরকার হলে হাজারটা লোককে মারতে পারেন।

ঘোড়ার গাড়িতে বসে কনক জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন বাবা?

প্রতুলের বাড়ি। কাছেই।

প্রতুল কে? কৃষ্ণর সেই প্রাইভেট টিউটর?

হ্যাঁ। ছেলেটা শুনেছি স্বদেশী করে।

কৃষ্ণর সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে সতর্ক গলায় বলেন, আমার ধারণা কৃষ্ণ স্বদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করছে। এবার হয়তো অ্যাকশনে নামতে চাইছে।

সর্বনাশ।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোমরা কেউ থাকো না এখানে। আমিও সবদিকে নজর রাখতে পারি না। কী যে হবে।

গাড়ি একটা ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢোকে। তারপর এসে দাঁড়ায় একটা টিনের বাড়ির সামনে। হতদরিদ্র চেহারার বাড়ি।

গাড়োয়ানের পাশ থেকে নেমে হরি ভিতরে গিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোককে ডেকে আনে। প্রতুলের বাবা। শশব্যস্তে এসে ভদ্রলোক হাতজোড় করে দাঁড়ান, আজ্ঞে আপনি!

প্রতুল কোথায়?

প্রতুল! সে তো মাসেকের ওপর বাড়ি নেই। পুলিস এসে রোজ খোঁজ করে যাচ্ছে।

হেমকান্তর শ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

॥ ৮৪ ॥

চৈতন ধ্রুবকে লক্ষ করছিল। খুব নিবিষ্ট চোখে এবং অখণ্ড মনোযোগে। এতকাল করেনি। দরকারও হয়নি। আর পাঁচজন মোদো মাতাল ইয়ারবাক্সের মতোই একজন ছিল ধ্রুব। তফাৎ শুধু, ও মিনিস্টারের ছেলে। এখন আর ধ্রুবর বাবা মিনিস্টার নয় বটে, কিন্তু কিছু কমও যায় না।

সে যাই হোক, ধ্রুবকে মিনিস্টারের ছেলে বলে কোনোদিন খাতির দেখায়নি চৈতন। ধ্রুবর বন্ধুরা সবাই জানে বাপের সঙ্গে ধ্রুবর বনিবনা নেই। তবু ধ্রুবকে সবাই খাতির করে। কিছু তো বলা যায় না, শত হোক মিনিস্টারের ছেলে তো। উপকার না করুক ফাঁসিয়ে দিতে পারে। সকলেই জানে ধ্রুবর পিছনে সর্বদা ছায়ার মতো গার্ড থাকে। পুলিশের লোক অবধি নজর রাখে। কাজেই ধ্রুবকে খাতির না করে উপায় নেই। কিন্তু চৈতন কোনোকালে ধ্রুবকে তার বাপের ছেলে হিসেবে দেখেনি। আলাদা বা বিশিষ্ট কেউ বলেও মনে করেনি। কিন্তু আজকাল একটু কেমন যেন লাগছে ওকে।

মল্লিকপুরের এই বাগানবাড়িখানা শীতের দুপুরে রমরম করছে। বিস্তর পাখি ডাকছে গাছে গাছে। মাংসের গন্ধে মাত হয়ে আছে বাতাস। গাছতলায় শতরঞ্জি পেতে জনা দশেক ইয়ারদোস্ত তিনপাত্তি খেলছে, পাশে বোতল, গেলাস, গরম মাছভাজা আর ফুলুরি। জনা চারেক এমনি এমনি গ্যাঁজাচ্ছে বসে বসে। তাদের মধ্যে দুটো গেঁজেল আছে। দুই গেঁজেল গাঁজাভরা সিগারেট অন্যদের

www.MurchOna.com

গছিয়ে দলে টানার চেষ্টা করছে। যেমনটা হয় আর কি। দু তিনজন বেরিয়েছে ইদিক সিদিক একটু ঘুরে আসতে।

লরি ভর্তি এই যারা এসেছে, অর্থাৎ তারা যে খুব সুবিধের লোক নয় তা চৈতনের চেয়ে ভাল আর কে জানে ? এদের মধ্যে তাসের আড্ডায় কলকাতার এক সেরা খুনে এবং পয়লা নম্বরের গুণ্ডা আছে। আছে অন্তত তিনজন স্মাগলার, মেজো বা সেজো গুণ্ডা, মাতাল, মেয়েমানুষের কারবারী। এরা সব চৈতনের বন্ধু। ধ্রুবরও। কিন্তু ধ্রুব আজ মিশ খাচ্ছে না।

চৈতন একটা বোতল নিয়ে নিরিবিলি দেখে একটা পেয়ারা গাছের ছায়ায় এসে বসেছে। তিনপাত্তির উত্তেজনা তার আজকাল সহ্য হয় না। হার্ট খারাপ। গ্যাঁজাতেও তার ভাল লাগে না। খামোখা মুখের ফেকো তোলা, কাউকেই তো নতুন কিছু বলার নেই, কারো কাছ থেকেই নতুন করে কিছু শোনারও নেই। চৈতন তাই গাছতলায় বসে আছে। কিন্তু শুধু শুধু বসে নেই। সে ধ্রুবকে দেখছে। ঠিক তার মতোই ধ্রুবও একটু আলগা হয়ে বসে আছে সিঁড়িতে। পিছনের সিঁড়িতে কনুই রেখে, সামনে দু' পা ছড়িয়ে। তার পাশে যে ছোকরাটা বসে আছে সে জ্যোতিষী। নাম পানু। তারাপীঠে যাতায়াত আছে। এক সময়ে হাওড়ার দানুবাবুর সাকরেদ ছিল। সিনেমা করতে গিয়েছিল একসময়ে। যাত্রার দল খুলেছিল। সব ছেড়েছুড়ে এখন হোলটাইম জ্যোতিষী। এ দলে সবাই যে সকলের বন্ধু তা নয়। কেউ হয়তো তার বাইরের বন্ধুকে ধরে এনেছে। অচেনা, আধচেনা বেশ কয়েকজন আছে। পানু এই আধচেনাদের দলে।

পানু এতক্ষণ ধ্রুবর হাত দেখছিল। কী ফোরকাস্ট করল কে জানে। চৈতন দেখল, একটু বাদে ধ্রুব ভারী বিরক্ত হয়ে হাতটা টেনে নিল। তারপর উদাস হয়ে বসে আছে ওই। পানু হাতের গেলাসে চুমুক মারতে মারতে ধূর্ত চোখে চারদিক নজর করছে। ধ্রুবর হাতে গেলাস নেই, চোখের দৃষ্টি বহু দূরে।

চৈতন বিড়বিড় করে বলল, মরবে শালা, এবার মরবে। মরার আগে মুর্গীদের যেমন ঝিমুনি রোগ ধরে এই শালাকেও তেমনি ধরেছে।

তিনটে মেয়েছেলে এসেছে দলের সঙ্গে। তিনজনই ভাড়াটে। হাফ-গেরস্ত। বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। খুব ছলবলে, খুব স্মার্ট। কেউ দেখলে বুঝবে না যে হাফ-গেরস্ত। মনে হবে বালিগঞ্জের বড়লোক-বাড়ির মেয়ে। সারাদিন সঙ্গ দেবে, ঢলাঢলি করবে, একটু-আধটু ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে পারে, তবে তার বেশী কিছু নয়। সতী টাইপের আর কি।

সেই মেয়ে তিনজন এখনো ফিল্ডে নামেনি। সাজগোজ করছে। তারা ফিল্ডে নামলে হুল্লোড়বাজি লেগে যাবে। মেয়েমানুষ যেখানে নামে সেখানকারই হিউম্যান প্যাটার্ন পালটে যায়। কিন্তু চৈতন জানে ওই তিনটি ফুটফুটে মেয়ে ধ্রুবকে একটুও টলাতে পারবে না। লরিতে ধ্রুব ওই তিনটি মেয়ের সঙ্গে ড্রাইভারের কেবিনে বসে ছিল। চৈতন পিছনের ফুটোটা দিয়ে কয়েকবারই উঁকি মেরে দেখেছে, ধ্রুব মুখ খাট্টা করে বসা, মেয়ে তিনজন সিঁটিয়ে বসে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

চৈতন উঠে গিয়ে শালপাতায় গোটাকয় মাছভাজা নিয়ে এল রান্নার জায়গা থেকে। আবার পেয়ারা গাছের তলায় বসে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, ইমপোটেন্ট শালা। ব্রহ্মচারী হয়েছে ব্যাটা। মরবি, মরবি। এই বলে রাখছি এসব ভাল লক্ষণ নয়।

একটা মেয়ে ফিল্ডে নামছে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে। কালো শাড়ি, কালো ব্লাউজ, ম্যাচিং টিপ। দারুণ দেখাচ্ছে। চৈতন হাঁ হয়ে দেখল। লরিতে আসতে ঘামটাম হয়েছিল, হাওয়ায় চুল হয়েছিল বেগোছ। এখন সব সেরেসুরে নতুন মেকআপ নিয়ে আসায় খোলটাই পাল্টে গেছে একেবারে। ছিপছিপে শরীরটা দেখলে বোঝা যায়, এরা বেশ তৈরি করে নিজেদের।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মেয়েটা ধ্রুবর কাছে একটু থামল। কী একটু বলল। ধ্রুব শালা

www.MurchOna.com

তাকালও না, শুধু হাত নেড়ে খুব অবহেলার সঙ্গে কি একটা জবাব দিল। মুখ চূণ হয়ে গেল মেয়েটার।

তবে পুষিয়ে গেল। তিনপাত্তির আড্ডা থেকে একটা হাল্লা উঠল জোর, এসে গেছে! এসে গেছে! কমলি এসে গেছে!

দুদ্দাড় উঠে ছুটে গেল কয়েকজন। একটা টেপ রেকর্ডার চালু হল। ঝিনচাক হিন্দি গান ঝলসাতে লাগল বাতাসে।

পর পর আরও দুটো মেয়ে ফিল্ডে নামছে। একজনের কমলা, অন্যজনের সবুজ শাড়ি। এ দুটিও দারুন। আবার একটা হাল্লাচিল্লা উঠল।

এরকমই হওয়ার কথা। এরকম হওয়াই নিয়ম।

চৈতন একটা মাছের কাঁটা দুটো মোটা আঙুল দিয়ে কষের দাঁতের ফাক থেকে টেনে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ফের আপনমনে বলল, শালা সতী।

তিনজন মেয়েছেলেকে কত আর ভাগাভাগি করা যায়? এক একজনকে নিয়ে তিন চারজন করে হামলে পড়ল। তিনপাত্তির আড্ডায় টিমটিম করছে মাত্র জনা চারেক। আর সব নাচানাচির জন্য তৈরি হয়েছে।

চৈতন চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। তারপর বোতল হাতে নিয়ে উঠল। শালাকে একটু নড়া দেওয়া দরকার।

ধ্রুব! আই বে ধ্রুব!

ধ্রুব প্রথমটায় সাড়া দিল না।

আই বে শালা ধ্রুব! শুনছিস?

ধ্রুব চোখ ফেরাল।

কী ভাবছিস বসে বসে গাড়লের মতো?

কিছু ভাবছি না।

পিকনিক ভাল লাগছে না?

লাগছে। লাগবে না কেন?

ফুর্তি করতে এসেছিস তা অমন শোকাতাপা মুখ করে বসে আছিস কেন?

এসব আমার ভাল লাগছে না আজ।

মাল টানছিস না?

না। পেটে ব্যথা হয়।

মাছভাজা খাবি?

ইচ্ছে করছে না।

চৈতন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধ্রুবর পাশে বসে বলে, তুই কি সুইসাইড করবি ধ্রুব?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, সুইসাইড! কেন, সুইসাইডের কী হল?

আমার ছোটো ভাই তোর মতো বয়সে সুইসাইড করেছিল। বেশীদিনের কথা নয়। মরার আগে তাকে ঠিক এরকম দেখতাম।

এরকম মানে?

ঠিক তোর মতো। কোনো কিছুতে গা নেই, কথা বললে উল্টোপাল্টা জবাব দেয়, সব সময়ে অন্যমনস্ক, উদাস উদাস ভাব। তারপর একদিন মাঝরাতে গোঙানি শুনে তার দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা গেল ব্লেড দিয়ে শিরা কেটে পড়ে আছে। রক্তের সমুদ্র একেবারে।

বোকারা সুইসাইড করে।

তুই কি খুব চালাক?

www.MurchOna.com

ধ্রুব হেসে ফেলে। বলে, হঠাৎ আমাকে দেখে কেন যে সুইসাইডের কথা তোর মনে হল! পাগল আছিস মাইরি।

চৈতন একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে বলে, পাগল আছি তো আছি, তোর বাপের কী? এখন সত্যি করে বল তো তোর হয়েছেটা কী?

কিছু হয়নি। তুই আজকাল বড্ড আমার পিছনে লেগেছিস।

লাগছিস বলে লাগছি!

কেন, একজন মানুষের কি একটু একা বসে থাকতে ইচ্ছে হয় না?

হবে না কেন? আমিও তো এতক্ষণ একা বসে ছিলাম। বসে বসে চুক চুক করে মাল খাচ্ছিলাম, মাছভাজা খাচ্ছিলাম। তুই কিছু করছিস না। শুধু বসে হাঁ করে চেয়ে আছিস। কেন?

তোকে নিয়ে আর পারি না চৈতন।

শুধু তাই নয়। তিনটে ডবকা মেয়েছেলে গা ঘেঁষে বসা তবু একটু ছোঁক ছোঁক করলি না, একবার ভাল করে চেয়ে দেখলি না। মেয়েমানুষের এই অপমান কি ধর্মে সইবে রে!

ধ্রুব খুব হাসল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, এই মেয়েগুলো বড্ড সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড।

তা হোক না। সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়া ভাড়া খাটবে কেন? তোর এত শুচিবায়ু কবে থেকে হল বল তো?

হবে কেন? বরাবরই ছিল। কোনোদিন আমাকে দেখেছিস মেয়েছেলের পিছনে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি?

দেখিনি, কিন্তু দেখতে চাই। তুই নরম্যাল নোস কেন?

আমার তো মনে হয় বিশ জন লোকের পক্ষে তিনজন ভাড়াটে মেয়েমানুষের পিছনে লাগাই অ্যাবনরম্যাল এবং ইনহিউম্যান।

চৈতন রাগের চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা মেরে গেল। তারপর বলল, তুই কি নারীদরদী নাকি রে?

কি জানি কী। তবে ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে আমি চিনি।

চিনিস? কী সূত্রে চিনিস?

সে তোকে বলা যাবে না। কিন্তু মেয়েটা এ দলে থাকায় আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করারও নেই।

তোর রিলেটিভ হয়?

ওরকমই।

কোন মেয়েটা?

তা তোর জেনে কাজ নেই।

চৈতন আবার বড় বড় চোখ করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুই তো রাজার ছেলে। রাজার বংশের মেয়ে কখনো হাফ-গেরস্ত হয়? তুই গুল ঝাড়ছিস।

বংশের মেয়ে কে বলল?

এই যে বললি রিলেটিভ!

না। তবে রিলেটিভের মতোই।

সত্যি বলছিস?

সত্যি। মিথ্যে বলব কেন?

মেয়েটা তোকে চিনতে পেরেছে?

পেরেছে। খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

একটু দেখিয়ে দে ধ্রুব মেয়েটাকে।

www.MurchOna.com

কেন, কি করবি ?

কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

সাধে কি আর পাগল বলে তোকে ?

এতে পাগলামির কি আছে ?

মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে তোরা ওকে পুরো টাকা দিবি ?

দেখো।

তাতেও লাভ নেই। এটাই ওর ব্যবসা। এরকম ওকে করতেই হবে। খামোখা একটা সীন তৈরি করে লাভ কি ?

ওই মেয়েটার জন্যই কি এমন খাট্টা মুখ করে বসে আছিস ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। আমি ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নিয়েছি। আমার কোনো সংস্কার নেই, দেহের শুচিতা আমি মানিও না। তবে মেয়েরা যখন শরীরটাকে ভাড়া খাটায় তখন খারাপ লাগে। আমি সহ্য করতে পারি না।

চৈতন আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর জন্য দুশ্চিন্তায় আমার নেশা ছুটে যাচ্ছে রে ধ্রুব।

কেন, দুশ্চিন্তার কি ?

তুই কি শেষে সামাজিক জ্যাঠামশাই হয়ে দাঁড়াবি ?

ধ্রুব হাসল না। চুপ করে রইল

চৈতন তার আর একটু কাছ ঘেঁষে বসে নরম গলায় বলল, কোন মেয়েটা তা বলবি না ?

বলে লাভ কি ?

একটু দেখি।

দেখে কি হবে ? বাকি দু'জনের সঙ্গে ওর তফাৎ নেই। একইরকম।

তবু একটু দেখিয়ে দে।

ধ্রুব রাগল না, শুধু একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, না রে। তা হয় না। ওকে আলাদা করে চেনার আর দরকার নেই।

তুই কি ওর প্রতি একটু সফট ধ্রুব ?

ধ্রুব আবার হাসে, না। আমার ভিতরে সফটনেস বলে কিছু নেই।

জানি। ধারাও সেই কথা বলে।

ধ্রুব চুপ করে থাকে।

সামনে বিস্তৃত লন। দুপুরের ফলাও রোদে চারদিকে প্রকৃতির যেন এক উৎসব চলছে। লন্-এ তিনটে মেয়েকে নাচাচ্ছে মাতাল ও উদ্দণ্ড পুরুষেরা। একটা আদিম দৃশ্য।

তিনজনের মধ্যে কে তা অনেকক্ষণ চেয়েও বুঝতে পারল না চৈতন। দুঃখিতভাবে সে বোতলের মুখ নিজের মুখে তুলে নিল।

ধ্রুব !

বল।

তুই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।

কোথায় ? এই তো তোদের সঙ্গে জুটে চলে এসেছি।

এসেছিস ! সত্যি এসেছিস !

তার মানে ?

সেই যে রবিঠাকুরের গানে আছে, তব মুখপানে চাহি এসেছো কি আসো নাই বুঝিব কেমনে ?

ফিলজফি হচ্ছে ?

www.MurchOna.com

পাগল ! মাতালের পেটে কি ফিলজফি সয় রে ! লাইনটা মনে পড়ে গেল তাই বললাম । কিন্তু আমার সত্যি মনে হচ্ছে তোর খোলটা পড়ে আছে এখানে । তুই নেই ।

আমি সেই অর্থে কোথাও নেই রে চৈতন ।

উল্টে ফিলজফি ঝাড়ছিস গুরু ?

না । আমি বাস্তবিক কেমন যেন একটা নেই-নেই ভাবের মধ্যে আছি ।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চৈতন বলে, আমারো সেই ভয় হচ্ছিল রে । কেবলই মনে হচ্ছে, ধ্রুবটা কি বাঁচবে ?

চৈতন ফের বোতল মুখে তোলে এবং কুন্ন হয়ে বসে থাকে ।

এরা কে কখন খাবে তার কোনো ঠিক নেই । লরি কখন ফিরবে তারও নিশ্চয়তা নেই । কিন্তু ধ্রুবর আর ভাল লাগছিল না ।

নিঃশব্দে উঠল ধ্রুব এবং পায়ে পায়ে লন-এর উল্টোদিক দিয়ে ঘুরে বাড়ির পিছনের উঠোনটায় এসে দাঁড়াল । দুটো কয়লার উনুনে দু'জন ঠাকুর প্রবল বেগে রান্না করছে ।

ধ্রুবকে দেখে একজন গামছায় হাত মুছে বিগলিত মুখে এগিয়ে এসে বলে, কিছু দিই স্যার ? মাংস, মাছভাজা, চপ ?

ধ্রুব একটু ইতস্তত করে । তার খিদে পেয়েছে ।

লোকটা কোথা থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে এনে ঝেড়েঝুড়ে বসতে দেয় তাকে । ভাঁড়ে মাংস, শালপাতায় চপ আর মাছভাজা নিয়ে এসে দেয় । বলে, পোলাও হয়ে এল স্যার । একটু চেখে দেখবেন ।

ধ্রুব একটা চপ খেয়েই উঠে পড়ে । তার ভাল লাগে না । পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে । প্রবল একটা আলোড়ন ।

খেলেন না স্যার ?

না ।

টেস্ট ভাল হয়নি স্যার ?

খুব ভাল হয়েছে । কিন্তু আমার শরীরটা আজ ভাল নয় ।

ধ্রুব উঠে উঠোনটা থেকে বেরিয়ে পিছন দিকে খানিকটা এগোয় । এদিকটা পতিত জমির মতো পড়ে আছে । আগাছায় ভরা । একটা মজা পুকুর । ধ্রুব খানিকদূর এগিয়ে দাঁড়ায় । একটা বড় গাছকে ঝেঁপে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে একটা প্রবল লতা ।

জায়গাটা খুব নির্জন । ধ্রুব ঘাসের ওপর আস্তে আস্তে বসল । তারপর শুয়ে পড়ল । পেটে গোঁতলানোর ভাবটা প্রবল হচ্ছে । বমি আসছে । সম্ভবত গ্যাস হয়েছে ।

শুয়েই ধ্রুব বুঝতে পারল, একটা ভুল করেছে সে । শোওয়া উচিত হয়নি । শরীর জুড়ে একটা ঝিমঝিমুনি উঠেছে তার । চোখে কেমন ধাঁধা লাগছে । মাথাটা চক্কর দিচ্ছে । হাতখানেক উঁচু ঘাস ও আগাছার মধ্যে ডুবে তার মনে হল, এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না ।

দুশ্চিন্তাটা বেশীক্ষণ রইল না ধ্রুবর । আস্তে আস্তে চোখ বুজল । আঠার মতো লেগে গেল দু' চোখের পাতা ।

কতক্ষণ শুয়ে ছিল তা বোঝা মুশকিল । কিন্তু চোখ চেয়ে সে যাকে দেখতে পেল তাকেই দেখবে বলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল তার ।

কী হয়েছে তোমার বলো তো ! শুয়ে আছো কেন এখানে ?

তুই যা নোটন ।

কালো শাড়ি পরা সুন্দর মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে থেকে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, কতক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি । ভেবেছিলাম পালিয়ে গেছ । রান্নার

www.MurchOna.com

ঠাকুর বলল, এদিকে আসতে দেখেছে তোমাকে। ছুটে এসেছি। আর তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছো ?

তোকে তাড়াবো না তো কাকে তাড়াবো ?

আমার সব দোষ, না ?

তবে কার দোষ ?

নোটন চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমার দোষ। কিন্তু তোমার কি হয়েছে ধ্রুবদা ?

কিছু হয়নি।

রাগ করছো কেন ? একটা থাপ্পড় মারো বরং।

আমার কী হয়েছে জেনে কী করবি ? এত দরদ কবে থেকে হল ?

দরদ বরাবরই ছিল। তুমি বুঝবে না।

না, আমি বুঝবো কেন ? বুঝবি তুই। কবে থেকে শুরু করেছিস এসব ?

বেশীদিন নয়। আমার দাদাকে জ্যাঠামশাই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা জানো ?

তাড়িয়ে দিয়ে থাকলে এমনি দেয়নি।

আমি কি বলেছি এমনি ? দাদারই দোষ ছিল। কিন্তু সেই থেকে দাদা নিরুদ্দেশ।

তোরা বাবার কাছে গেলি না কেন ?

গেলে যদি জ্যাঠামশাই রাগ করে ! যা রাগ !

ধ্রুব চুপ করে নোটনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

॥ ৮৫ ॥

ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়ি যথাসাধ্য দ্রুত বেগেই চলছিল, তবু হেমকান্তর মনে হচ্ছিল, গাড়ি যথেষ্ট দ্রুত চলছে না। বড় ধীর, বড় শ্লথ। দুবার বে-খেয়ালে তিনি হাঁফ মারলেন, জোরে ! জোরে !

গাড়োয়ান সপাসপ চাবুকের শব্দ করল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে নাচতে থাকে।

কালীবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন হেমকান্ত। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস খুব জোরদার নয়, কালীবাড়িতে তিনি আসেনও না। আজ উদ্‌ভ্রান্তের মতো নেমে দ্রুত পায়ে গিয়ে ঢুকলেন মন্দিরের চাতালে।

বেশ রাত হয়েছে, আরতি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মন্দিরের দরজা বন্ধ করার তোড়জোড় হচ্ছে। হেমকান্তকে দেখে পুরোহিত শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন।

আজ্ঞে, আপনি ! আসুন আসুন।

হেমকান্ত স্থির দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে চেয়ে ছিলেন। মন্দিরের বড় বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রদীপ জ্বলছে। সেই স্তিমিত আলোয় কালীর মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না।

হেমকান্ত বিগ্রহের দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই বিগ্রহ কতটা জাগ্রত ?

এরকম প্রশ্ন বড় একটা কেউ করে না। পুরোহিত শম্ভুচন্দ্র শর্মা একটু অবাক হয়ে বললেন, আজ্ঞে মা বড় জাগ্রত।

কিছু কামনা করলে পাওয়া যায় ?

মায়ের অদেয় কিছু নেই।

আমার বিশ্বাস-টিশ্বাস কিছু নেই কিন্তু। নাস্তিকও বলতে পারেন। তবু আজ আমার বড় বিপদ।

www.MurchOna.com

চাইলে পাবো ?

ভক্তি করে একটু চেয়ে দেখুন না, চৌধুরীমশাই।

চাইব ? বলছেন !

পুরোহিত একটু হাসলেন।

হেমকান্তকে চেষ্টা করতে হল না। আপনা থেকেই বুকটা থরথর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চোখ বুজতেই চোখের কোল ভরে গেল জলে। মনটা দীন হয়ে গেল, মাথা নুয়ে এল আবেগে। নিজেকে মনে হল, কত তুচ্ছ, কত নশ্বর, কী অসহায়।

একেই কি ভক্তি বলে ? কে জানে ! তবে দীন নম্র হৃদয়ে ভিখিরির মতো নিজের প্রিয় পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করলেন তিনি। অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, মা, মাগো !

পকেট থেকে কয়েকটা কাঁচা টাকা বের করে পুরোহিতকে দিয়ে হেমকান্ত বললেন, প্রণামী।

একটা মানসিক করে যান, চৌধুরীমশাই

মানসিক ! বলে হেমকান্ত ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, করা যাবে। আজ থাক। প্রথম দিনেই এতটা সইবে না।

পুরোহিত মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে।

হেমকান্ত গাড়িতে এসে উঠলেন। কোঁচা দিয়ে চোখের কোল ভাল করে মুছে নিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে বসে রইলেন।

বাড়িতে এসে শুনলেন, এখনো কোনো খবর নেই। হেমকান্ত রাত্রে আর জলগ্রহণ করলেন না। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে রইলেন। রিভলভারটা বালিশের পাশে রাখলেন। জানেন এটা কোনো কাজে লাগবে না।

বাড়িতে বাচ্চারা ছাড়া কেউই শুতে গেল না। কনক আর জীমূত বার বার বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আনছিল। অর্থাৎ খবর নেই। মেয়েরা হেমকান্তর পাশের ঘরে বসে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলছিল।

সময় কত দীর্ঘ ও মন্থরগামী ! হেমকান্ত অনুভব করছিলেন। রাত যেন কাটতেই চায় না। ছেলেটা কোথায় গেল ? কেন গেল ? একবারও বলে গেল না কেন ?

এমনও হতে পারে, স্বদেশীরা হেমকান্তর ওপর আক্রোশবশত কৃষ্ণকান্তকে মেরে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিস। খুব সম্ভব ছেলেটা বিপদের মধ্যে আছে। কিরকম বিপদ, কতটা সাঙ্ঘাতিক বিপদ তা হেমকান্ত কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছেন না। বারবাড়িতে এক দুই করে কর্মচারী এবং প্রজারা জড়ো হয়েছে, টের পাচ্ছেন হেমকান্ত। অনেক লোকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

হেমকান্ত উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন

হরি !

হরি জেগে ছিল। হেমকান্তর ডাক শুনে দৌড়ে এল, আজ্ঞে !

ওরা কোনো খবর এনেছে ?

না। খবর কিছু পাওয়া যায়নি।

পুলিস বাড়ি সার্চ করবে বলে কথা ছিল। তাদের খবর কী ?

এখনো পুলিস আসেনি।

আসবে। শেষ রাত্রে। তৈরি থাকিস।

তৈরি আছি। তবে—

তবে কি ?

আপনার বিছানার ওটা কি সরিয়ে নেবো ?

www.MurchOna.com

না। রিভলভার আমার কাছেই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

হেমকান্ত দুর্বল বোধ করছিলেন। একটু তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু কেন যেন জলের গেলাস ঠোঁটে ছোঁয়াতেও প্রবৃত্তি হল না। তেষ্টা নিয়েই হেমকান্ত শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজতেই কৃষ্ণর নরুণকাটা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল সামনে। হেমকান্ত আত্মবিস্মৃতের মতো দুখানা হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, এসো কৃষ্ণ, কোলে এসো।

মিহি স্বরে কে যেন ডাকল, বাবা!

কে? বলে একটু চমকে চাইলেন হেমকান্ত।

বিশাখা মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কাকে ডাকছিলেন? কৃষ্ণকে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। লজ্জাও পেলেন। স্তিমিত গলায় বললেন, তার কি কোনো খবর এল?

না, তবে চিন্তার কিছু নেই।

তার মানে? সারা সন্ধে রাত অবধি ছেলেটার খবর নেই, চিন্তা হবে না? বলো কী?

বিশাখা শিয়রে বসল। হেমকান্তর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলল, কৃষ্ণ ধারে-কাছেই কোথাও আছে। আমার মনে হয় পুলিস বাড়ি সার্চ করবে বলে ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে।

বিশাখা খুব কেঁদেছে নিশ্চয়ই। তার গলার স্বর ভারী। শ্বাসে এখনো কম্পন। হেমকান্ত বললেন, সে তত ভীরু ছেলে নয়। যাওয়ার সময় তোমাকে কিছু বলেনি তো!

আমাকে! বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু বলেনি। বিকেলবেলায় একবার ওপরে এসেছিল। লালটুকে একটু আদর করল। তারপর চলে গেল।

লাল্টু!

মেজদার ছেলে।

বুঝেছি। কিছু বলেনি তাহলে?

না। আমার ধারণা চেনা-জানা কারো বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে আছে।

থাকলে ভাল। কিন্তু ভয়টা আমার যাচ্ছে না।

মশারিটা টাঙিয়ে দিই, একটু ঘুমোন।

না। মশারি টাঙালে দমবন্ধ লাগবে আজ। তোমরা বরং গিয়ে ঘুমোও।

আমাদের কারো আজ ঘুম হবে না বাবা।

আমারো হওয়ার কথা নয়। কটা বাজল?

রাত তিনটে।

ওঃ। তাহলে তো ভোর হয়েই এল। বাইরে ওরা এখনো আছে?

আছে। বারবাড়িতে সবাই বসে আছে।

ওদের কিছু খাওয়াও তো হয়নি!

হয়েছে। চিঁড়ে গুড় কলা দেওয়া হয়েছে সবাইকে।

শচীন সব খবর জানে?

বিশাখা হঠাৎ কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলল। হেমকান্ত প্রথমটায় মেয়ের এই প্রতিক্রিয়ার কারণটা বুঝলেন না। পরে বুঝলেন। বললেন, বড় যোগ্য ছেলে। বিপদে নির্ভর করা যায়। সে কি খবরটা পেয়েছে জানো?

পেয়েছেন। খুব কুণ্ঠার সঙ্গে বলে বিশাখা, থানায় গিয়ে বসে আছেন।

হেমকান্ত মেয়ের ব্রীড়াবনত মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণেকের জন্য একটা সুখের অনুভূতি বোধ

www.MurchOna.com

করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। এ বাড়িতে আসতে সে বোধহয় এখন লজ্জা বোধ করছে। বিবেচক ছেলে। আমি জানি কৃষ্ণর জন্য তার উদ্বেগ কম নয়।

আমি যাই বাবা ?

লজ্জা পেও না, মা। বোসো। এমনি করে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। মনু কোথায় বলতে পারো ?

মন্দিরের দালানে বসে আছেন। হরিকাকাও আছেন। কেউ ঘুমোয়নি।

চেনাজানা সব বাড়িতে খোঁজ নেওয়া শেষ হয়েছে ?

হয়েছে। দূরে যারা গেছে তারা সকলে এখনো ফেরেনি। এই অস্ত্রটা আপনি কাছে রেখেছেন কেন, বাবা ?

কেন রেখেছি ! হেমকান্ত এটুকু বলে সামান্য ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কেন যে রেখেছি তা জানি না। মনে হল একটা অস্ত্র কাছে রাখা ভাল। আজ সব উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে।

এতে কি গুলি ভরা আছে ?

আছে। এক কাজ করো এটা ওই দেরাজে রেখে দাও। সাবধানে নাও, ট্রিগারটায় আঙুল দিও না।

বিশাখা উঠে রিভলভারটা দেরাজে রেখে আসে।

হেমকান্ত মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, তুমি এখন যাও, মা। ঘুমোতে না পারো অন্তত একটু বিশ্রাম নাও। আমি বরং শুয়ে শুয়ে একটু কৃষ্ণর কথা ভাবি।

বিশাখা হেমকান্তর গায়ে একটা চাকা দিল। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

হেমকান্ত একা ঘরে জেগে থেকে কৃষ্ণর কথা ভাবতে লাগলেন। যত ভাবেন তত বুকটা আনন্দে বিষাদে উথাল-পাথাল করে আর চোখ বার বার ভরে যায় জলে।

চোখের ওপর দিয়ে একটি অন্তহীন রাত বড় মন্থর গতিতে কেটে গেল। হেমকান্ত ক্লান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে থেকে বহুবার টের পেলেন তাঁর বড় দুই ছেলে, মেয়ে এবং বউরা বার বার নিঃশব্দে ঘরে এসে তাঁকে দেখে গেল। বোধহয় ওদের আশঙ্কা হেমকান্ত শোকে না মরে-টরে যান।

ভোরের সামান্য ফর্সা ভাব দেখা দিতেই হেমকান্ত উঠে পড়লেন।

হরি !

একডাকে হরি এসে সামনে দাঁড়ায়, যে আজ্ঞে।

হরির গলার স্বরও ভারী। অর্থাৎ কৃষ্ণর জন্য সেও সম্ভবত কেঁদেছে। হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, পুলিস কি এসেছে ?

আজ্ঞে না।

আসার কথা ছিল, এল না কেন ?

হরি চুপ করে থাকে।

হেমকান্ত ফের জিজ্ঞেস করলেন, কোনো খবর পাওয়া গেল ছেলেটার ?

আজ্ঞে না। বলতে গিয়ে হরি সামান্য ফুঁপিয়ে ওঠে।

হেমকান্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, কাঁদছিস কেন ? তার তো এখনো কোনো খারাপ খবর আসেনি !

আজ্ঞে না।

তবে ?

আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে যে !

কষ্ট ! বলে হেমকান্ত খুব ফ্যাকাশে একটু হেসে বলেন, সারাটা জীবন পরের ওপর পা দিয়ে অন্যের হেটে-খাওয়া পয়সায় আরামে দিন কাটিয়েছি। এখন ভগবান একটু কষ্ট দেবেন না ? ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তার একটা বিচারও তো আছে।

www.MurchOna.com

হরি চুপ করে রইল।

হেমকান্ত প্রাতঃকৃত্য সারতে আজ বেশী সময় নিলেন না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে বেরোনোর পোশাক পরতে পরতে হরিকে ডেকে বললেন, গাড়ি জুততে বল।

গাড়ি তৈরিই আছে।

আমি একটু থানায় যাচ্ছি। এদিকটা সব দেখেশুনে রাখিস।

আপনি চিন্তা করবেন না।

যদি এর মধ্যে সার্চ করতে চলে আসে তবে সব দেখাবি, যা দেখতে চায়। কিন্তু সব সময়ে সঙ্গে থাকিস।

আজ্ঞে।

হেমকান্ত সিঁড়ির মুখেই দাঁড় করানো ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বললেন, থানা। তাড়াতাড়ি চালা।

গাড়ি ছুটল। সকালে ব্রহ্মপুত্রের ধার-ঘেঁষা রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে হেমকান্ত এই দুঃখের মধ্যেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপ দুটো ক্লান্ত, অনিদ্রাজনিত জ্বালাভরা চোখে দেখছিলেন আর স্নিগ্ধ হচ্ছিলেন। মানুষের কত বিপদ, কত উদ্বেগ, কত অশান্তি, কিন্তু প্রকৃতি কেমন শান্ত, নির্বিকার, বৈরাগী! ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের মধ্যে এরকম প্রকৃতি-বীক্ষণের বড় আবেগময় অভিজ্ঞতার কথা আছে। গাছপালা, নদী, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, ফুল, পাতা, পাখি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গের যে জীবন সেই জীবনে এই দ্বন্দ্ব নেই, এই উদ্বেগ নেই।

থানার সামনে এত ভোরেও ভীড় দেখে ভারী অবাক হলেন হেমকান্ত। ভীড়ের জন্য তাঁর গাড়ি একটু দূরেই থামল।

গাড়োয়ান নেমে এসে বলল, কিছু একটা হয়েছে কর্তাবাবু।

কি হয়েছে খোঁজ নিয়ে আয়।

গাড়োয়ান গেল। হেমকান্ত দুরু দুরু বুক হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। কৃষ্ণর কোনো কিছু হয়নি তো! ভীড়টা তার জন্যই নয় তো! কৃষ্ণকান্ত পকেটে গুলিভরা রিভলভারটা নিয়ে এসেছেন। কেন তা তিনি বলতে পারবেন না। বুড়ো বয়সে ছেলের জন্য উদ্বেগে মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে। নইলে যে জিনিসকে তিনি সর্বদা এড়িয়ে চলেছেন সেই আগ্নেয়াস্ত্র স্পর্শ করে ভরসা পাচ্ছেন কেন আজ? এক হাত বুকে চেপে রেখে অন্য হাত পকেটে ভরে তিনি রিভলভারটা ধরে রইলেন।

গাড়োয়ান খুব উত্তেজিতভাবে ছুটে এল।

কর্তা সর্বনাশ!

কী হয়েছে?

দারোগাবাবুকে খুন করেছে আজ্ঞে।

হেমকান্ত দরজাটা খুলে নামলেন, বলিস কি?

আজ্ঞে। শচীনবাবুও আছেন ভীড়ের মধ্যে দেখলাম।

শচীন। ছুটে গিয়ে ডেকে আন তো।

গাড়োয়ান যায়। কয়েক মিনিট পরেই শচীন শশব্যস্তে এসে বলে, আপনি এসেছেন!

কী ব্যাপার বলো তো!

শচীন ইতস্তত করে বলে, সঠিক ঘটনা জানি না, আমি কাল রাত থেকেই থানায় বসে আছি। আপনাদের বাড়ি রেড হবে খবর পেয়েই চলে আসি। তারপর শুনলাম, কৃষ্ণ মিসিং। সেজন্য রামকান্ত রায়ের সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল।

তারপর কী হল?

উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। রাত বারোটা নাগাদ একজন ইনফর্মার এসে নাকি খবর দেয় যে, কেওটখালির দিকে স্বদেশীদের একটা ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই শুনেই উনি ছোটোখাটো

www.MurchOna.com

ফোর্স নিয়ে রওনা হন। তারপর আর ফেরেননি। একটু আগে খবর এল শট ডেড।

ডেড ? ঠিক জানো ?

তা জানি না। তবে গুজব ছড়িয়ে গেছে। খুব স্ট্রং গুজব। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে অ্যাকশনে নামছেন। প্রচুর ধরপাকড় হবে।

ডেডবডি এসেছে ?

শচীন শুকনো মুখে মাথা নেড়ে বলে, না।

কৃষ্ণর কোনো হদিশ করতে পেরেছো ?

না। আর সেইটেই চিন্তার বিষয়।

হেমকান্তর বুকটা কেঁপে উঠল আবার। বললেন, চিন্তার কারণ তো বটেই। একটু কোনো খবরও পাওয়া যায় না ?

শচীন খুব সোজাসুজি হেমকান্তর দিকে চেয়ে থেকে বলল, একটা খবর আমার কাছে আছে।

হেমকান্ত কাঁপা গলায় বললেন, খারাপ খবর ?

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে খারাপই।

এসো গাড়িতে গিয়ে বসি। প্রকাশ্যে রাস্তায় এসব কথা না হওয়াই ভাল।

গাড়িতে দুজনে মুখোমুখি বসার পর হেমকান্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর খানিকক্ষণ দম নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে বললেন, এবার বলো।

শচীন মৃদুস্বরে বলল, কৃষ্ণ বোধহয় স্বদেশীদের খপ্পরে পড়েছে।

খপ্পরে বলতে কী বোঝাতে চাইছো ? গুম করেছে ?

না। আমি বলতে চাইছি, স্বদেশীদের সঙ্গে কোনো সূত্রে ওর যোগাযোগ হয়েছে। ওকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

স্বদেশী বলতে কোন দল ? কার দল ?

বীরু সেনের দল।

হেমকান্ত চুপ করে গেলেন। বীরু সেন কে তা তিনি জানেন না। তবে জানতে চাইলেনও না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণকে দিয়ে ওদের কী কাজ হবে বলো তো ! ও তো নেহাত বাচ্চা ছেলে।

বাচ্চাদের দিয়েই কাজ হয়। বিশেষ করে কৃষ্ণর মতো ব্রাইট ছেলে পেলে তো কথাই নেই।

কিন্তু যদি খুনখারাপি করায় ?

শচীন মুখটা নামিয়ে নিল। কিছু বলল না।

হেমকান্তর হঠাৎ মনে হল, শচীন কিছু গোপন করতে চাইছে। তিনি একটু ঝুঁকে বললেন, কোথায় রেখেছে ওকে জানো ?

শচীন মুখ তুলল। চোখের দৃষ্টি করুণ। বলল, যতদূর জানি কেওটখালিতে।

যেখানে রামকান্ত রায়কে মারা হয়েছে ?

তাই তো গুজব।

হেমকান্ত শচীনের হাতটা চেপে ধরে বললেন, যাবে ? চলো একবার গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আসি।

শচীন স্তিমিত গলায় বলল, কি করে যাবেন ? পুলিস গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে। কাউকে ওই অঞ্চলে ঢুকতে দেবে না।

ঠিক দেবে। আমরা ঠিক পথ করে নেবো।

পুত্রের জন্য উদ্বেগে পাগল বাপের পাগলামি শচীনের অজানা নয়। সে ম্লান একটু হেসে বলল, আমি সে চেষ্টা আগেই করেছি। ওই অঞ্চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

পুলিস কি অ্যাকশন নিচ্ছে ওখানে ?

www.MurchOna.com

নেওয়ারই তো কথা।

যদি কৃষ্ণর কিছু হয় ?

শচীন জানে, কৃষ্ণ একা নয়, বীরু সেনের গোটা দলটাকেই পুলিস হয় ধরবে, নয়তো পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সেখানে হাজির আছে। তবে শচীন সেকথা বলল না, বরং বলল, না তেমন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। স্বদেশীরা কি অত বোকা ? নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে।

কিছু খবর পেয়েছো ?

এটুকু জানি যে, এখনো কেউ ধরা পড়েনি বা মরেওনি।

হেমকান্তর হাত পা বুক সবই কাঁপছে। তিনি অস্থির বোধ করতে লাগলেন। বললেন, ঠিক আছে। তুমি এখন কী করবে ?

আমি থানায় আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। খবর যা আসার তা থানাতেই আসবে।

খবর পেলে আমাকে জানাবে সঙ্গে সঙ্গে।

নিশ্চয়ই। আপনি চিন্তা করবেন না।

শচীন নেমে গেল। হেমকান্ত গাড়ি ছুটিয়ে ফিরতে লাগলেন।

কিন্তু ফিরলেন না। নদীর ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামলেন। গাড়োয়ানকে বললেন, গঙ্গা মাঝি ঘরে আছে কিনা দেখ তো ! থাকলে ডাক।

গঙ্গা মাঝি তলব পেয়ে ছুটে আসে।

কর্তা ডাকছেন ?

নৌকোটা আছে ?

আছে। যাবেন ?

যাবো। চল।

নিঃশব্দে হেমকান্ত নৌকোয় গিয়ে ওঠেন। মাঝারি নৌকো। গঙ্গা মাঝি বৈঠা ধরতেই হেমকান্ত হাত বাড়িয়ে বলেন, আমাকেও একটা দে।

দুই সবল হাতের বৈঠার তাড়নায় নৌকো কেওটখালির দিকে ছুটতে থাকে। রোদে ঝকঝক করছে নদী। চমৎকার শান্ত শ্রী ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

হেমকান্ত ডাকলেন, গঙ্গা।

আজ্ঞে কর্তা।

কাল রাতে এই রাস্তা দিয়ে পুলিস গেছে দেখেছিস ?

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।

কতজন ?

মেলা পুলিস।

গুলিগোলার শব্দ শুনেছিস ?

আজ্ঞে না।

পুলিস কেওটখালিতে কেন গেছে জানিস ?

গঙ্গা মাথা নাড়ল, না কর্তা।

কৃষ্ণকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, জানিস ?

গঙ্গা দুঃখিত মুখে বলে, সব ওই স্বদেশীদের কাজ। আমি তো সারা রাত ছোটো কর্তাকে খুঁজতে নৌকো বেয়ে এখানে সেখানে গেছি

সারা রাত, তবে তো তোর নৌকো বইতে কষ্ট হচ্ছে এখন !

না কর্তা, কষ্ট কি ? গতরের কাজে কষ্ট নাই।

www.MurchOna.com

অনেকক্ষণ নৌকো চলল। শহর শেষ হল। নির্জন নদীর ধার। নিরবচ্ছিন্ন গাছপালায় শ্যামলিমা।

এই কেওটখালি। ওই শ্মশান। গঙ্গা অস্ফুট স্বরে বলে।

দুইজনে নৌকো ভেড়ায়। পাড়ে কাদা, কাঁটা গাছ, আগাছার জঙ্গল। নিস্তব্ধতা।

গঙ্গা একটা খুঁটো পুঁতে নৌকো বাঁধে। হেমকান্ত নেমে চারদিকে চেয়ে দেখেন। একটু ইতস্তত করে খাড়াই বেয়ে উঠতে থাকেন ওপরে। গঙ্গা নৌকোর খোল থেকে একটা লম্বা লাঠি টেনে নিয়ে হেমকান্তর পিছু পিছু উঠতে থাকে।

শ্মশানের ঘাটে মস্ত বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে হেমকান্ত চারদিকে তাকিয়ে কিছু খোঁজেন। এ সব দিকে তাঁর বড় একটা আসা হয় না। সামনে একটা সুড়কির লাল রাস্তা। তার ওপাশে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কিছু টিনের চাল দেখা যাচ্ছে।

গঙ্গা নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, এদিকটায় নয়।

তবে কোনদিকে?

আরো দক্ষিণে।

তুই জায়গাটা চিনিস?

চিনি। বাঁরুবাবুরা আমার নৌকোয় অনেকবার এসেছেন।

তাহলে তুই চিনিস। ওরা লোক কেমন?

ভদ্রলোক।

দলে কয়জন আছে?

বেশী না। দশ বারোজন হবে।

প্রফুল্ল ওদের দলে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনিই চিনিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে।

কৃষ্ণাকে কি তুই এখানে এনেছিস কাল?

আজ্ঞে না। ছোটো কর্তা আসতে চাইলেও আনতুম না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়িয়ে বললেন, চল।

চলুন।

রাস্তাটা ধরে পুবদিকে খানিকটা এগোনোর পর ডানহাতে একটা সরু পথ পাওয়া গেল। গঙ্গা সেই দিকে দেখিয়ে বলল, এই কাছেই।

কয়েক রশি পথ। চারদিকে ঘন গাছপালা, আগাছা, বসতিহীন জমি। সে সব ডিঙিয়ে খানিকদূর এগোবার পর একটা খোড়ো ঘর নজরে পড়ল। চারদিকটায় ফাঁকা পোড়ো জমি। নির্জন।

কেউ তো এখানে নেই বলে মনে হচ্ছে। হেমকান্ত সভয়ে বললেন।

থাকবার কথাও নয়। এক বজ্রগম্ভীর গলা পিছন থেকে বলে উঠল।

॥ ৮৬ ॥

ধ্রুব আধবোজা চোখে নোটনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশীই চেয়ে থাকে।

বলতে নেই নোটনের মুখখানা ভারী ছমছমে সুন্দর। আভিজাত্য নেই ঠিকই, কিন্তু চটক আছে, যৌন আবেদন আছে। নোটনের মুখে আভিজাত্যের ছাপ থাকার কথাও নয়। কিন্তু একটু পবিত্রতা আশা করা যেত। কারণ ওর দাদু আর দাদুর বাবা দুই পুরুষ ধরে ধ্রুবদের দেশের বাড়ির বাঁধা পুরুত

www.MurchOna.com

ছিল। গুরুগিরি করত। নোটন মনু ঠাকুমার দাদার সাক্ষাৎ নাতনী। ওই তেজস্বিনীর রক্তের উত্তরাধিকার এর মধ্যে কিছুটা থাকার কথা ছিল।

নোটনের মুখের দিকে চেয়ে এই সবই বোধ হয় খুঁজছিল ধ্রুব।

কিন্তু নোটন সেই চোখের অন্যরকম মানে করে সিটিয়ে গিয়ে বলল, ওরকম তাকিয়ে আছো কেন ?

আমার চোখকে ভয় পাস ?

পাই না আবার ? যা রাগী তুমি।

রাগী বলে ভয় পাস, না কি নিজের মনে পাপ আছে বলে ?

এ কথায় নোটনের চোখ ছলছল করতে লাগল। কতটা অভিনয়, কতটা সত্যিকারের অভিব্যক্তি তা ধরা মুশকিল। ধ্রুব সেটা বোঝার জন্যই নোটনের ক্রন্দনোন্মুখ মুখখানার দিকে ফের একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

নোটন হাঁটু জড়ো করে বসেছে, দু'হাতে জড়ানো দুই হাঁটু, তার ওপর থুতনি ছিল। এখন মুখটা সরিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বলল, আজ কেবল বকবেই বুঝি ?

বকেছি নাকি ? কই, বুঝতে পারিনি তো ?

বকেছো। বকতে তোমরা পারো, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা তো জানতে না !

মুকুল এখন কোথায় ?

নোটন তার কচি ঠোঁট ভারী সুন্দর ভঙ্গীতে উল্টে বলল, কি জানি কোথায় ? আগে ভাবতাম ঠিক একদিন ফিরে আসবে, সংসারের দায়িত্ব নেবে। এখন আর ওসব ভাবি না। কোথাও আছে বোধ হয়, নাহলে মরেটরে গেছে।

তোরা খোঁজ করিসনি। ঠিকমতো খোঁজ করলে পাত্তা পাওয়া যেত।

পেয়ে লাভ কি ? শুধু মা একটু ঠাণ্ডা হত, আর কি হবে বল ? বেকার ছেলেরা বাড়ি বসে বসে কেবল গারজিয়ানি করে ছোটোদের ওপর। গেছে ভাল হয়েছে।

ধ্রুব স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল নোটনকে। মায়ের পেটের দাদা সম্পর্কে এত ঔদাসীন্য খুব স্বাভাবিক নয়। তবে বোধ হয় অস্বাভাবিকতাই আজকাল স্বাভাবিক। মানুষের মন আজকাল এরকমই।

ধ্রুবর শরীর এখন ততটা খারাপ লাগছিল না। শুধু গলা পর্যন্ত অম্বলের একটা জ্বালা। অম্বল আজকাল সবসময়কার সঙ্গী। এর ভয়ে সে মদ খায় না, তবু হচ্ছে। শরীরে ঝিমুনির ভাবটাও আছে। কিন্তু নোটনেব সামনে বসে থেকে শরীরকে খুব একটা টের পাচ্ছিল না সে। নোটনের এই অধঃপতন তার নিজেরও ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে হচ্ছে। তেমন কোনো কারণ নেই মনে হওয়ার। সামান্য যে কারণটা ছিল তাকে কারণ বলে না ভাবলেই হয়। বেশ কয়েক বছর আগে নোটনের সঙ্গে তার একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিল নোটনের মা। কৃষ্ণকান্ত তাদের ওই স্পর্ধায় এমন চটে গিয়েছিলেন যে শুধু হাতে-মারা বাকি ছিল। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শেষ অবধি ভাতে ওদের ঠিকই মেরেছেন। নোটনের দাদা মুকুল কৃষ্ণকান্তর ওকালতি ব্যবসার কেরানী ছিল। ডালহৌসির অফিসে বসত। একটু কুঁড়ে ছিল ছেলেটা, কামাই করত। এছাড়া তেমন কোনো দোষের কথা ধ্রুব জানে না। কৃষ্ণকান্ত মুকুলকে তাড়ালেন তো বটেই, তার আগে যথেচ্ছ অপমান করলেন। সম্ভবত মুকুলের আত্মসম্মান জ্ঞান কিছু প্রখর ছিল। সে সেই যে পালাল আর কখনো ফিরে আসেনি। নোটনদের অবস্থা খারাপই ছিল, আরো খারাপ হতে লাগল। মনু ঠাকুমা ওদের আশ্রয় দিতে পারত, দেয়নি। মনু ঠাকুমার অন্ধ এক স্নেহ আছে কৃষ্ণকান্তর ওপর। তার ধারণা কৃষ্ণ সাধারণ ছেলে নয়, দেবতার অংশ। কৃষ্ণ কখনো ভুল করে না, অন্যায় করে না।

কৃষ্ণকান্ত সম্পর্কে এরকম হঠকারী ধারণা আরো অনেকেরই আছে। যেমন ছিল ধ্রুবর দাদু হেমকান্তর। তাঁর ধারণা ছিল, কৃষ্ণকান্ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবে। দেশের আরো অনেক

www.MurchOna.com

আহাম্মকেরই সম্ভবত এরকম কোনো ধারণা ছিল। কৃষ্ণকান্ত প্রধানমন্ত্রী না হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নিজস্ব একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন এইসব ধারণাকে ভাঙিয়েই।

ধ্রুবর স্থির ও অনুসন্ধানী চোখের ওপর চোখ রাখতে পারল না নোটন। মুখ নামিয়ে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আমাদের তোমরা শেষ ক'রে দিতে চেয়েছিলে ধ্রুবদা। দেখ, আমরা শেষ হয়ে গেছি।

ধ্রুব একটা বড় রকমের শ্বাস ছেড়ে বলল, নাটক-ফাটক করিস নাকি?

চকিতে একবার মুখের দিকে চেয়ে নোটন বলল, করি। করব না কেন?

তাই বেশ সাজানো ডায়ালগ দিচ্ছিস।

সাজানো হবে কেন? কথাটা খারাপ শোনাতে পারে, কিন্তু সত্যি কিনা বলো!

আমি তোদের শেষ করতে চেয়েছি একথা কে বলল?

তোমার কথা তো বলিনি। বলেছি তোমরা।

আমরা বলতে কে কে?

ধরো জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তোমরা বলতে তাকে বোঝায় না।

ও বাবা, অত কথা আমি জানি না। শুধু জানি তোমরা সব একরকম।

খুব জানিস তো!

রাগ কোরো না ধ্রুবদা। আমি তোমাদের নিন্দে করছি না।

ভয় পাচ্ছিস কেন? রাগ করলেও আমি তো কোনো ক্ষতি করব না। করার সাধ্য নেই

নোটন মাথা নীচু করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, দাদার দোষ থাকতেই পারে। কিন্তু আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। মনু ঠাকুমা পর্যন্ত আমাদের দূর-দূর করে খেদাল।

ধ্রুব একটু হাসল। নোটন বোধ হয় জানে না ওদের ওপর কৃষ্ণকান্তের এত রাগের প্রকৃত কারণটা কি। তাই সে বলল, তোর দাদার দোষটাই বড় নয় রে নোটন। আরও একটা ব্যাপার আছে।

নোটন একটু চমকে উঠে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, কী বলো তো!

তুই কি জানিস না?

নোটন কি ভেবে হঠাৎ ফের মাথা নীচু করে বলে, সে তো জানি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব তো?

তবে জানিস।

সেটা মার খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল।

ভুল! ভুল কিসের?

মা তোমাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ। তারপর মা-মরা ছেলে বলে বোধ হয় মায়াও ছিল খুব। আমাকে অনেক অল্প বয়েস থেকে মা শিখিয়েছিল, ওই ধ্রুবই তোর বর।

বটে! তুইও তাই ভাবতি?

ভাববো না! শিবরাত্তিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে পর্যন্ত তোমাকে ভাবতে হয়। এক সময়ে সেটাই তো বিশ্বাস করতাম।

ধ্রুব হাসতে গিয়েও একটু লাল হল লজ্জায়।

নোটন একটু বিষণ্ণ গলায় বলে, মা তো বোকা, তাই ওই কাণ্ড করেছিল। মনু ঠাকুমা মাকে বহুবার বলেছে, ও কাজ করতে যেও না, কৃষ্ণ খেয়ে ফেলবে। তবু মা কেমন বেহেড হয়ে গেল। কিন্তু সেই জন্যই কি জ্যাঠামশাইয়ের এত রাগ!

ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলে, সামন্ত রক্ত তো। চট করে গরম হয়। শোন নোটন, তোরা ফুর্তি

www.MurchOna.com

কর। আমি চুপি-চুপি কেটে পড়ি।

নোটন একটু কাছে সরে এসে বলে, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে শরীর ভাল নেই। কি হয়েছে বলো তো!

অম্বল। আজকাল হচ্ছে খুব।

এখনো কি ড্রিংক করো?

করি। ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আমার বাবা বলত তোমাদের বংশে নাকি মদের চলন নেই। কেউ কখনো খায়নি। তাই বাবার ধারণা ছিল, তুমি বোধ হয় মদ খেয়ে মরেই যাবে। সহ্য হবে না।

ধ্রুব এ কথাটায় হাসল না। তবে মাথা নেড়ে বলল, মদ খেতে হলে হেরিটেজ দরকার হয় না। তবে একথাটা ঠিক যে আমার নেশাও নেই। জোর করে খাই। না খেলে কিছু ফিল করি না।

জোর করে খাও কেন?

তোকে কেন বলব?

কেন বলবে না?

সব কথা তোর জানার দরকার নেই।

নোটন আচমকা লঘু গলায় বলে, ভুলে যাচ্ছো কেন আমি তোমার বউ হলেও হতে পারতাম।

এই প্রগল্‌ভতা ধ্রুব নীরবে সহ্য করল। তবে একটু বাদে তেতো গলায় ছোট্ট করে বলল, ভাগ্য ভাল যে হোসনি।

কেন? ভাগ্য ভাল কেন বলছো?

বড্ড দু' নম্বরী হয়ে গেছিস বে নোটন।

বিয়ে হলে হতাম?

যারা হয় তাদের মধ্যে বীজাণু থাকে।

নোটন হঠাৎ খামচে ধরল ধ্রুবর হাত। প্রবল শ্বাসের সঙ্গে তীব্র স্বরে বলে, কক্ষনো নয়! কিছুতেই নয়। বরং বিয়ে করোনি বলেই আজ আমি এরকম। এখনো তোমার ওপর রাগে অভিমানে আমি অনেক সময় একা ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

ভুল করিস।

করি তো। কিন্তু কি করব? মা কেন ভুল শিখিয়েছিল?

সে তোর মা জানে আর তুই জানিস। শোন এখন সীন ক্রিয়েট করে লাভ নেই। তোর একটা ছোটো ভাই আছে না?

আছে। চঞ্চল।

তার বয়স বোধ হয় পনেরো ষোলো হল!

বেশী। আঠারো।

আমার কাছে চঞ্চলকে আসতে বলিস।

চাকরি দেবে?

দিতে পারি।

কত টাকা মাইনের চাকরি?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

নোটন একটু হাসে, আমাকে এসব করতে দেবে না তো? কিন্তু এসব করে আমি যা রোজগার করি চঞ্চল তার অর্ধেক টাকাও মাইনে না পেলে তো হবে না।

ধ্রুব ফের স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং খুব বেড়েছে তাহলে! অ্যাঁ!

একটু বেড়েছে। আর শোনো, আমার ভাল করতে চেও না।

www.MurchOna.com

তোর ভাল করতে কে চাইছে ! ভালই তো আছিস । আমার আবার বেশী সতীপনা ভালও লাগে না । চঞ্চলকে চাকরি দিতে চাইছি তোর জন্য নয় । অন্য কারণে ।

কি কারণ সেটা তো বলবে ।

একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে ।

কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?

আমার বাবা বিনা দোষে তোর দাদাকে তাড়িয়েছিল । আমি বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই ।

নোটন খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

ধ্রুব ধীরে ধীরে উঠল । কিছু না বলে আস্তে আস্তে পিছনের ফটকের দিকে এগোতে লাগল । বেলা পড়ে এসেছে । সামনের দিক থেকে মাতাল গলার কিছু স্তিমিত কোলাহল আসছে । এখন কেউই আর স্বাভাবিক নেই ।

কয়েক পা এগোতেই নোটন ডাকল, কোথায় যাচ্ছো ?

চলে যাচ্ছি ।

একটু দাঁড়াও । আমার দরকার আছে ।

আমার সঙ্গে তোর আর দরকার কিসের ?

আছে । শোনো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো ।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, পাগল ? ওরা তোকে পয়সা দিয়ে এনেছে । ছাড়বে কেন ?

নোটন উঠে এসে ধ্রুবর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, সবাই ডেড ড্রাংক । কেউ টের পাবে না ।

ড্রাংকদের আমি চিনি রে নোটন । ঠিক টের পাবে ।

তাছাড়া টাকা আমি সবটা আগাম নিয়ে নিয়েছি ।

কত দিয়েছে ?

হাজার ।

বাঃ, তোর রেট তো ভাল ।

নোটন মাথা নামায় ।

ধ্রুব বলে, দিনে হাজার হলে তোর মাসের রোজগার ত্রিশ হাজার ।

মোটেই নয় । এরা বেশী দিয়েছে । তাছাড়া সব দিন এসব হয় নাকি ?

এরা তোকে বেশী দিল কেন ?

জেদাজেদি করে ।

সেটা কিরকম ?

আমি ফিলমে ছোটখাটো রোল করি, জানো ?

শুনেছিলাম । তোর ছবি আমি দেখিনি । একটাও ।

দেখবে কি ? রিলিজই হয়েছে মাত্র দুটো । একটা সুপার ফ্লপ ।

তারপর বল রেট বেশী পেলি কেন ।

আজ আমার শুটিং ডেট ছিল । ডিরেকটর ছাড়বেন না, এরাও ছাড়বে না । টানাটানিতে হাজার টাকা পেয়ে গেলাম ।

বাঃ, ব্যবসার মাথা তো পরিষ্কার ।

ঠাট্টা করছো ?

না । শুধু ভাবছি এত টাকা পেয়েও যদি পালিয়ে যাস তবে পরে এরা বদলা নেবে কিনা ।

নিলে নেবে । কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না ।

কেন, আমি কি দোষ করলাম ?

www.MurchOna.com

কি করেছো তা জানি না। কিন্তু আমাকে নিয়ে চলো।

নিয়ে যাওয়ার কি আছে। হেঁটে বা রিক্শায় স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপলেই কলকাতা।

আমাকে এত ঘেন্না করো কেন ধ্রুবদা ?

ঘেন্না কেন হবে। ওয়ার্কিং গার্লদের ঘেন্না করার কি আছে। তবে তোকে বলি, যা তোর রেট বলছিস তার দশ ভাগের এক ভাগ মাইনেও চঞ্চলকে কেউ দেবে না।

নোটন একটু হাসল। বলল, তোমার প্রেস্টিজে লাগছে, না ?

লেগেছে একটু। এসব করে রোজগার করছিস তারও আবার দেমাক কিসের ?

দেমাক তোমাকে দেখাবো না তো কাকে দেখাবো ? তোমার ওপরেই যে আমার সবচেয়ে বেশী রাগ।

সে তো বুঝলাম, রাগ থাকতেই পারে। কিন্তু এদের কেন বঞ্চিত করবি ? পরে হয়তো ঝামেলা করবে।

করবে না।

কেন করবে না ?

আমি বলব, ধ্রুব চৌধুরি আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তাতে কি হবে ? ওরা মানবে ?

খুব মানবে। তোমাকে ওরা ভীষণ ভয় খায়।

তা বলে আমার বদনাম দিবি ?

বদনাম একটু নাও ধ্রুবদা, আমার জন্য নাও। বিয়ে করোনি আমাকে, তোমার জন্য কম দুঃখ সইতে হয়নি, তার বদলে এটুকু বদনাম সহ্য করবে না ?

কিন্তু এই নাটকটারও দরকার ছিল না।

ছিল। আজ শুধু তোমার সঙ্গে অনেকটা পথ ফিরব। আর কোনোদিন হয়তো সুযোগ হবে না।

ধ্রুব হা ! জাতীয় একটা শব্দ করে বলল, চল তাহলে। আর দুটো মেয়ে কোথায় ?

খুব খেয়ে পড়ে আছে।

বাগানের চোরাপথে গাছপালার আড়ালে ফটকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুব হঠাৎ কি ভেবে একটু চোখ ফেরাল। দেখল, চৈতন উঠোনের পাশটায় দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

একজন দেখছে। নোটন চাপা গলায় বলল। বলেই ঘোমটা তুলে মুখ আড়াল করল।

ধ্রুব বলল, ভয় নেই। ও চৈতন। আমার খুব ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড।

ওকে ডেকো না তা বলে। আজ শুধু তুমি আর আমি।

এ যে আধুনিক গানের লাইন রে। ভ্যাট।

প্লীজ ধ্রুবদা, পায়ে পড়ি।

ডাকব কেন ? চৈতন এখন অনেক খাবে। যাবে না। তোর ভয় নেই।

দু'জনে নিঃশব্দে রাস্তায় এসে পড়ল। ধ্রুব একটা রিকশার জন্য এদিক ওদিক চাইছিল। নোটন বলল, রিকশা না।

কেন রে ?

একটু হাঁটব। পাশাপাশি।

ও বাবা ! তুই যে বাড়াবাড়ি করছিস নোটন।

মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। বলে নোটন তার হাতব্যাগ খুলে একটা অ্যান্টাসিডের স্ট্রিপ বের করে দুটো বড়ি ছিঁড়ে ধ্রুবর দিকে বাড়িয়ে বলল, আমারও ভীষণ অম্বল হয়। সঙ্গে রাখি। খাও।

খুব ড্রিংক করিস নাকি নোটন ?

খুব করলে কি চলে ? কাজ করে খেতে হয় না ? অল্পস্বল্প খাই।

www.MurchOna.com

তবে অম্বল হয় কেন ?

কি যে বলো না। অম্বল বুঝি শুধু ড্রিংক করলেই হয়। আমার ওপর দিয়ে কত অনিয়ম যাচ্ছে, খাওয়ার সময় অসময় নেই, রাতে ঘুমোনোর সময়ও হয়তো হল না। এসব থেকে হয়।

কতদূর নষ্ট হয়েছিস নোটন ?

নষ্ট ! নষ্ট কিসের ?

ও তাই তো ! আমিও তো নষ্টামিকে খারাপ ভাবি না। সরি !

মি ভাবো। ভাবো বলেই বললে। বরং আমার কাছেই আর ওসব নীতির মূল্য নেই।

আমার কাছেও নেই রে। ঘোমটাটা এবার ফেলে দে।

কেন দেবো ?

আর তো কেউ দেখছে না।

তুমি তো দেখছো।

আমি কি দেখবো ?

নোটন একটু খিলিক দিয়ে হাসে, আজ ঘোমটাটা থাক। ঠিক এইভাবে একদিন তোমার পাশে পাশে হাঁটবো বলে সেই শিশুকাল থেকে স্বপ্ন দেখছি। আজ সত্যিই হাঁটছি তো, তাই ঘোমটাটা থাক।

তোর এখনো এইসব রোমান্টিক ইচ্ছে হয় ?

হয়। কেন হবে না ? ওই যে বয়ঃসন্ধিতে তোমাকে বর বলে মনে হয়েছিল, তাইতেই সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। কখনো কোনো মেয়েকে বিয়ের আগে বলতে নেই, ওই তোর বর। ভীষণ খারাপ ওটা, জানো ?

বুঝলাম।

কোনোদিনই বুঝবে না ধ্রুবদা। মনে মনে হাসছো।

হাসছি তোর ঘোমটা দেখে লোকে কি ভাবছে ?

ভাবাতেই তো চাইছি। বড়ি দুটো খাও।

হাতের বড়ি দুটো মুখে ফেলে চিবোয় ধ্রুব। বলে, শীতের কিছু গায়ে দিলি না। এখানে খুব ঠাণ্ডা।

আমার বেশ লাগছে।

হুইস্কি খেয়েছিস নাকি ?

না। আজ খাইনি।

আমার সম্মানে নাকি ?

বলতে পারো।

ধ্রুব আড়চোখে তাকাল। খুব কাছ ঘেঁষে ঘোমটা মাথায় হাঁটছে নোটন। গা থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। একটু বিভ্রমের মতো। একটু মায়া। পৃথিবীটা এরকম একটা মায়াই। ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক, ক্ষণস্থায়ী তার তাৎপর্য।

॥ ৮৭ ॥

বজ্রনির্ঘোষের মতো কণ্ঠস্বরটি শুনে হেমকান্ত স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর শরীরে সাড় রইল না, মনটা থমকে গেল। তাঁর যে নিজস্ব জগৎ সেখানে উচ্চকিত কোনো ঘটনা ঘটে না, শব্দ হয় না। সবকিছুই সেখানে কোমল, নম্র, মৃদু। এরকম একটা পারিপার্শ্বিক তিনি তৈরি করে

www.MurchOna.com

নিয়ে সেখানে নিবাসিত করেছেন নিজেকে। পৃথিবীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব মায়া সেখানে শিল্পের মতো তন্তুজাল বিস্তার করে। বাইরের শব্দময়, ঘটনাবহুল পৃথিবীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তাই এই কর্কশ, সুরহীন, হিংস্র কণ্ঠস্বরটি তাঁর ভিতরে সব স্পন্দন যেন কয়েক নিমেষের জন্য স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবহমানতা, বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ড।

তারপর খুব ধীরে ধীরে হেমকান্ত মুখ ফেরালেন। যা দেখলেন তা আরো চমকে দেয় তাঁকে। জটাজূটধারী এবং সামান্যমাত্র রক্তাম্বর পরিহিত এক সাধু কটমট করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। সাধুটি বয়স্ক, কেননা জটার চুল সবই প্রায় সাদা, গায়ে লোলচর্ম, দেহটি কৃশকায় এবং তপোক্লিষ্ট। শুধু চোখ দুটি ভয়ংকর রকমের উজ্জ্বল।

হেমকান্ত অনুমান করলেন লোকটির বয়স আশির কাছাকাছি। এই বয়সে কৃশ শরীরের ভিতর থেকে এরকম বাজখাঁই স্বর কি করে বেরোয় সেটাই রহস্য।

হেমকান্তর বিস্ময়বোধ স্তিমিত হলে তিনি বললেন, কারো থাকার কথা নয় কেন ? কোথায় গেছে সব ?

লোকটা আবার একটা পিলে-চমকানো হুংকার দিল, পেন্নাম করেছিস ? সাধু সন্ত দেখলে পেন্নাম করতে হয় জানিস না ?

হেমকান্ত দ্বিধায় পড়লেন। সাধুসঙ্গ বড় একটা করেননি জীবনে। প্রণামের পাটও বহুকাল চুকে গেছে। অভ্যাসই নেই। একটু ইতঃস্তত করে প্রণামের জন্য এগিয়ে যেতেই সাধু ফের হুংকার দিল, ছুঁতে নেই। দূর থেকে গড় কর।

হেমকান্ত মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নোয়ালেন। উঠে বললেন, আমি আমার ছেলের খোঁজে এসেছি। শুনেছি সে বীরুবাবুর দলের সঙ্গে ছিল।

সাধু দাঁত কিড়মিড় করছিল। রাগে না কোনো শারীরিক কারণে তা কে বলবে! তবে এবার একটু গলার পর্দা নামল। বলল, তারা এখানে থাকবে কেন ? বোকা নাকি ? পুলিশ আসবে খবর পেয়ে কালই সব সরে পড়েছে।

শুনলাম গুলিগোলা চলেছে!

ওই উত্তরে আরো মাইল দুই দূরে একটা পাটক্ষেত আছে। সেখানে খুব লড়াই হয়েছে। দুটো মরেছে। এ পক্ষের একটা, ও পক্ষের দুটো।

দারোগাবাবু ছাড়া আর কে ?

তা জানি না। তোর ছেলে কত বড় ?

বেশী বড় নয়।

বাচ্চা নাকি ?

ঠিক তাও নয়।

খোঁজ নে। নাম কি বল তো।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি।

তোর নাম কি ?

হেমকান্ত চৌধুরি।

অ। তোরা সেই জমিদার বুঝি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা তোর বংশের ছেলে স্বদেশী করছে কি রে! অ্যাঁ। এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। দে, কিছু প্রণামী দে।

হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। মাগুনে লোককে দু চোখে দেখতে পারেন না। তাই চুপ করে রইলেন।

www.MurchOna.com

সাধু একটা গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, তুই কৃপণ নাকি ?

হেমকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, প্রণামী কিসের ? আমি প্রণামী-টনামী দিই না।

হাড়-কেপ্পন কোথাকার ! কৃপণের বড় কষ্ট তা জানিস ! টাকার ওপর বসে থেকেও ভোগ করতে পারে না। জ্যান্ত যম। তুই কৃপণ কেন ?

কৃপণ কে বলল ?

তবে প্রণামী দিচ্ছিস না কেন ? দে, দে, দিয়ে ফেল। যত দিবি তত বাঁচবি।

সাধু বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল। হেমকান্ত বিরক্ত বোধ করলেন। লোকটার হাবভাব সন্দেহজনক এবং ব্যবহার অপমানকর। তাঁকে 'তুই' করে বলে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অন্য সময় হলে তিনি লোকটাকে উপেক্ষা করে স্থানত্যাগ করতেন। কিন্তু এখন ছেলের জন্য চিন্তায় তাঁর বুক শুকিয়ে আছে। এ লোকটা কিছু খবর দিতে পারে বলেই মনে হয়। এ পক্ষের দুজন মরেছে, তাদের মধ্য কৃষ্ণ নেই তো ?

হেমকান্ত পকেট থেকে একটা টাকা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, স্বদেশীদের মধ্যে যে দুজন মারা গেছে তাদের নাম কি ?

সাধু টাকাটা কাঁধের একটা গেরুয়া ঝোলায় রেখে বলল, তোর ছেলে মরেনি। ভয় নেই। তবে মরবে।

তার মানে ?

দারোগাটাকে ওই মেরেছে কিনা।

ও মেরেছে ? হেমকান্ত হাঁ করে রইলেন।

মেরেছে বলতে মেরেছে ! একেবারে সাক্ষাৎ নিজের হাতে।

বাজে কথা।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, বুঝলি ব্যাটা !

হেমকান্ত তবু চেয়ে রইলেন। চোখে অবিশ্বাস। কিছুক্ষণ কথাই এল না মুখে। তারপর বললেন, আমার ছেলে একাজ করতে পারে না।

সাধু চারপাশটা একটু দেখে নিল। তারপর মৃদু একটু হেসে বলল, সংসারী মানুষের অনেক দোষ রে শালা। একটা দোষ কি জানিস ? বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। ওই মায়ার চোখ দিয়ে দেখে বলে ছেলেপুলে সম্পর্কে সত্যি কথাটা মানতে চায় না। ভাবে লোকে বানিয়ে বলছে।

আপনি দেখেছেন ?

বলছি না, নিজের চোখে দেখেছি ?

কী দেখেছেন ?

সে তোকে বলব কেন ? একটা টাকা দিয়ে কি মাথা কিনেছিস নাকি ?

হেমকান্ত ভারী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, টাকা দিয়ে মাথা কিনব কেন ?

তোদের চিনি না ভেবেছিস ? টাকাটা দিলি, কিন্তু ঘেন্না করে দিলি, দিয়েই নানা রকম খোঁজ খবর করতে লাগলি। ভাবছিস টাকা যখন দিয়েছি তখন এই জন্তুটা সব গড়গড় করে বলে দেবে !

হেমকান্ত আসলে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু লোকটা তা বুঝল কি করে ? হেমকান্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, তা ভাবছি না। আমি আমার ছেলের জন্য বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি।

তোর ছেলে ! তোর ছেলে হবে কেন ? ছেলে কি তোর নিজের হাতে গড়া ? ছেলে ভগবানের, তুই নিমিত্তমাত্র। বাড়ি যা, গিয়ে কথাটা বসে বসে ভাব। শান্তি পাবি।

ঘটনাটা বলবেন না ?

খটমটে এবং খিটখিটে সাধুটা হঠাৎ ফোকলা একটা হাসি হাসল। বলল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে ?

www.MurchOna.com

জানা দরকার। ছেলেটার কি হল না জানলে স্বস্তি বোধ করছি না।

তাহলে আর একটা টাকা দে। দেখিস অবহেলায় দিস না।

হেমকান্ত বিনাবাক্যে আর একটা টাকা বের করে সাধুর বাড়ানো হাতে দিলেন।

সাধু সেটা ঝোলায় পুরে বলল, আমি কিন্তু স্বদেশীদের দলের নই। দেখিস বাবা, পুলিশ লেলিয়ে দিস না। ওরা বড় মারে শুনেছি।

না, আপনি বলুন। আমি বড় অশান্তিতে আছি।

বলছি। আয়, ওই সর্ষেক্ষেতের মধ্যে গিয়ে বসি। এ জায়গায় লোকজন এসে পড়বে।

হেমকান্ত রাজি হলেন। সাধু তাঁদের সর্ষেক্ষেতের মধ্যে নিয়ে এল। এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে সাধু বলল, আমি ওই পাটক্ষেতের ধারে একটা বটগাছের তলায় থাকি। স্বদেশীরা ছিল দশ বারো জন। সকলের মুখ চিনি। কাল মাঝরাতে ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময় গুলিগোলার আওয়াজ শুনে উঠে পড়ি। ধুনিটা উস্কে দিয়ে মস্ত দেখি, পাটক্ষেতের মধ্যে কুরুক্ষেত্তর হচ্ছে। অন্ধকারে ভাল দেখা না গেলেও দৌড়ঝাঁপ হুড়োহুড়ি খুব বোঝা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর একটা দশাসই লোক, তার গায়ে পুলিশের পোশাক, দৌড়ে পালিয়ে আসছিল। তার ডান হাত দিয়ে খুব রক্ত গড়াতে দেখেছি।

তারপর ?

তার হাতে একটা খেটে বন্দুক ছিল, কিন্তু মনে হয় তাতে গুড়ুল ছিল না। লোকটা ছুটতেও পারে না তেমন। ইয়া লাশ, খেয়ে দেয়ে শরীরে খুব চর্বি লাগিয়েছে। হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছিল। এসে সটান পড়ল আমার ধুনীর সামনে, বাবা গো, বাঁচাও।

আপনার কাছে ?

তবে আর বলছি কি ? আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাটার আয়ু বেশীক্ষণ নয়। লোকটা পড়তেই পাটক্ষেত থেকে বড় একটা দা হাতে একটা ভারী সুন্দর চেহারার ছেলে বেরিয়ে এল। পরনে ধুতি, গায়ে একটা বালাপোষের কোট। খুব ফর্সা, লম্বা আর মজবুত তার চেহারা।

হেমকান্ত ডুকরে উঠলেন, কৃষ্ণ !

তা আর বলতে।

তারপর কি হল ?

নিজের চোখে দেখেছি বললাম না ! আমার চার হাতের মধ্যে ঘটনা। সেই ছোঁড়া এসে এক কোপে ঘাড়টা অর্ধেক নামিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে চলে গেল।

হেমকান্ত শিউরে চোখ বুজলেন। দৃশ্যটা তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। খুন এ বংশের রক্তে নেই। যতদূর তিনি জানেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা কেউই খুন করেননি বা কাউকে লাগিয়ে অন্য কাউকে খুন করাননি। লেঠেল বা পোষা গুণ্ডা থাকা সত্ত্বেও। তাহলে কৃষ্ণ একাজ করল কি করে ? তাঁর ছেলে হয়ে ? তিনি যে পিঁপড়ে মারতেও মায়া বোধ করেন !

সাধু হেমকান্তর মুখের ভাব লক্ষ করছিল। কথা বলল না। কিন্তু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

হেমকান্ত চোখ খুলে সাধুর মুখের সেই হাসি দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ?

আর কি ? অন্ধকারে তেমন কিছু দেখারও ছিল না। টর্চের আলো পড়ছিল খুব এধার ওধার। শেষ অবধি কয়েকটা পুলিশ ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে-এসে আমার ওপর হামলে পড়ল। দারোগাকে কে খুন করেছে, তা তাদের বলতে হবে।

আপনি বললেন ?

পাগল নাকি ? বললে স্বদেশীরা এসে কেটে রেখে যাবে না আমাকে ? তাই আমি সাফ বলে দিয়েছি ভয়ে ভিড়মি খেয়ে পড়েছিলাম, কিছু দেখিনি।

www.MurchOna.com

তারা বিশ্বাস করল ?

সে তারাই জানে। তবে সাধু দেখে আর ঘাঁটায়নি।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তারা হিন্দু বলে সাধু দেখে ছেড়ে দিয়েছে। ধর্মভীরু ভীতু জাত তো। কিন্তু এরপর সাহেব আসবে। তারা ছেড়ে কথা কইবে না। দরকার বোধ করলে বেঁধে থানায় নিয়ে বেত মারবে। তখন কি করবেন ?

সাধু বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, তাই করে নাকি ম্লেচ্ছগুলো ?

করে। ওদের অত ধর্মভয় নেই।

তাহলে তো ঝুলিয়েছিস আমাকে।

আপনি বরং এক কাজ করুন। কিছু টাকা দিচ্ছি, এখান থেকে সরে পড়ুন। কাউকে কিছু বলবেন না।

সাধু তৎক্ষণাৎ হাতটি পেতে বলে, দে তাহলে।

যাবেন ?

যাবো বলেই তো বেরিয়ে পড়েছি। আমি কি বোকা ? দে, তাড়াতাড়ি দে।

হেমকান্ত পকেটে হাত দিয়ে বললেন, পাঁচটা টাকা দিলে হবে তো ?

তুই খুব কৃপণ, দে, তাই দে। কৃপণের বড় টাকার কষ্ট রে।

হেমকান্ত টাকাটা দিয়ে বললেন, স্বদেশীরা কোনদিকে গেছে জানেন ?

সেটা জেনে কি হবে ? তারা কি কোথাও বসে থাকবে ? যে যেদিকে পারে পালিয়েছে বাড়ি যা।

কোনো হদিশ দিতে পারেন না ?

ছেলের জন্য ভাবছিস তো ! পাগল। ছেলে যে তোর নয় এটা বুঝবার চেষ্টা কর গে। যখন ছোটো ছিল তখন পেলেছিস, পুষেছিস, এখন দুনিয়ার হাতে ছেড়ে চলে যা।

ছেলেটা যে বড় ছোটো।

আমি কত বছর বয়সে সন্ন্যাস নিই জানিস ?

কত বছর ? বলে হেমকান্ত বিস্মিত চোখে তাকালেন।

শুনলে হাসবি। মায়ের বুকে দাগা দিয়ে বাবাকে কাঁদিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তাও এ জন্মে বুঝি সিদ্ধি হল না। ফের আসতে হবে।

দার্শনিক কথাবার্তা হেমকান্তর এখন সহ্য হচ্ছিল না। সাধুদের তিনি দু চোখে দেখতেও পারেন না। বিরস মুখে বললেন, না জানলে বলবেন না। কিন্তু পুলিশের হাতেও পড়বেন না যেন।

সাক্ষী রাখতে চাস না তো ! আমিও কি সাক্ষী থাকতে চাই রে। কি যে সব ঝড়যুদ্ধু বাবা, মানেই খুঁজে পাই না।

এই বলে সাধু উঠল। বলল, তোদের তো নৌকো আছে।

আছে।

তবে আমাকে শম্ভুগঞ্জে পৌঁছে দে। ওখান থেকে হাঁটা দেবো।

কোনদিকে যাবেন ?

ওরে তোর ভয় নেই। আমি গারো পাহাড় পেরিয়ে হিমালয়ের দিকে চলে যাবো। সাহেব আমাকে খুঁজে পাবে না।

না পাওয়াই দরকার। আপনি যদি সাক্ষী দেন তবে আমার ছেলের ফাঁসী হবে।

জানি। আমি কারো নিমিত্ত হতে চাই না, এবার ওঠ। বেলা হল।

হেমকান্ত উঠলেন।

সাধুকে শম্ভুগঞ্জে এক আঘাটায় নামিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন বাড়িতে। যখন এলেন

www.MurchOna.com

তখন সারা শহর থমথম করছে। রাস্তায় লোকজন নেই। বাচ্চারা পর্যন্ত চলাফেরা করছে না।

রঙ্গময়ী অপেক্ষায় ছিল। হেমকান্ত বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ছুটে এল।

কোথায় গিয়েছিলে ?

হেমকান্তর ভিতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, পাওয়া গেল না।

তুমি ওকে খুঁজতে গিয়েছিলে ? রঙ্গময়ী রীতিমত ধমক দেয়।

কেন, তাতে দোষ হয়েছে ?

খুঁজতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবে যে !

তার মানে ?

স্বদেশীরা যদি কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে ওরাই ওকে দেখবে। কিন্তু তোমাকে কেউ দেখবে না।

তার মানে ?

তোমাকে রক্ষা করার কেউ তো নেই।

আমার কি হবে ?

কি হয়েছিল মনে নেই ?

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। আমি এই মনের ভার আর বইতে পারব বলে মনে হয় না।

পারতে হবে। কৃষ্ণর জোরই তো তুমি। কত ভালবাসে তোমাকে।

এই কি ভালবাসার লক্ষণ ?

নয় কেন ?

একবার বলেও গেল না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে।

ঠিক কাজই করেছে। এ তুমি বুঝবে না। তবে একথা জেনো, ও তোমাকে যত ভালবাসে তত আর কাউকে নয়।

ভালবাসা নিয়ে জোর জবরদস্তি দাবি তর্ক কিছু চলে না, ভালবাসার বিচারও বোধ হয় এক জীবনে শেষ হয় না। হেমকান্ত তাই তর্ক করলেন না। খুব সংশয়পূর্ণ এবং বিষণ্ণ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন রঙ্গময়ীর দিকে। তাঁর আজ মনে হচ্ছিল, কৃষ্ণর সবই ভাল, কিন্তু ওর মনটা বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মায়া দয়া কিছু কম।

হেমকান্ত নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলেন। মাথার মধ্যে চিন্তার একটা ঘূর্ণিঝড়। সাধুর কথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন ? এ কি সম্ভব ?

বাড়িটা আজ খুবই নিস্তব্ধ। কিন্তু হেমকান্ত আজ তাঁর পুত্রকন্যা পুত্রবধূ এবং নাতিনাতনীদের কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছিলেন না। সম্ভবত তাদের কানেও গুজবটা পৌঁছে গেছে। হেমকান্ত অস্থির হলেন না। খুব সামান্য বিপদ ঘটলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি বড় অস্থির হয়ে উঠতেন, অসহায় বোধ করতেন। আজ তা হচ্ছিল না। একটা বিষাদ অনুভব করছিলেন তিনি। খুব গভীর বিষাদ।

দুপুরে বিশাখা খুব ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এসে বলল, সকাল থেকে কিছু মুখে দেননি। এবার দুটো খাবেন চলুন।

খাওয়ার কথায় হেমকান্ত খুব বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। তারপর বললেন, তোমরা খেয়েছো ?

বিশাখা মাথা নাড়ল, নাড়তে গিয়ে তার চোখ থেকে অবাধ্য জল খসে পড়ল গাল বেয়ে। ফোঁপানির শব্দ হল। ঠোঁট দাঁতে কামড়ে কান্না সামলানোর চেষ্টা করল সে।

হেমকান্ত মেয়ের মুখ লক্ষ করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, কাঁদছো কেন ? কান্নার কিছু নেই। সে

www.MurchOna.com

বেঁচে আছে খবর পেয়েছি।

বিশাখা চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে চেয়ে বলল, বেঁচে আছে ? কার কাছে খবর পেলেন ? তোমরা কি ধরে নিয়েছিলে যে সে মারা গেছে ?

আমরা কী ভাবব তা বুঝতেই পারছি না। কত লোক এসে কত কি বলে যাচ্ছে !

কী বলছে ?

একজন বলে গেল, গুলি লেগেছে। হাসপাতালে। হাসপাতালে খবর নিয়ে জানা গেল বাজে কথা। আবার একজন এসে বলল, নদীতে লাশ পাওয়া গেছে। কেউ বলছে স্বদেশীদের দলের সঙ্গে চলে গেছে।

হেমকান্ত চাপা একটা সতর্কতাসূচক শব্দ করে বললেন, যে যা বলুক শুনে যাও। নিজেরা কারো কাছে কিছু কবুল কোরো না। তবে সে যে বেঁচে আছে এটা বোধ হয় বিশ্বাস করা যায়।

কোথায় আছে ?

সেটা বলা যাবে না। তাছাড়া তার এখন এ বাড়িতে পা না দেওয়াই ভাল।

কিন্তু বাবা, তার যে ভাল জামাকাপড় সঙ্গে নেই। কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে তা কি জানেন ?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কিছুই জানি না। জানার উপায়ও নেই। এমন কি সে যে বেঁচে আছে এটাও খুব সূক্ষ্ম সূত্রে খবর পেয়েছি। সুতরাং কারো কাছে কিছু বোলো না। বললে তার বিপদ, আমাদেরও বিপদ।

বাড়ির সবাই যে দুশ্চিন্তায় কণ্ঠায় প্রাণ নিয়ে বসে আছে।

থাকুক। বাড়ির লোককেও বলা ঠিক হবে না। সকলের মনের জোর তো সমান নয়।

কিন্তু কেউ খেতে চাইছে না, শুতে চাইছে না, কাঁদছে।

এক কাজ করো তাহলে। সবাইকে জানিয়ে দাও যে, একজন এসে জানিয়ে গেছে কৃষ্ণ অন্যত্র চলে গেছে। কিন্তু কথাটা যেন বাইরের লোক জানতে না পারে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সবাই বলবে, জানি না।

বিশাখা এই হেঁয়ালিতে খুশি হল না। কিন্তু মেনে নিল। মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে কিছু খেতে দিই !

বেঁচে থাকতে হলে খেতে তো হবেই। কিন্তু আজ আর অন্নব্যঞ্জন গলা দিয়ে নামবে না। আমাকে বরং একটু সরবত দিতে বলো। আর তোমরা যা পারো একটু খাও।

বিশাখা ধীর পায়ে চলে গেল। হেমকান্ত আবার চোখ বুজলেন এবং প্রিয় পুত্রটির কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

ধ্রুব আর নোটন যখন স্টেশনে এসে পৌঁছালো তখন চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাগ্মনবাড়ি থেকে স্টেশন মাইলখানেক। তারা হেঁটেছেও ধীরে। দুজনেই একটু ক্লান্ত।

ছুটির দিন বলেই বোধহয় স্টেশন ফাঁকা, শব্দহীন। শীতার্ত কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। স্টেশনটাকে ভারী ভুতুড়ে আর অলীক বলে মনে হয়। আজকাল কলকাতা আর তার কাছাকাছি সব অঞ্চলে জনসংখ্যা এত বেড়েছে যে এরকম নির্জনতা প্রায় অপ্রাকৃত বলে মনে হয়। সব জায়গাতেই গায়ে গায়ে লোক, সবরকম যানবাহনেই ঠাসাঠাসি, গুঁতোগুঁতি।

নোটন জিজ্ঞেস করল, বসবে না ? প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চগুলো একদম ফাঁকা।

খোলা জায়গায় বসবি ? আজ বেশ ঠাণ্ডা।

www.MurchOna.com

হোক। প্ল্যাটফর্মটা নির্জন। দুজনে কথা বলা যাবে।
তোর আর কত কথা আছে রে নোটন?
অনেক অনেক। এক জন্ম ধরে বললেও ফুরোবে না।
তা নাই ফুরোক। কিন্তু সেসব কথা আমার কানে না ঢাললেই নয়?
তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর বলো!
নাটকে এই ডায়ালগ তোকে প্রায়ই দিতে হয় বোধহয়?
তোমার সঙ্গে নাটব? আর যেখানেই করি এই একটা জায়গায় নোটন কেবল নোটন।
তাই বুঝি! অতিভক্তি কিসের লক্ষণ জানিস?
অতিভক্তি হবে কেন? ভক্তি করতে তো দিচ্ছোই না।
আর ভক্তিতে কাজ নেই।
শোনো, চলো ওখানে গিয়ে নির্জনে বসি। একটু ঠাণ্ডা লাগে লাগুক। তোমাকে আবার কবে এইভাবে পাবো ভগবান জানেন। হয়তো আর দেখাই হবে না।
ধ্রুব হেসে বলল, রোমান্টিক আবর্জনা ঢালবি তো কানে? ঢালিস। তার আগে একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ সেরে নিই। টিকিটটা কেটে ট্রেনের সময়টা জেনে আসি। তুই এগো।
জনহীন কাউন্টারে গিয়ে ধ্রুব দুটো কলকাতার টিকিট কাটল। ট্রেনের টাইম যা জানল তাতে সময় হয়ে গেছে। ট্রেন এল বলে।
ধ্রুব খোলা প্ল্যাটফর্মে এসে প্রথমে নোটনকে দেখতেই পেল না। তারপর দেখল, কাছেরটা ছেড়ে বেশ দূরে অন্ধকারমতো এলাকায় একটা বেঞ্চে বসে আছে নোটন। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।
ধ্রুব কাছে গিয়ে পাশে বসে বলল, ট্রেনের সময় কিন্তু হয়ে গেছে।
একটা ট্রেন ছেড়ে দাও না।
বলিস কি? এর পর হয়তো ঘণ্টাখানেক বাদে আর একটা আসবে।
হোক গে। পায়ে পড়ি।
তোর অত কথা কিসের রে নোটন? অনেক তো বলেছিস?
কোথায় আর বললাম? শুধু নিজের সংসারের দুঃখের গল্প শোনালাম। ও কি কথা?
আর কি বলার আছে?
আছে। বলব। তার আগে তুমি বলো।
আমার কথাই আসে না।
বউদির কথা বলো। ছেলের কথা বলো।
খুব হাসল ধ্রুব। তারপর বলল, হিংসে?
মোটেই না।
তবে জেনে কি হবে? বউদি খুব ভাল মেয়ে এই পর্যন্ত বলা যায়। তবে আমার সঙ্গে বনে না।
কেন বনে না?
আমার সঙ্গে কারোই বনার কথা নয়, জানিস তো আমার স্বভাব।
খুব জানি। তোমাকে জানতে আবার আলাদা বিদ্যে লাগে নাকি?
কি জানিস?
তুমি নিজেকে যা প্রমাণ করতে চাও তা তুমি মোটেই নও।
কি প্রমাণ করতে চাই?
প্রমাণ করতে চাও যে তুমি খুব খারাপ, চরিত্রহীন, মাতাল।
তা নই?
মোটেই না।

www.MurchOna.com

কিন্তু লক্ষণগুলি তো মেলে।

একটুও মেলে না। মেয়েরা আর কিছু না বুঝুক ছেলেদের চোখ বোঝে।

আমার চোখে কি আছে রে নোটন?

খুব মায়া আছে। নইলে আমাকে তুমি ঘেন্না করতে পারতে। মায়াটুকু বাধা দিচ্ছে।

বেশ বললি তো! কোন নাটক থেকে দিলি এটা?

নোটন হেসে ফেলে বলল, এটা মিলে গেছে কিন্তু। নাটকেরই ডায়লগ। তা বলে কথাটা মিথ্যে নয়।

চালিয়ে যা।

নোটন মাথা নেড়ে বলে, ভীষণ ইয়ার্কি করে যাচ্ছো তখন থেকে। বলো না! বলে নোটন খুব ধীরে ধ্রুবর বাহু স্পর্শ করল। একটু কাছে সরে এল।

ধ্রুব মৃদু হেসে বলল, গুড প্রগ্রেস। এরপর কাঁধে মাথা রাখার নিয়ম না?

রাখলে তুমি বকবে?

বকার কিছু নেই। রাখতে পারিস। তবে আমার কাঁধ ভীষণ ঠাণ্ডা।

কাঁধ ঠাণ্ডা মানে?

মানে তোর বুঝে কাজ নেই। এবার ঘোমটা ফেলে স্বাভাবিক হ।

ঘোমটা কেন ফেলব? লোকে তোমাকে আর আমাকে বর-বউ ভাববে ভয়ে? ভাবুক। আমি তাই চাই।

বেশ তো। কিন্তু ভাববার মতো কয়েকটা লোকও তো চাই। এখানে যখন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না তখন কাকে আর ঘোমটা দেখাবি?

কেন তুমি তো আছো। তুমিই দেখ। দেখে ভাবো।

কি ভাবব?

আমাদের বর-বউ বলে ভাবো।

বাড়াবাড়ি করছিস নোটন?

বাড়াবাড়িকে কি নাটকের পেশাদার মেয়েরা ভয় খায়? না তুমিই ভয় খাও?

ধ্রুব হাল ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল। বলল, যা খুশি কর। তবে জেনে রাখ আমি এ গাড়িটা ধরব।

না, ধরবে না।

ধরবই।

ধরলেও কলকাতায় পৌঁছোতে পারবে না ধ্রুবদা।

কেন পারব না?

কারণ আমি তাহলে গাড়িটার তলায় পড়ব। রান ওভারের কেস হলে ট্রেন সহজে নড়বে না।

সব মেয়েই পুরুষদের একটা ভয় খুব দেখায়। মরার ভয়।

আর কোন অস্ত্র আমাদের দিয়েছো বলো!

কেন, জিব! ওটা কি কম?

নোটন খুব কাছে সরে এল। ধ্রুব সরল না, নির্বিকার বসে রইল। নোটন কানের কাছে মুখ এনে বলল, এবার কাঁধে মাথাটা রাখছি। প্লীজ, সরে যেও না।

ধ্রুব সরলো না। নোটন কাঁধে মাথা রাখল। একটা হাত ধ্রুবর একখানা করতল তুলে নিল।

ধ্রুবদা! নাটক করলাম বলে ভাবছো!

কি জানি কি। তোর তো আমার ওপর এত টান থাকার কথা নয় রে নোটন?

কেন থাকবে না?

www.MurchOna.com

তোর সবরকম অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তারপরও কি আর হৃদয় থাকে ?

নোটন মাথাটা কাঁধে একটু ঘষে বলল, থাকে না তো জানোই। আমারও হয়তো নেই। কিন্তু আজ সারাক্ষণ তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন যে হয়ে গেছি, ভারী অস্থির লাগছে।

কিরকম অস্থিরতা রে নোটন ? শরীর !

না গো। ওরকম বোলো না। শরীর দিয়ে কি তোমাকে বোঝা যায় ?

তবে কি ?

নাটক করি, সিনেমা করি, আরো অনেক খারাপ কাজ করি, অস্বীকার করছি না। জীবনে একজন কেউ নেই আমার। সেই একজন কেউ হতেও পারবে না কোনোদিন।

সেই একজন কে ?

জানি না। কিন্তু তুমি হতে পারতে।

আমার হওয়ার কথা ছিল না তো।

সেও জানি। সব ভুল। এই যে বসে আছি কাঁধে মাথা রেখে, ঘোমটা দিয়ে, এও ভুল। কাল থেকেই হয়তো আর এমন অস্থির লাগবে না। তবু আজ যে লাগছে তাতে বুঝতে পারছি এখনো একটু নোটন আছি। সেই আগের নোটন। তাই না ?

আগের নোটনটাকেও তো আমি ভাল চিনতাম না রে ?

তুমি চিনতে না। আমি তোমাকে চিনতাম। স্বামী বলে, ইহকাল পরকালের দেবতা বলে।

ধ্রুব শব্দ করে হেসে উঠল।

নোটন বলল, চুপ। জানি ওসব বাজে কথা। কিন্তু আজ হেসো না।

চালিয়ে যা।

শোনো। একটা জিনিস দেবে ?

আবার কি ? কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছিস। আবার কি ?

একটা চুমু দেবে ? একটা। পায়ে পড়ি। কাউকে কখনো বলব না। একবার।

ধ্রুব একটা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে বসে।

কি হল ধ্রুবদা ! রাগ করলে ?

না। গাড়ি আসছে।

গাড়ি ! নোটন যেন কথাটা বুঝতেই পারেনি এমনভাবে স্বপ্নোত্থিতের মতো চারদিকে তাকাল। বলল, গাড়ি দিয়ে কি হবে ? আমরা তো এখন যাবো না।

তাহলে তুই বসে থাক। আমি চলি।

নোটনের পক্ষে স্বাভাবিক হত ধ্রুবর হাত চেপে ধরা এবং জোরাজুরি করা। নোটন তার কিছুই করল না। চুপচাপ বসে চেয়ে রইল সামনের দিকে। একটু নড়ল না, বাধা দিল না।

ধ্রুব উঠে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। হলুদ একটা আলো নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল। প্ল্যাটফর্মে সেই আলোয় কয়েকজন লোককে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে আছে। নাটকটা কি তারা দেখেছে ?

গাড়ি এল। খুব ফাঁকা। এত ফাঁকা ট্রেন বড় একটা দেখা যায় না। ধ্রুব একটা কামরার হ্যাণ্ডেল ধরে মুখ ফিরিয়ে চাইল। একই জায়গায় একই ভঙ্গীতে নোটন বসে আছে। যেন মৃতদেহ।

তার হাত থেকে হাতলটা বিনীতভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। ধ্রুব ধীর পায়ে ফিরে এসে নোটনের পাশে বসে বলল, উইল পাওয়ার আছে নাকি তোর !

নোটন মৃদু একটু হেসে বলে, পারলে না যেতে ?

কই আর পারলাম।

শোনো ধ্রুবদা, চুপ করে বোসো। ভয় পেও না, আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব না।

www.MurchOna.com

কেউ খেলে খাদ্য হতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মেয়েমানুষকেও আমার আজকাল ভাল লাগে না।

মেয়েমানুষ! আমি কি তোমার কাছে শুধু মেয়েমানুষ। আর কিছু নয়?

আবার কি?

আসার সময় সারা রাস্তা একটিও কথা বলোনি। ঘাড় শক্ত করে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছো। মনে মনে আমি অপমানে পুড়ে গেছি, জানো?

তা হয়তো গেছিস।

একবার তো অন্তত রিকগনাইজ করতে পারতে!

করা উচিত ছিল বুঝি?

কেন করবে না? নষ্ট হয়ে গেছি বলে কি সব পরিচয় মিথ্যে হয়ে যায়?

নষ্ট তো আমিও হয়েছি।

তুমি হওনি। বলে হঠাৎ একটু আবেগবশে দুই শীতল নরম করতলে নোটন ধ্রুবর দুটো গাল চেপে ধরল।

ধ্রুব মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, নষ্টামির কি আছে। এদেশের যে বিপুল অধঃপতন ঘটেছে তাতে মেয়েদের শরীর বেচে খাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

নোটন একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, শরীর বেচে খাই বুঝি? না গো, অতটা নয়। তবে সতীও নই ঠিকই। থাকা সম্ভব নয়।

আমার অত শুচিবায়ু নেই নোটন। তবে তোকে এদের দলে দেখে আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সেটা ঘেন্না নয়, অপমান করাও নয়।

সত্যি বলছ?

বলছি। সত্যি বলতে আমার কোনো বাধা নেই।

ঘেন্না করো না তো!

না, করি না।

তাহলে দাও। একবার। একটিবার।

তৃষিতের মতো নোটন তার মুখখানা এগিয়ে দেয়। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করা। চোখ স্তিমিত আলোতেও স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখায়। তার পরিষ্কার শ্বাস এসে লাগে ধ্রুবর মুখে।

ধ্রুব মৃদু স্বরে বলে, একটা কথা তোকে বলি নোটন। এখনো প্রকাশ্যে এদেশে মেয়ে পুরুষ চুমু খায় না। খেতে নেই।

কেউ তো নেই।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু প্ল্যাটফর্মে দু-চারজন থাকেই। ঘাপটি মেরে আছে।

কিন্তু আর যে সুযোগ হবে না!

কেন হবে না?

কে কোথায় চলে যাবো।

কেন চাস?

তোমাকে কি সব বোঝানো যাবে?

যাবে না কেন? বাংলা ভাষাতেই তো বলবি।

সব ভাব যে কথায় আসতে চায় না।

চেষ্টা কর, হবে।

আবার বলবে না তো নাটকের ডায়ালগ দিচ্ছিস।

তা বললেই কি! নাটক তো জীবন থেকেই আসে।

www.MurchOna.com

চাই তার কারণ ওটা আমার চিহ্ন হয়ে থাকবে। আমার পরিণতি কি হবে জানি না, কিন্তু মরণ পর্যন্ত মনে থাকবে, স্পর্শ থাকবে। দাও।

ধ্রুব খুব করুণ দৃষ্টিতে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবহাওয়ায় নোটনের মুখখানা যেন সীমানা ছাড়িয়ে চারিদিককার আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। চোখে জল। বড় সুন্দর।

কেন চিহ্ন রাখতে চাস নোটন? আমি তোর কে?

কে তা জানো না?

ওরকম ভাবতে নেই। তোর একদিন ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। বরের ঘর করবি; ভালবাসা হবে। কেন একটা চিহ্ন চাস? পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। ওরকম ভাবাই ভুল।

এটা বুঝি নাটকের ডায়ালগ নয়?

হতে পারে। আমি নাটক বহুকাল দেখিনি।

আচমকাই নোটন ধ্রুবর গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরল। ধ্রুব বাধা দেওয়ার আগেই নোটনের ঈষদুষ্ণ এবং ভেজা ঠোঁট চেপে বসে গেল তার ঠোঁটে। কিছুক্ষণ নোটনের বুকের ধকধক নিজের বুকে শুনল সে। বাধা দিল না।

শুচিবায়ু এবার গেল তো! নোটন ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলে।

ধ্রুব সামান্য তেতো গলায় বলে, এত লিপস্টিক মাখিস কেন? বিশ্রী আঠা-আঠা ভাব।

কত দাম জানো এই লিপস্টিকের?

দাম দিয়ে কি হবে? বিশ্রী।

নোটন তার রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বলল, এবার দাও।

আবার কি? এই তো হল।

তুমি তো দাওনি। আমি দিয়েছি।

ফল তো একই।

মোটেই নয়। আমি চাই তুমি নিজে থেকে দাও।

একটা সীন ক্রিয়েট না করেই ছাড়বি না।

আমার এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন ধ্রুবদা। সীনের কথা ভাবছো তুমি? ভেবো না। পৃথিবীতে কোনো সীনই চিরদিন থাকে না। মুছে যায়।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বুঝলাম। কিন্তু যদি দিই সেটাও যে নিজের ইচ্ছেয় দেবো এমন তো নয়। তুই বলছিস বলেই।

তাহলেও বরফ ভাঙুক।

ধ্রুব চারদিক চেয়ে দেখে নিল। কেউ নেই। খুব কোমল হাতে সে জড়িয়ে ধরল নোটনকে। তারপর মুখখানা একটু উঁচু করে দেখে খুব আলতো ঠোঁট ছোঁয়াল ঠোঁটে। একটু চেপে ধরল। তারপর মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বলল, হয়েছে তো!

নিজের গলার স্বর খুবই অস্বাভাবিক শোনাল ধ্রুবর কানে। স্বাভাবিক নয়। তার বুকে একটা অস্থিরতা শুরু হয়েছে। কষ্টই হচ্ছে। কিন্তু সেটা শারীরিক কোনো কারণে নয়। তার গলাটাই কেমন যেন অন্যরকম।

নোটন জবাব দিল না। চোখ বুজে পিছনে হেলান দিয়ে সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বসে ছিল।

ধ্রুব নোটনের দিকে বেকুবের মতো চেয়ে রইল। কি করবে তা বুঝতে পারল না। নোটন বড় ঘরের মানুষ হয়ে গেছে হঠাৎ।

উল্টোদিকের একটা ট্রেন এসে থামতেই কিছু লোকজন দেখা গেল। তারপর আবার চুপচাপ হয়ে গেল স্টেশন।

নোটন চোখ খুলে বলল, মুখে যতই বলো তোমার শুচিবায়ু নেই, তোমার সতীত্বে বিশ্বাস নেই

www.MurchOna.com

তুমি খুব মুক্তমনা, আসলে ভিতরে ভিতরে তুমি ভীষণ শুচিবায়ুগ্রস্ত, প্রাচীনপন্থী, মরালিস্ট।

এই বুঝলি ?

বুঝব কেন, জানি। তোমাকে ছেলেবেলা থেকে এত ধ্যান করেছি যে তোমার কিছুই আর আমার অজানা নেই।

ধ্যানে জেনেছিস ? ভাল।

ঠাট্টা করছো। ধ্যান বলে কি কিছুই নেই ?

থাকতে পারে। আমি জানি না। তবে তুই আবার ধ্যানও শিখেছিস জেনে হাসি পাচ্ছে। একটা লোককে ধ্যান করার কি ?

এ তো সাধুদের ধ্যান নয়। আমার ধ্যান। এক এক মানুষের এক এক ধ্যান থাকে।

আমার ওপর তোর এত টান হল কবে থেকে, কি ভাবে—সেটাই তো রহস্য।

তাহলে সেটা রহস্যই থাক। তুমি বিশ্বাস করবে না জানতাম। বলে একটু হাসল নোটন।

ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলল, না, আমার কিছু সহজে বিশ্বাস হয় না।

নোটন তার একটা মৃদু হাত ধরে বলল, কিন্তু কী সুন্দর আদর করলে আজ আমাকে। মনে হচ্ছিল আমার ভিতরটা পর্যন্ত ধুয়ে যাচ্ছে। কী যে সুন্দর লাগল, কী যে ভাল।

ধ্রুব আপনমনেই একটু লজ্জা পেল। এরকম সে কদাচিৎ করে।

নোটন বলল, আজ বউদির কাছে যখন ফিরে যাবে কিরকম লাগবে তোমার নিজেকে ?

কিরকম আর লাগবে ? রোজ যেমন লাগে।

নিজেকে অপবিত্র মনে হবে না ? বিশ্বাসঘাতক মনে ভাববে না ?

মোটেই না।

ভেবো। তাতে ক্ষতি নেই। আমি আজ যত পেলাম, তোমার তত হারায়নি গো। পুরুষ মানুষ হীরের আংটি।

এত বকবক করিস কেন বলতো !

চুপ করে থাকব ?

থাক না একটু।

তাহলে কাঁধে মাথা রাখতে দাও।

রাখ। তবু চুপ কর।

নোটন হাসল। কাছে সরে এসে কাঁধে মাথা রেখে নিঃঝুম হয়ে বসে রইল।

গাড়ির সময় যে কখন হল তা টেরও পায়নি তারা। হঠাৎ ফের কুয়াশায় স্নান করা ম্লান হলুদ আলোয় চারপাশ যখন অন্ধকার থেকে ভেসে উঠল তখন একটু চমকে উঠল তারা।

ওঠ নোটন। গাড়ি আসছে।

সময় হয়ে গেল ?

হল।

ইস ! আর একটু দেরী করা যায় না ?

পাগল !

কেন, তোমার জন্য বউদি ভাববে ?

দূর। তোর বউদি ভাবে না, কেউ ভাবে না।

তাহলে ?

আমার আর ভাল লাগছে না। স্টেশনে কি এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায় ?

যায় যদি ভালবাসা থাকে। তোমার তো নেই।

এখন ওঠ।

www.MurchOna.com

উঠছি।

ট্রেন এল। দুজনে মোটামুটি একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বসতে না বসতেই ছেড়ে দেয় ট্রেন।

খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। নোটনের চুল উড়ছে। সে খুব মন দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল।

ধ্রুব বলল, ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিস কেন? জানালাটা ফেলে দিই বরং!

না থাক।

কি দেখছিস?

বাইরেটা।

বাইরে দেখার কিছু নেই।

অন্ধকার তো আছে। খুব ইচ্ছে করছে অন্ধকারে ডুবে যেতে।

কত পাগলামি করবি এক বিকেলে? তোর কোটা ফুরোয় না?

না। আজ একটা অন্যরকম দিন।

তাই নাকি?

আজ আমি মরব।

॥ ৮৯ ॥

রামকান্ত রায় খুন হওয়ার পরেই ধরপাকড় শুরু হল। শহরময় একটা হুলস্থূল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুলিস একবারও হেমকান্তর বাড়িতে হানা দিল না। অথচ সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

হেমকান্ত দুদিন ঘুমোলেন না, খেলেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকলেন বেশীর ভাগ সময়। এমন থমথমে মুখ ও গম্ভীর তাঁর চেহারা যে কেউ কাছে বিশেষ ঘেঁষতে সাহস পেল না। রঙ্গময়ী শুধু মাঝে মাঝে এসে চুপ করে বসে থাকে কাছে। তারপর চলে যায়।

তিন দিনের দিন দুপুরবেলা কনক খুব সতর্কভাবে হেমকান্তর কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু মুখ। মৃদু স্বরে ডাকল, বাবা!

হেমকান্ত মুখ ফেরালেন, কিছু শীর্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। চোখের কোল ফোলা, দৃষ্টি ভারী অনিশ্চয়, জবাব দিলেন, বলো।

আপনি এরকমভাবে অন্নজল ত্যাগ করলে যে শরীর ভেঙে পড়বে।

আমি তো ঠিক আছি। শরীর ভালো আছে।

আপনি এরকম নিজেকে গুটিয়ে রাখলে আমরা কার কাছে যাবো? কে আমাদের ভরসা দেবে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তার একটা খবরও তো এখনো পেলাম না কনক!

যা শোনা যাচ্ছে তাতে তো খুব খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না।

নতুন কিছু শুনেছো?

রোজই আমি আর জীমূত বেরিয়ে চারদিকে খোঁজ খবর করছি।

কিছু শুনতে পাও?

যা শুনি সেটা একদিক দিয়ে খুবই আনন্দের।

হেমকান্ত টানটান হয়ে বসে বললেন, বলো কী শোনো তোমরা?

সকলের মুখেই এখন কৃষ্ণর নাম।

কৃষ্ণর নাম? কেন?

সবাই জেনে গেছে যে, কৃষ্ণ বিপ্লবীদের দলে চলে গেছে।

www.MurchOna.com

আর কিছু শোনো ?

রামকান্ত রায়ের হত্যাকারী হিসেবে তার নাম অনেকে বলছে বটে, তবে সেটা গুজব।

গুজব কী করে বুঝলে ?

গুজব না হলে এতদিন পুলিস এসে আমাদের বাড়ি তছনছ করত। সবাইকে ধরে নিয়ে যেত।

সে সময় এখনো যায়নি।

আমার মনে হয় পুলিস গুজবটা বিশ্বাস করে না।

হেমকান্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, সেটা জানলে কি করে ?

থানার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি।

তাঁরা কী বলছেন ?

কৃষ্ণের নামে কোনো প্রিভিয়াস ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই। তাছাড়া সে জমিদার এবং ব্রাহ্মণবংশের ছেলে। বয়স নিতান্ত কম। ফলে···

তাতে কী ? ওটা কোনো অজুহাত হতে পারে না।

পুলিস এসব ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দেয়। তাছাড়া মেথড অফ মার্ডারটাও দেখতে হবে।

কী মেথড ?

রামকান্ত রায়কে প্রথমে গুলি করা হয়। অবশ্য গুলিটা লাগে দুপক্ষের লড়াইয়ের সময়।

তারপর ?

রামকান্ত পালাচ্ছিলেন উণ্ডেড অবস্থায়। কিছু দূর গিয়ে পড়ে যান। তখন কেউ চপার দিয়ে বাকি কাজটা সারে।

খুব বীভৎস, না ?

হ্যাঁ, দেখে মনে হয় খুব ক্রুয়েল কোনো লোক করেছে।

পুলিসের কি ধারণা যে, কৃষ্ণ অত ক্রুয়েল হতে পারে না ?

ঠিক তাই। পুলিসের আরো একটা ধারণা আছে।

কী সেটা ?

তাদের বিশ্বাস কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় স্বদেশীদের দলে চলে যায়নি, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

সত্যিই কি তাই ?

তা কি করে বলব ? তবে শচীন এ ব্যাপারে হয়তো কিছু একটা বুঝিয়েছে পুলিসকে।

শচীন বুঝিয়েছে ! ভারী বুদ্ধিমান ছেলে। পরিস্থিতি যাই হোক সেটাকে অনুকূল করে নিতে জানে। খুব বুদ্ধিমান।

হ্যাঁ। শচীনের ব্যাপারেও আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

হেমকান্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করে বললেন, শচীনের কথা পরে বোলো, এখন আমি কৃষ্ণের কথা আরো শুনতে চাই।

কী শুনতে চান বলুন।

পুলিসের ধারণাটা কতদূর স্থায়ী হবে ? ওদের ইনফর্মার নেই ?

আছে। তবে গতকাল ভূপতি নামে একজন ইনফর্মার খুন হয়েছে।

ভূপতি ? চিনি নাকি তাকে ?

মেছোবাজারে থাকত।

খুন হল কি করে ?

মুক্তাগাছার রাস্তায় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার কাজই নাকি ছিল ইস্কুলে কলেজে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা। বীরু সেনের দল সম্পর্কে সেই পুলিসকে খবর দিয়েছিল।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত একটু শিউরে উঠলেন। তারপর বললেন, এত খুন এত রক্তপাত কি ভাল হয়েছে বাবা ?

আমরাও সেই কথাই আলোচনা করি। কী যে সব হচ্ছে ?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, দেশ স্বাধীন করার দরকার আছে মানি। তা বলে এ ভাবে মানুষ মেরে সেটা করতে হবে ? তোমরা কী ভাবছো জানি না, কিন্তু এ সব দেখে আমার বেঁচে থাকার ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে।

দেশের অন্য সব জায়গায় এত হাঙ্গামা নেই। যত আমাদের এই বাংলায়। এখানকার ছেলেরা একটু বেশী মিলিটান্ট হয়ে যাচ্ছে।

হেমকান্ত সমর্থনসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, কৃষ্ণকে নিয়ে আর কী কথা হল ?

পুলিস ধরে নিয়েছে কৃষ্ণ সদ্বংশের ছেলে এবং ভাল ছেলে। যদি দলটাকে ধরা যায় তবে কৃষ্ণকে রাজসাক্ষী করার কথাও পুলিস ভাবছে।

হেমকান্ত খুব ম্লান একটু হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ও বাবা ! সে তো অনেক দূরের কথা। আগে তো জ্যান্ত অবস্থায় ধরা পড়ুক।

আপনি অত ভাববেন না।

ভাবনার ওপর কি মানুষের হাত থাকে, বলো ! যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে ভাবনা না হওয়াটাই বিস্ময়কর হবে।

সবই তো জানি বাবা। তবু আপনি স্বাভাবিক ভাবে থাকলে আমরা জোর পাই। সবাই কান্নাকাটি করছে সারা দিন : বিশেষ করে মেয়েরা : বাড়িটায় একটা শোকের ছায়া।

আমার জন্যে তোমরা খুব চিন্তিত, বুঝি। আচ্ছা দেখি।

তাহলে উঠুন। স্নান করে দুটি মুখে দিন। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

তোমরা কি আমি না খেলে কেউ খাও না ?

অনেকটা সেইরকমই।

তাহলে আমার তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

না, না, এরকম তো জীবনে কিছু ঘটনা ঘটেই। আপনাকে আমরা খুব শক্ত মানুষ বলে জানি। আপনি ভেঙে পড়লে আমরা আর মনের জোর পাই না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে এতটা অসহায় বোধ করতাম না।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, শচীনের কথা কী বলছিলে ?

হ্যাঁ, শচীনের সম্পর্কে আপনি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুনলাম।

নিয়েছি তবে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে পাকা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তোমাদের কি অমত আছে ?

কনক একটু ভাবল : তারপর বলল, ছেলেটি সব দিক দিয়েই ভাল। তবে আমাদের সমান সমান নয়।

সমান হয়তো ছিল না। এখন হয়েছে। যদি আর্থিক অবস্থাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরো তাহলে শচীন পাসমার্কা পাবে।

আমি বংশমর্যাদার কথা ভেবে বলছিলাম।

মর্যাদা আজকাল আর কারই বা ধরবে ! রাজেনবাবু, অর্থাৎ শচীনের বাবা চমৎকার মানুষ। তোমরা আবার নতুন করে ভেবে দেখ। বউমা এবং মেয়েদের সঙ্গেও আলোচনা কর। লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না।

বলব তবে এখন তো বিয়ের তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কৃষ্ণর খোঁজ আগে পাওয়া যাক। তারপর।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। বললেন, ওটা বিবেচনার কথা হল না।

তাহলে ?

কৃষ্ণের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। বিশাখার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। তোমরা তো জানোই ওর মা না থাকায় আমার দায়িত্ব এখন অনেক বেশী। আর একটা কথাও আছে।

কী কথা বাবা ?

আমি হয়ত এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলব। আমার আর ভাল লাগছে না।

চুকিয়ে ফেলবেন ? তাহলে কোথায় থাকবেন গিয়ে ? কলকাতা ?

না। ও শহরে আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছে ভাল খদ্দের পেলে এস্টেট বিক্রি করে দেবো। তারপর সব টাকা পয়সার বিলিব্যবস্থা করে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে থাকব।

এ সিদ্ধান্ত কি আপনার পাকা ?

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন, না। ভাবছি।

এস্টেট কেনার লোক পাওয়া যাবে বলে ভাবছেন ? এখন নগদ টাকার খুব অভাব চলছে।

খদ্দের তবু পাওয়া যাবে। হয়তো দাম পাবো না।

আপনি এস্টেট বিক্রি করে দিন সেটা আমরাও চাই। কিন্তু ডিপ্রেশনটা কেটে যাওয়ার পর করলেই ভাল।

দেখা যাক। আর একটা কথাও ভেবে রেখেছি।

কি কথা বাবা ?

আমার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। এস্টেটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে আজকাল আমার আর ভাল লাগে না। তাই ভেবেছি বিশাখার বিয়ে দিতে পারলে শচীনকে এস্টেটের অভিভাবক করে রেখে যাবো।

কনক উদ্বিগ্ন গলায় বলে, কোথায় যেতে চান বাবা ?

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, ভয় পেও না। আমি দাদার মত সন্ন্যাস নেবো না।

কনক তবু নিশ্চিন্ত হল না। বলল, আমাদের বংশে এরকম একটা প্রবণতা তো আছে।

আছে। কিন্তু আমার ধাতু সেরকম নয়। ভয় পেও না।

সন্ন্যাস নেওয়ার তো দরকারও নেই বাবা।

হেমকান্ত হাতটা উল্টে বললেন, কি জানি বাবা জীবনের গভীর গভীরে কত কী আছে। সুখের সংসার ছেড়ে মানুষ যখন ঈশ্বর সন্ধানে যায় তখন বুঝতে হবে সুখের ধারণা সকলের এক রকম নয়। ক'দিন আগে কেওটখালিতে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আচমকা দেখা। প্রথমটায় চমকে উঠে ভেবেছিলাম, দাদা বুঝি।

আপনি কেওটখালি গিয়েছিলেন কি খুনের দিন ?

হেমকান্ত মাথা নাড়ালেন, গিয়েছিলাম।

কাজটা ভাল করেননি। বিপদ হতে পারত।

সে বিপদ তো কৃষ্ণর চেয়ে বেশী নয়। অতটুকু ছেলে কোথায় কোথায় হাভাতের মতো ঘুরছে কে জানে।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কনক বলল, সন্ন্যাসীটা কে ?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কি করে বলব ? তবে খুব পারসোনালিটি আছে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বেশ তো আছে। কিছু নেই, তবু বেশ আনন্দে নির্ভাবনায় বেঁচে আছে।

এবার উঠুন বাবা।

শচীনকে নিয়ে কথাটা শেষ হল না।

www.MurchOna.com

আপনি স্থির করেছেন আমাদের অমত হওয়ার কথাই নয়।
যা বললাম সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো।
করব বাবা।
হেমকান্ত উঠলেন। তিন দিন পরে স্নান করলেন তিনি। ভাতের পাতেও বসলেন একটু।
বাড়িশুদ্ধু লোক স্বস্তির শ্বাস ফেলল।
আমবাগানে পড়ন্ত রোদের আলোয় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বিশাখা। চোখের দৃষ্টি হরিণের মতো ভীত ও চঞ্চল। শরীরে অস্থিরতা।
আমবাগানের পিছন দিকে একটা কাঁচা রাস্তা আছে। তার দৃষ্টি সেই দিকে। চারটে প্রায় বাজে।
খুব বেশী অপেক্ষা করতে হল না। ঝোপঝাড়ের মাথার ওপর দিয়ে এক সাইকেল-আরোহীর চলন্ত মাথা দেখা গেল।
বিশাখার হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল ভয়ে। বুকের ভিতর ঠিক উল্টোরকম এক উথাল-পাথাল। সে চারিদিকে ত্রস্তভাবে চেয়ে দেখল কেউ লক্ষ্য করছে কিনা।
না। আমবাগান সম্পূর্ণ নির্জন এবং নিঃশব্দ।
শচীন সাইকেলটা ঝোপের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তার মুখে সামান্য হাসি। চোখে দুষ্টুমি।
ভলব কেন?
বিশাখা চোখ নত করে বলে, খুব খাটুনি পড়েছে বুঝি?
কেন? খাটুনির কী দেখলে?
আজকাল তো কাছারিতেও আসেন না।
কাজ অনেক পড়ে গেছে তোমাদের এস্টেটের। কিন্তু সময় করতে পারছি না। কৃষ্ণের ব্যাপারটা এ ক'দিন খুব ব্যস্ত থাকতে হল।
বিশাখা চোখ তুলে বলল, কিছু খবর পাওয়া গেল?
পাওয়া গেছে তো অনেক। কোনটা বিশ্বাসযোগ্য, কোনটা নয় তাই এখন ভাবনা।
আমরা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।
সেটা তো স্বাভাবিক। তবে একটা কথা আছে।
কি কথা?
কৃষ্ণের মতো কারেজিয়াস এবং বুদ্ধিমান ছেলে তো শুধু ঘরে আটকে থাকার নয়। তাকে তোমরা কি দিয়ে আটকাবে?
তা বলে এতটুকু বয়সে স্বদেশী করবে?
করবে তা তো বলিনি। কিন্তু কিছু একটা করবেই। ওর ধাতই আলাদা। তোমাদের বংশে এরকম এক আধজন ছিলেন। ও তাঁদেরই রক্তের ধারা পেয়েছে।
সবাই খুব ওর কথা বলছে আজকাল, না?
সবাই বলছে বিশাখা। অল ফিল প্রাউড অব্ হিম।
বিশাখা চোখ পাকিয়ে বলল, ইংরিজি বলতে বারণ করেছি না?
শচীন হেসে ফেলে বলে, ওঃ তাই তো। আচ্ছা আর বলব না।
খুব রোগা হয়ে গেছেন কিন্তু।
আচ্ছা তুমি ওই আপনি আজ্ঞে বলার অভ্যাসটা ছাড়বে?
ছাড়ব তো ঠিকই। তবে—
তবে টবে নয়। এখনই বলো।
লজ্জা করে।

www.MurchOna.com

আমাকে আবার লজ্জা কিসের ?
তোমাকে ছাড়া আবার আমার লজ্জা কাকেই বা !
এই তো বলেছো।
বিশাখা জিব কেটে বলে, ইস, বেরিয়ে গেছে।
তাহলে তো হয়েই গেল।
বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না, হল না।
হল না কেন ?
বাড়িতে কিছু শুনতে পাচ্ছি না।
কী নিয়ে শুনবে ?
বিয়ে নিয়ে।
শুনছো না ?
না। কী বিশ্রী যে লাগছে।
এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। এখন বিয়ে নিয়ে ভাববার মতো মানসিক অবস্থা কি কারো আছে ?
সে ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের কী অবস্থা বলো তো !
শচীনের মুখ উদাস হয়ে গেল। বলল, এক দুর্দিনে তোমার আমার চেনা-জানা হল বিশাখা, সইতে হবে।
সইছি না বুঝি ? ভাই নিরুদ্দেশ, তোমার দেখা নেই। কষ্ট কি কম ?
শচীন এই ছেলেমানুষী কথায় একটু হাসল।
বিশাখা হঠাৎ বলল, সেই পেত্নীর কি খবর ?
কোন পেত্নী ?
ওই যে কে এক জমিদারের মেয়ে আমার গ্রাসে ভাগ বসাতে চেয়েছিল ?
শচীন উঁচু স্বরে হেসে ফেলেই সতর্ক হল। বলল, ভয় নেই।
নেই তো !
না। তোমার গ্রাসে ভাগ বসায় সাধ্য কার
যা ভয়ে ভয়ে ছিলাম।
এখন ভয় কেটেছে তো !
সবটা কি কাটে ?
আর ভয় কিসের ?
পুরুষ মানুষকে কি বিশ্বাস আছে ?
শচীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, কী ইদানীং ইংগিত করছো বল তো !
ইংগিত আবার কি ?
তাহলে বিশ্বাসের কথাটা উঠল কেন ?
বিশাখাও গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ পাকিয়ে বলল, আমার কপাল ভাল নয়। তাই ভয় পাই।
শচীন চুপ করে রইল।

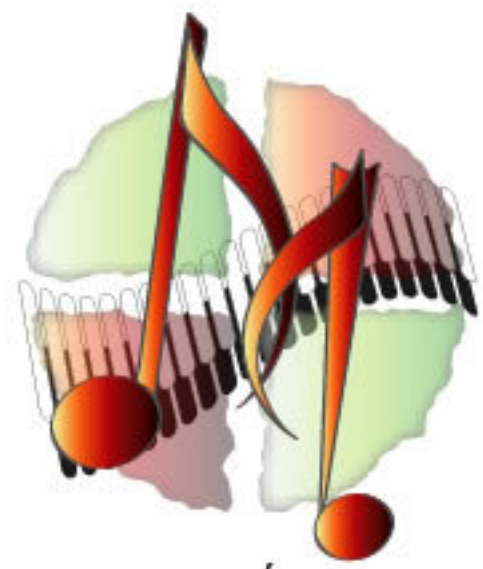

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com